উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৩,৪০৯.৬৯ (-২৮৭.৬০)
নিফটি : ২৫,৪৫৩.৪০ (-৮৮.৪০)

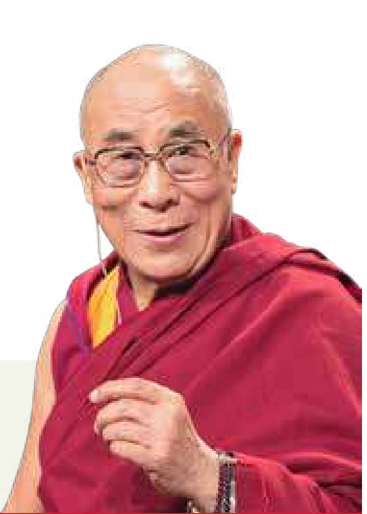

অকালমৃত্যুর দায় করোনা টিকার নয়
করোনা অতিমারির পর হৃদরোগে মৃত্যুর নেপথ্যে করোনা টিকা দায়ী কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এবার এমন দাবি খারিজ করে দিল আইসিএমআর এবং এইমস-এর যৌথ সমীক্ষা। ৭

ফের বিপত্তি বোয়িংয়ে
আবার বিমান-বিপত্তি মাঝআকাশে! উড়তে উড়তে আচমকা গোত্তা খেয়ে একেবারে ২৬ হাজার ফুট নীচে! সোমবার জাপানে এমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন যাত্রীরা। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৪°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৬°

'আমি আবার জন্ম নেব' ৭

১৮ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 3 July 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 46

অন্ধকারেই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতা ও চূড়ান্ত অবহেলায় ভেঙে পড়ার মুখে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার কাঠামো। প্রশাসনিক অচলাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়ছে। আজ দ্বিতীয় কিস্তি

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : 'চাল নেই, চুলো নেই, মুখে বড় কথা'- বহুল প্রচলিত প্রবাদটিই দার্জিলিং হিল এবং দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তরের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব পরিস্থিতি যথার্থভাবে তুলে ধরে। ২০১৯ সালে রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয় দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয় আইন। ২০২১-এর ১৬ নভেম্বর থেকে সরকারিভাবে চালু হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়টি। একই বছর পথ চলা শুরু হয় দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরও। নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও কোথাওই শিক্ষার ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। সম্প্রতি দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই স্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। এর বাইরে সাড়ে তিন বছরেও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই একজন কর্মী বা শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। নেই নিজস্ব পাঠ্যক্রম। তবুও আইন ভেঙে স্নাতকোত্তরে ছাত্র ভর্তি নিয়ে ডিগ্রি প্রদান করছে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের দুই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

আইন এবং নিয়ম বলছে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে কর্মসমিতি (ইসি) এবং কোর্ট। উপাচার্য একক সিদ্ধান্তে কোনও কাজ করতে পারেন না। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ইসি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে 'কাউন্সিল' তৈরি করা হয়। রাজ্য সরকার এবং উপাচার্য মনোনীত স্থানীয় শিক্ষাবিদরা কাউন্সিলের সদস্য হন। সর্বোচ্চ দুই বছরের মধ্যে কাউন্সিল ইসি ও কোর্ট গঠন করে। যতক্ষণ ইসি তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ কাউন্সিলই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। ইসি বা কোর্ট গঠন দূর অস্ত, দার্জিলিং হিল বা দক্ষিণ দিনাজপুর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন পর্যন্ত কাউন্সিল গঠন করাই হয়নি। ফলে কার সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষাবিদরা। কাউন্সিল থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি করতে হয় বিষয়ভিত্তিক বোর্ড অফ স্টাডিজ। সেই বোর্ডই তৈরি করবে সিলেবাস, প্রশ্নপত্র। আজ পর্যন্ত সেসব কিছুই হয়নি।

ধারে নেওয়া হলঘর এবং মাঝেমধ্যে অনুরোধের জেরে ক্লাস

এরপর দশের পাতায়

'রঙের গোলা'। ছুটির পর গলা ভেজাচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারা। কোচবিহারে বুধবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

সংঘের চাপে বঙ্গে পদ্ম সভাপতি শমীক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ জুলাই : বঙ্গ বিজেপিতে শমীক যুগ শুরু। আরেকজন মনোনয়নপত্র জমা দিলেও পদ্ধতিগত কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। ফলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদে শমীক ভট্টাচার্যের নামে সিলমোহর পড়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আরএসএস, জনসংঘ থেকে শুরু করে ৪৪ বছরের রাজনৈতিক জীবন শেষে এখন রাজ্যে বিজেপির ব্যাটন উঠে এল শমীকের হাতে।

বাংলায় দলের অভিমুখেরও ইঙ্গিত মিলল বুধবার। রাজ্য সভাপতি পদে মনোনয়নের সময় তাঁর প্রস্তাবকদের তালিকায় প্রথম নামটিই ছিল শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। ফলে শমীক-শুভেন্দুর যুগলবন্দি রাজ্য

শুভেন্দুর সমর্থন সুকান্তের উত্তরসূরিকে

বিজেপিতে দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সায়েন্স সিটির প্রেক্ষাগৃহে শমীককে রাজ্য সভাপতি হিসাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে তাঁর হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন দলের পক্ষে রাজ্য নির্বাচনি আধিকারিক রবিশংকর প্রসাদ।

দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে শমীক মনোনয়নপত্র দিলেও শেষমুহূর্তে কিছুটা জল্পনা তৈরি হয় অম্বুজাক্ষ মোহান্তি নামে একজন অধ্যাপক মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায়। ওই অধ্যাপক এর আগে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে লড়েছিলেন। বিজেপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মনোনয়নপত্রে অন্তত ১০ জন প্রস্তাবক দরকার। অম্বুজাক্ষের মনোনয়নপত্রে ততজন প্রস্তাবকের সই ছিল না। ফলে স্ক্রুটিনিতে বাতিল হয়ে যায় তাঁর মনোনয়নপত্র।

পরে বিদায়ি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, মনোনয়নপত্র অসম্পূর্ণ থাকায় তা গ্রহণ করার প্রশ্ন ওঠে না। শমীকের রাজ্য সভাপতি হওয়া ছিল প্রত্যাশিতই। মঙ্গলবার রাতেই খবর মেলে যে, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁর

এরপর দশের পাতায়

তৃষ্ণা মেটাতে ভরসা প্রতিবেশীরা

পানীয় জল নেই বহু স্কুলে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২ জুলাই : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলে পানীয় জল ও শৌচাগারের চরম সমস্যা। জলের সমস্যা এতটাই তীব্র যে, ব্লকের প্রায় ২০টি স্কুলে মিড-ডে মিলের রান্না করতে হয় প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে জল নিয়ে এসে। বর্তমানে ক্যালেন্ডারে বর্ষাকাল হলেও প্রচণ্ড গরম। এই তীব্র গরমের মধ্যে জলসংকটে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছে সেইসব স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা।

ব্লকের চাঁপাতলি ১ নম্বর স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়, তপসিখাতা ২ নম্বর বিএফপি বিদ্যালয় সহ একাধিক প্রাথমিক স্কুলে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। পড়ুয়াদের পানীয় জল বাড়ি থেকে নিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। আর মিড-ডে মিল খাওয়ার আগে ও পরে হাত ও বাসন ধুতে প্রতিবেশীদের বাড়িতে ছুটতে হয় পড়ুয়াদের। চাঁপাতলি ১ নম্বর স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নলকূপ নেই। প্রতিবেশীদের বাড়ির নলকূপের জলই স্কুলের পড়ুয়া, শিক্ষক, আর মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের ভরসা।

তবে বুধবার সেই প্রতিবেশীরও নলকূপ বিকল হতেই সমস্যা বাড়ে। মিড-ডে মিল রান্না করাটাও কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। শেষপর্যন্ত অবশ্য বিকল্প ব্যবস্থা করে মিড-ডে মিল খাওয়ানো হয়েছে পড়ুয়াদের। স্কুলের সমস্যার কথা ডিপিএসসিকে জানানো হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে।

ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন অবশ্য সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'একটি স্কুলের সমস্যার কথা শুনেছি। সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। ইতিমধ্যেই

বোতল হাতে জলের খোঁজে পড়ুয়ারা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ভোগান্তি
- কোথাও নলকূপ নেই
- কোথাও নলকূপ দিয়ে আয়রনমিশ্রিত জল পড়ে
- পানীয় জলের জন্য ভরসা পাশের বাড়ি বা পাশের স্কুল
- সেখানেও জলের সমস্যা হলেই চাপ বাড়ে

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতিকে এই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য স্কুল থেকে এখনও অভিযোগ পাওয়া যায়নি।'

চাঁপাতলির সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুজিত সেনগুপ্ত বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যা। নলকূপ না থাকায় প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে জল বয়ে নিয়ে আসতে হয়।'

তপসিখাতা ২ নম্বর বিএফপি বিদ্যালয়েও দীর্ঘদিন নলকূপ ছিল না। সম্প্রতি সেখানে নলকূপ বসানো হয়েছে ঠিকই কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ সেই নলকূপের আয়রন মিশ্রিত জল পানের অযোগ্য। ফলে বাধ্য হয়ে সংলগ্ন হাইস্কুল থেকে পানীয় জল নিয়ে আসতে হয়। তবে সবসময় তো আর সেটা সম্ভব হয় না। তাই সেখানেও পড়ুয়াদের বাড়ি থেকে পানীয় জল নিয়ে আসার কথা বলে রেখেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এ তো গেল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের কথা। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের একাধিক প্রাথমিক স্কুলেও পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে বলে অভিযোগ। সিঙ্গিমারি বিএফপি স্কুলে নলকূপের সমস্যা রয়েছে। বিডিও অফিসে জানিয়েও নলকূপ মেলেনি। তাই জলের জন্য প্রতিবেশীদের নলকূপ ভরসা সেখানেও।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন জায়গাতে কুড়িটির বেশি স্কুলে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হলে গরমে পড়ুয়ারা উপকৃত হবে।' একই অভিযোগ করেছেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের যুগ্ম সম্পাদক সুমন্ত সিংহও।

হাসিনাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

ঢাকা, ২ জুলাই : থাকলেনই বা বিদেশে। আইনে সাজা দিতে তো বাধা নেই। শেখ হাসিনারও সাজা হল। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে কারাদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন গঠিত ট্রাইবিউনাল তাঁকেই শাস্তি দিল। ৬ মাসের কারাদণ্ড। তবে সশ্রম নয়, বিনাশ্রমে কারাবাসের দণ্ড ঘোষিত হল বুধবার।

তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে তাঁকে গ্রেপ্তার ও শাস্তি দেওয়ার দাবি উঠেছে বারবার। কিন্তু দেশ ছেড়ে হাসিনা এখন ভারতের আশ্রয়ে। প্রত্যর্পণ করার জন্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার চেষ্টা করেছে বটে। কিন্তু ইউনূস সরকারের অনুরোধে সাড়া দেয়নি দিল্লি। ফলে সশরীরে তাঁর বিচারের সুযোগ হয়নি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের।

বিচারপতি মহম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ওই ট্রাইবিউনাল মুজিব-কন্যার ওই সাজার নির্দেশ দিয়েছে বুধবার। যে মামলার জেরে এই শাস্তি, সেই মামলার অপর আসামি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের শাকিল আকন্দ বুলবুল ওরফে মহম্মদ শাকিল আলমকেও কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর কারাবাসের মেয়াদ মাত্র ২ মাস। তাঁকেও বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ট্রাইবিউনাল।

কী অপরাধ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর? একটি ভাইরাল অডিওতে নারী কণ্ঠস্বর হাসিনার বলে অভিযোগ করে ওই মামলা হয়। কী ছিল সেই অডিওতে? মাসখানেক আগে '২২৬ জনকে হত্যার লাইসেন্স পেয়ে গিয়েছি' বলে একটি অডিও কথোপকথন ভাইরাল হয়। সেখানে যে মহিলার

এরপর দশের পাতায়

মাফিয়াদের নয়া টার্গেট

নদী ছেড়ে এবার জমি থেকে মাটি চুরি

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২ জুলাই : নদী থেকে তো বালি, পাথর পাচার হয়ই। এবার ফালাকাটার মুজনাই নদী লাগোয়া রেকর্ডভুক্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি থেকেও অবাধে মাটি লুট হচ্ছে।

ইতিমধ্যে ফালাকাটার ভুটনিরঘাটের বাসিন্দা দিলীপ অধিকারী বিএলএলআরও'র কাছে এনিয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন। বুধবার তিনি একই অভিযোগ জানান ফালাকাটা থানার পুলিশের কাছেও। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, আপাতত একজন বাসিন্দাই অভিযোগ জানিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু নদী লাগোয়া এরকম আরও অনেকেরই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি থেকেও মাটি লুট হচ্ছে বলে অভিযোগ। ভূমি দপ্তর অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমেছে।

নদীর বালি-পাথরের চাহিদা তো সব সময় থাকেই। আবার অনেক সময় কোনও গর্ত বা নীচু জমি ভরাট করতে মাটির চাহিদা বাড়ে। তাই চাহিদা অনুযায়ী এবার নদীর চর এলাকার কারও কারও জমি থেকে ট্র্যাক্টর-ট্রলির মাধ্যমে মাটি লুট হচ্ছে।

ফালাকাটার বিএলএলআরও দোলমা তামাংয়ের কথায়, 'ওখানে ঠিক নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছে না। যে ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন তাঁর জমি নদীর পাশেই। সেই রেকর্ডভুক্ত জমি থেকেই মাটি তোলা হচ্ছে। তবে রয়্যালটি ছাড়া সেটাও অবৈধ। অভিযোগ পাওয়ার পরেই দপ্তরের টিম ওই এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি দেখে এসেছে। ফের সেখানে নজরদারির টিম যাবে।'

এদিকে অভিযোগকারী দিলীপের বক্তব্য, 'প্রায়দিনই ভোরবেলা ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে আমার জমির মাটি কাটা হচ্ছে। ইতিমধ্যে দু'বিঘা জমির মাটি লুট হয়েছে। জমিটি একেবারেই নদী ঘেঁষে। মাটির সঙ্গে বালিও পাচার হচ্ছে।'

এভাবেই মুজনাই নদীর পাশে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির মাটি লুট।

তাই দ্রুত যাতে এই পাচার বন্ধ হয় সেজন্য তিনি গত ৩০ জুন বিএলএলআরও অফিসে লিখিত অভিযোগ করেন। আর এদিন একই অভিযোগ করেন ফালাকাটা থানায়। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নেমেছে পুলিশও।

ফালাকাটার বাগানবাড়ি, ভুটনিরঘাট, এসএসবি ক্যাম্পের মোড়, পশ্চিম ফালাকাটা, বড়ডোবা হয়ে বইছে মুজনাই নদী। এই নদী থেকে আগেও অনেকবার বালি-পাথর পাচারের অভিযোগ উঠেছিল। তবে যখন প্রশাসন কিছুটা সক্রিয় হয় তখন সাময়িকভাবে পাচার বন্ধ থাকে। প্রশাসনিক নজরদারিতে ঢিলেমি দেখা গেলেই ফের সক্রিয় হয়ে ওঠে পাচারকারীরা। আর এখন প্রশাসনের নজরদারি এড়াতে সময়ে রদবদল করেছে দুষ্কৃতীরা। সূত্রের খবর, ভোরবেলায় ভূমি দপ্তরের টিম তো নজরদারির জন্য এলাকায় যেতে পারবে না। আর এলাকার অধিকাংশ মানুষেরও ভোরবেলা ঘুম ভাঙে না।

এরপর দশের পাতায়

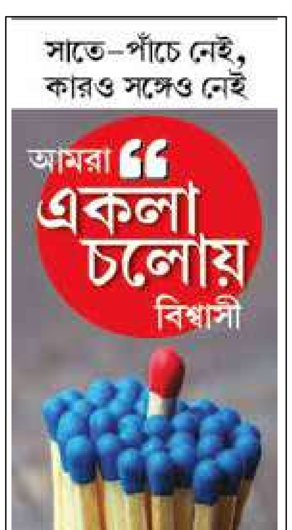

সালিশিতে মিটমাটের চেষ্টা

যৌন নির্যাতন, ধৃত তৃণমূল কর্মী

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২ জুলাই : ১২ বছরের মেয়ের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে এক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। ৬২ বছরের ওই তৃণমূল কর্মী এলাকার দলীয় পার্টি অফিসের কেয়ারটেকার বলে জানা গিয়েছে। পার্টি অফিসের পাশেই তার বাড়ি। অভিযোগ, ঘটনার পর ওই তৃণমূল কর্মীকে বাঁচানোর জন্য সালিশি সভা করে মিটমাট করার চেষ্টা করা হয়। টাকা দিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ঘটনাটি জানানোর পর তাঁরাও এই ঘটনায় অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। যাতে থানায় কেউ অভিযোগ না জানান, সে কথাও বলা হয়। অভিযুক্তর শাস্তির ব্যবস্থাও করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয় নির্যাতিতার পরিবারকে।

এর মধ্যে প্রায় এক মাস সময় চলে যায়। এলাকার বাসিন্দারা বিষয়টি জানতে পেরেই ওই নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়ান। পরে নির্যাতিতার বাবা থানায় অভিযোগ জানান। অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্ত ওই তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

খবর পেয়ে বুধবার নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। তিনি এই ঘটনায় অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টার জন্য তৃণমূলকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, 'ঘটনার পর থেকেই তৃণমূল নেতা এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা ওই বৃদ্ধকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। গ্রাম্য সালিশি সভা বসিয়ে টাকা দিয়ে বিষয়টি মিটমাট করার চেষ্টা করেন তাঁরা। আমরা এই প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করছি। তৃণমূল এই ধরনের অপকর্মকে সবসময় আড়াল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই ঘটনা তারই প্রমাণ। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। নির্যাতিতার পরিবারের পাশে আমরা রয়েছি। তাদের সবরকম সাহায্য আমরা করব।'

লজ্জা
- এক মাস আগে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল
- মাঝে টাকা দিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নেতাদের বিরুদ্ধে সালিশির অভিযোগ

যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, নির্যাতিতার পরিবারকে কেউ অভিযোগ জানাতে নিষেধ করেনি। বিজেপি এসব মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক সভাপতি পরিতোষ বর্মন বলেন, 'অভিযুক্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাক, এটাই চাই।'

এরপর দশের পাতায়

'বুড়ো' ইঞ্জিনে বিপত্তি, প্রশ্নে ঐতিহ্য

সালটা ১৮৮১। দিনটা ৪ জুলাই। শিলিগুড়ি থেকে স্টিম ইঞ্জিনে ধোঁয়া তুলে আনুষ্ঠানিকভাবে দার্জিলিংয়ে পৌঁছেছিল খেলনা গাড়ি। কাল সেই দিনটিতে প্রথমবার টয়ট্রেন দিবস পালন হবে সুকনায়।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : পাহাড়পথে উঠতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছে টয়ট্রেন। কখনও খাড়া বাঁকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইঞ্জিন, কখনও আবার লাইন থেকে 'ধপাস' হয়ে পড়ছে মাটিতে। গত এক বছরে প্রায় ২০ বার লাইনচ্যুত হয়েছে খেলনা গাড়ি। ফলে ঐতিহ্যের টয়ট্রেনে এখন চড়াটাই যেন আতঙ্কের হয়ে উঠছে অনেকের কাছে। বুধবারও দার্জিলিং যাওয়ার পথে সুকনা এবং রংটংয়ের মাঝে লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে টয়ট্রেন। বারবার এমন ঘটনা ঘটতে থাকায় প্রশ্নে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের পরিকাঠামো।

এসবকে অবশ্য 'ছোট্ট ঘটনা' হিসেবেই দেখছে রেল। বরং বিশ্বের দরবারে দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যকে আরও মেলে ধরতে এই প্রথম পালন করা হচ্ছে টয়ট্রেন দিবস।

৪ জুলাই সুকনা স্টেশনে ওই অনুষ্ঠান ঘিরে এখন সাজোসাজো রব। রংতুলিতে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বেশ কিছু ট্রেনের কামরা। সহযোগিতায় রয়েছে নর্থবেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। অনুষ্ঠানে

হেরিটেজ স্পেশাল

টয়ট্রেনের ঐতিহ্য তুলে ধরতে ডিএইচআর থিমে বিভিন্ন ছবি ফুটিয়ে তুলবেন উত্তরের আঁকিয়েরা।

ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলছেন, 'টয়ট্রেনের একটা আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। গোটা বিশ্ব সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত। আমরা নতুন প্রজন্মকেও ওই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করাতে চাই।'

সালটা ১৮৮১। দিনটা ৪ জুলাই। শিলিগুড়ি থেকে স্টিম ইঞ্জিনে ধোঁয়া তুলে আনুষ্ঠানিকভাবে দার্জিলিংয়ে পৌঁছেছিল খেলনা গাড়ি। কে জানত তখন, এই খেলনা গাড়িই একদিন দার্জিলিংয়ের 'আইকন' হয়ে উঠবে! সেই স্মৃতিকে উসকে দিতেই এই প্রথম টয়ট্রেন দিবস উদযাপন, বলছেন ডিএইচআর কর্তারা।

পাহাড়পথে খেলনা গাড়ি। (ইনসেটে) লাইনে তোলা হচ্ছে টয়ট্রেনকে।

২০১৭ সালে পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের পর থেকে টয়ট্রেনকে ফের জনপ্রিয় করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ করছিল রেল। এমন সময় কোভিড চলে আসায় গোটা বিশ্বের পর্যটন ব্যবসাতেই ভাটা পড়ে। প্রভাব পরে টয়ট্রেনেও। পরবর্তীতে ধসের জেরে দীর্ঘদিন পরিষেবা বন্ধ থাকায় বিদেশি পর্যটকদের চাহিদা তলানিতে যেতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে টয়ট্রেনকে ফের বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে ঘুম সামার ও উইন্টার ফেস্টিভালের আয়োজন করে ডিএইচআর। অনুষ্ঠান দুটি টয়ট্রেনকে আবার স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনে। এরপর থেকে প্রায় প্রতি বছরই আয়ে নিজের রেকর্ড ভাঙছে ডিএইচআর।

এ তো গেল আনন্দের কথা।

এরপর দশের পাতায়

তরুণদের অনুপ্রেরণা ৬৫-র অরূপ

১৬২ বার রক্তদান, সুযোগ পেলেই ট্রেকিং

মন ভালো করা

দেবদর্শন চন্দ

অরূপ গুহ।

কোচবিহার, ২ জুলাই : জন্মদিন হোক কিংবা বিয়েবাড়ি। যে কোনও অনুষ্ঠানে কিংবা পুজো এলেই সামাজিক কর্মসূচি হিসেবে পাড়ায় পাড়ায় রক্তদান শিবিরের কথা শোনা যায়। কিন্তু সত্তরের দশকে কোচবিহারে এমন আয়োজন সেভাবে হত না। সেসময় অবশ্য সাইকেল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় রক্তদানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন কোচবিহারের অরূপ গুহ। তাঁর একটাই মন্ত্র, 'স্বেচ্ছায় রক্ত দিন, সুস্থ থাকুন চিরদিন।' তিনি কোচবিহারের ন্যাসনগরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তথা পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব। শতাধিকবার রক্তদান করেছেন অরূপ। শুধু নিজের জেলাতেই নয়, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এমনকি বর্ধমানেও তিনি রক্তদান করতে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

রক্তদানের এই পথ চলাটা শুরু হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। প্রথমবার কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ট্রেনে পৌঁছে গিয়েছিলেন বর্ধমানে। কিন্তু কেন এই আগ্রহ? তাঁর উত্তর, 'সেসময় কোচবিহারে ব্লাডব্যাংক না থাকায় হাসপাতাল চত্বরে প্রচুর দালাল থাকত। তাদের উপদ্রবে রক্ত পাওয়া দুষ্কর হয়ে যেত। কারণ অনেকেরই অর্থ ব্যয় করে রক্ত কেনার সামর্থ্য থাকে না। বিষয়টি একেবারে পড়াকালীনই বুঝে গিয়েছিলেন। ১৯৯৭ সালে ব্লাড ব্যাংক তৈরি হয় কোচবিহারে। সেই থেকেই রক্তদানের পাশাপাশি সকলকে উৎসাহিত করতাম রক্ত দিতে।' যখনই ডাক পেতেন, ছুটে যেতেন রক্তদানে। এখন অবশ্য বয়সের কারণে সেভাবে রক্ত দিতে না পারলেও, সকলকে উৎসাহ দেন তিনি।

৬৫ বছর বয়সেও সুযোগ পেলে ট্রেকিংয়ে চলে যান। মাঝেমধ্যেই সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় তাঁকে। ১৬২ বার রক্তদান করেছেন তিনি। ২০০৩ সালের এভারেস্ট দিবসের দিন ছিল তাঁর ১০০তম রক্তদান। পেশায় অবসরপ্রাপ্ত পুরকর্মী হলেও তাঁর মন পড়ে থাকে নদীতে, সামাজিক নানা কাজে। এখন রক্ত দিতে না পারলেও কারও প্রয়োজনে ডোনার জোগাড় করে দিতে এগিয়ে যান। ২০২৪ সালে কলকাতায় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অরূপের এই কৃতিত্বের সাক্ষী কোচবিহারের আপামর জনগণ। আজও জেলার হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি। ২০২৩ সালের ১৪ জুন শেষবার বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে এক প্রবীণকে রক্ত দিয়েছেন কোচবিহারের এই রক্তযোদ্ধা।

আম বাগান কেটে মাল্টা চাষে সাফল্য

হরষিত সিংহ

মালদা, ২ জুলাই : আমের জন্য বিখ্যাত মালদা। কিন্তু এই জেলাতেই ইদানীং সফলভাবে চাষ হচ্ছে মাল্টা। স্থানীয় বাজারে বিক্রিও হচ্ছে দেদার। আম বাগানে খরচ বেশি। গাছের পরিচর্যা বেশি করতে হয়। তুলনায় মাল্টা চাষে খরচ কম। গাছের পরিচর্যারও তেমন প্রয়োজন হয় না। তাই মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতির বাসিন্দা বিবেক সাহা আম বাগান কেটে আট বিঘা জমিতে শুরু করেন মাল্টা চাষ। মালদায় তিনিই প্রথম এই চাষ শুরু করেছেন বলে খবর। কলকাতা থেকে ভালো মানের চারা এনে বসানোর প্রায় চার বছরেই সাফল্য পেয়েছেন। এখন গাছে ফল হচ্ছে। বছরে লক্ষ টাকা রোজগার হচ্ছে তাঁর। এককথায়, আমের বিকল্প হিসাবে মাল্টা চাষ করে তিনি এখন সফল।

মুসম্বির মতো দেখতে কিন্তু তুলনায় মিষ্টি এই মাল্টার বাজারে ব্যাপক চাহিদা বলে জানালেন বিবেক। তিনি বলেন, 'আম গাছের পরিচর্যা বেশি করতে হয়। সেই তুলনায় মাল্টা চাষে পরিচর্যা অনেক কম। তাই বিকল্প চাষ হিসাবে মাল্টা চারা রোপণ করি। আম বাগান কেটে এই বাগান তৈরি করেছি। চার বছর পর থেকেই ফলন হচ্ছে। বছরে লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে। এই ফলের চাষ যে কেউ করতে পারবেন।'

বিবেক জানান, মাল্টা চাষে বছরে কয়েকবার মাত্র জলসেচ দিতে হয়। কোনও রাসায়নিক সার বা অন্যকিছুর প্রয়োজন হয় না। তাই এই চাষে খরচ খুব কম। অন্যদিকে, আম চাষে পরিচর্যা প্রায় সারা বছর করতে হয়। মুকুল ফোটা থেকে আম পাকার আগে পর্যন্ত একাধিকবার স্প্রে করতে হয়। ভিটামিন প্রয়োগ করতে হয়। আবার আবহাওয়ার উপরেও আম চাষের ফলন অনেকটাই নির্ভরশীল। তাই অল্প খরচে বেশি লাভবান হতে মালদার যে কোনও কৃষক এই মাল্টা চাষ বিকল্প হিসাবে শুরু করতে পারেন বলে বিবেকের বক্তব্য।

এ বিষয়ে মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, 'বিকল্প বিভিন্ন ফল চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে দপ্তরের তরফে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এই বছরও আমরা অন্যান্য ফল সহ মাল্টা গাছের চারা বিতরণ করব। এছাড়াও কেউ যদি বাগান করতে ইচ্ছুক থাকেন, দপ্তরে যোগাযোগ করলে তাঁদের সমস্তরকম সাহায্য করা হবে।'

কমলা নয়, কমলার মতো। ইংরেজবাজারের এক মাল্টা বাগানে।

> আম গাছের পরিচর্যা বেশি করতে হয়। সেই তুলনায় মাল্টা চাষে পরিচর্যা অনেক কম। তাই বিকল্প চাষ হিসাবে মাল্টা চারা রোপণ করি। আম বাগান কেটে এই বাগান তৈরি করেছি। চার বছর পর থেকেই ফলন হচ্ছে। বছরে লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে। এই ফলের চাষ যে কেউ করতে পারবেন।
>
> **– বিবেক সাহা**
> *মাল্টা চাষি*

> বিকল্প বিভিন্ন ফল চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে দপ্তরের তরফে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এই বছরও আমরা অন্যান্য ফল সহ মাল্টা গাছের চারা বিতরণ করব। এছাড়াও কেউ যদি বাগান করতে ইচ্ছুক থাকেন, দপ্তরে যোগাযোগ করলে তাঁদের সমস্তরকম সাহায্য করা হবে।
>
> **– সামন্ত লায়েক**
> *আধিকারিক, উদ্যানপালন দপ্তর*

চা বাগানে চিতাবাঘের দেহ

কালচিনি, ২ জুলাই : চা বাগানের ঝোপ থেকে পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করলেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের বনকর্মীরা। বুধবার সকালে কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানের ২০ নম্বর সেকশনে মর্দা চিতাবাঘটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন বাগানের শ্রমিকরা। তাঁরা বাগান কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালে বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে বন দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বনকর্মীরা পৌঁছে চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করেন।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের (পশ্চিম) ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর হরিকৃষ্ণন পিজে জানান, চিতাবাঘের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। দেহের নীচের অংশে কিছুটা আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। পেছনের পা দুটি উপরের দিকে উঁচু হয়ে ছিল।

বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটির দেহ যেখানে পড়ে ছিল, সেই চা বাগানের সেকশনের পাশেই রয়েছে পাকা রাস্তা। তাই রাস্তা পারাপারের সময় কোনও গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে চা বাগানে পড়ে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে সেটির। আবার বন দপ্তরের একটি সূত্র বলছে, দুটি চিতাবাঘের মধ্যে সংঘর্ষের কারণেও সেটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর।

এদিন ঘটনার পর শ্রমিকদের অন্য সেকশনে কাজে পাঠানো হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি, চা বাগানে চিতাবাঘ রয়েছে। এদিন চিতাবাঘটির দেহ উদ্ধারের পর সে কথা আরও একবার প্রমাণিত হল। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটির মৃত্যু সম্ভবত মঙ্গলবার গভীর রাতে অথবা বুধবার ভোরে হয়েছে।

কর্মখালি

Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company বিভিন্ন পদে পরিশ্রমী লোক চাই। 94341-17292. (C/116867)

•

Aparupa Stores Deshbandhu Para Slg. কাজের লোক চাই। M : 7001769305. (C/113536)

•

উত্তরবঙ্গের চাকরিজীবী/বেকার/রিটায়ার্ড/VRS/ অবসরপ্রাপ্তদের বাড়ি থেকে আয়ের সুযোগ। M : 7866892259. (K)

•

উঃ বঙ্গের সাত জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজের জন্য অফিস স্টাফ, সার্ভেয়ার ও বিভিন্ন পদে বেতন ভিত্তিক পুরুষ ও মহিলা কর্মী প্রয়োজন। ফোন-8942899699/ 9735782382. (C/116867)

•

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি খাওয়ার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা - M - 9832268306. (C/116868)

•

Wanted teachers for M.A English (self financed) purely on temporary basis. NET/SET mandatory. PhD desirable. Apply by post to Principal, Alipurduar Mahila Mahavidyalaya within 15th July, 2025. For details, see college website. (C/117015)

•

নরেশ মোড় তেলিপাড়ায় ডিস্ট্রিবিউশন ফার্মে শপ টু শপ FMCG প্রোডাক্ট ডেলিভেরি করার জন্য ডেলিভেরি বয় প্রয়োজন। ফিক্সড স্যালারি + ইনসেনটিভ। শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে। M-9064738552, 9883653139. (C/117270)

•

Eureka Forbes Ltd, Aquaguard মহিলা/পুরুষ Advisor চাই। Salary+ Comm. থাকা ফ্রি- Interview Dt.4.7.25 with Bio-data. Time : 12 P.M. to 4 P.M., B.S. Enterprise. Pakur Tala More, Siliguri - M : 98324-43401, 9749087222. (C/117264)

ভর্তি

২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে D.El Ed-এ Online ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ- Manoranjan Saha Memorial B.Ed College, Maynaguri, Jal- 9932209369. President. (S/C)

হারানো/ প্রাপ্তি

গত 27-06-2025 তারিখে আমার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের ও কাস্ট সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় দেওয়ার অনুরোধ করছি। বিপ্লব বর্মন, পিতা ঃ পরেশ বর্মন, পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি, শিলবাড়ি হাট, আলিপুরদুয়ার। ফোন- 8207253788 (C/117016)

ত্যাজ্যকন্যা

আমরা গৌরী গোস্বামী এবং সাধন কুমার গোস্বামী শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক 02/07/2025 তারিখে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমাদের মেয়ে মুন সাহা (গোস্বামী)-কে অদ্য থেকে ত্যাজকন্যা করলাম। তার আমাদের সম্পত্তিতে কোনও অধিকার থাকবে না এবং আমাদের মারা যাওয়ার পর আমাদের কোনও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কোনও অধিকার থাকবে না। (C/117268)

নিখোঁজ

পরেশ চন্দ্র রায়, পিতা মৃত পঞ্চানন রায়, দক্ষিণ ভারতনগর অম্বিকা চক্রবর্তী, সরণি, শিলিগুড়ি নিয়ার আনন্দমার্গ স্কুল, জেলা-দার্জিলিং, গত 15/05/2002 তারিখে বাড়ি হইতে নিখোঁজ হয়ে যান, গায়ের রং কালো, মুখে বড় তিল ডানদিকে, বয়স 85, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি সাদা রংয়ের গলায় কাঠের মালা, সোনার লোকেট, কেউ সন্ধান পেলে আমাদের এই ঠিকানায় এবং ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন। তরুণ রায় 9749306659.

অ্যাফিডেভিট

খতিয়ান নং LR, 9332, J.L. নং 016, মৌজা- গোপালপুর আমার নাম ভুল থাকায় গত 11-06-25 সদর, কোচবিহার, J.M. 1st Court অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ajay Kumar Dey এবং Chhuti Ram Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নাগেশ্বরগুড়ি, ঢাংঢিংগুড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার (WB)। (C/115991)

•

In my Service Book Record Home address is mentioned Vill: Vivekananda Para, P.S. Kotwali, P.O & Dt. Jalpaiguri, Pin- 735101, W.B. on 02.07.2025 befor E.M. Court Jalpaiguri by affidavit declared that my actual address is Vill : Tara Para, near Holychild School, P.O. Jalpaiguri Govt. Engineering College, P.S. Kotwali, Dist : Jalpaiguri, Pin : 735102. Billol Roy, Japlaiguri. (C/116648)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে Sahidar Miah থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে (01/07/25) অ্যাফিডেভিট বলে Chhayadar Miya হলাম। ঝুড়িপাড়া, দিনহাটা। (S/M)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

NIT NO-DDP/N-15/2025-26

e-Tenders for 13 (Thirteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Dinajpur **Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT NO-DDP/N-15/2025-26 is 18.07.2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

কমিউনিটি হলের উন্নীতকরণ/নবীকরণ

[illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

ডিআরএম (ওয়ার্কস), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

[illegible] আনুমানিক মূল্যঃ ১৮,৫৫,০১,৫০৩.০৭ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং যে কোনও সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কামাখ্যা প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

ইলেক্ট্রো-নিউম্যাটিক প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেমের স্থানান্তরণ

[illegible] টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

তিনটি পর্যায়ে হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রাকারী ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৮টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১২৩০১-১২৩০৫-১২৩০২-১২৩০৬-এ ০১টি রাউন্ড ট্রিপের পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

তিনটি পর্যায়ে রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রাকারী ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৮টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১২৩০১-১২৩০৫-১২৩০২-১২৩০৬-এ ০১টি আরটিভিপি-র ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলি সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের জন্য দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণ করাও প্রয়োজন। **অকশন ক্যাটালগের বিশদ ঃ (১) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৭এ; কম্পার্টমেন্ট ঃ** ০৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৬টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০৭.২০২৫, দুপুর ১ টা। (২) **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৭বি; কম্পার্টমেন্ট ঃ** ট্রেন নং ১২৩০১-১২৩০৫-১২৩০২-১২৩০৬ এইচডব্লুএইচ-এনডিএলএস-এইচডব্লুএইচ-তে রাউন্ড ট্রিপ ভিপি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৭.২০২৫, দুপুর ১ টা। (৩) **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৭সি; কম্পার্টমেন্ট ঃ** ০২ টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২ টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৭.২০২৫, দুপুর ১ টা।

(HWH-169/2025-26) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া
ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু ও মালদা টাউন-এর মধ্যে স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৬৫৬৫/০৬৫৬৬ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - মালদা টাউন - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, চলাচলের তারিখ, স্টপেজ এবং গঠন অনুসারে চলবে ঃ-

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - মালদা টাউন স্পেশাল			(০৬৫৬৫) (০৬৫৬৬)	মালদা টাউন -এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
রবি	–	২৩.৪০	↓ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু	১২.৪৫	–	শুক্র
সোম	১২.৫০	১৩.০০	বিজয়ওয়াডা জং.	২২.৪৫	২২.৫৫	
	০১.৪৫	০১.৫০	ভুবনেশ্বর	০৭.১০	০৭.১৫	বৃহস্পতি
	০৭.১৫	০৭.২৫	খড়্গপুর	০০.৪৫	০০.৫৫	
মঙ্গল	০৯.৫৫	১০.০০	ডানকুনি	২১.৫৫	২২.০০	
	১৩.১১	১৩.১৬	রামপুরহাট	১৮.৩২	১৮.৩৭	বুধ
	১৬.৩০	–	মালদা টাউন ↑	–	১৬.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে কৃষ্ণরাজপুরম, বঙ্গারপেট, জোলারপেট্টি জং., কাটপাডী জং., রেনিগুন্টা জং., গুডুর জং., ওঙ্গোল, রাজমন্ড্রী, দুব্বাডা, কোট্টাভালাসা জং., ভিজিয়ানাগ্রাম জং., শ্রীকাকুলাম রোড, পলাসা, ব্রহ্মপুর, বালুগাঁ, খুরদা রোড জং., কটক, ভদ্রক, বালাসোর, আন্দুল, বর্ধমান, বোলপুর শান্তিনিকেতন এবং নিউ ফারাক্কা স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ০৬৫৬৫ ঃ** ১৩.০৭.২০২৫ তারিখ (রবিবার) = ০১ টি ট্রিপ। **মালদা টাউন থেকে ০৬৫৬৬ ঃ** ১৬.০৭.২০২৫ তারিখ (বুধবার) = ০১ টি ট্রিপ।। **গঠন ঃ** এসি-২টিয়ার — ০১, এসি-৩টিয়ার — ০৩, স্লিপার শ্রেণি — ১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (জিএস) — ০৫ এবং এসএলআরডি — ০২ = ২১টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KENDRIYA VIDYALAYA BSF BAIKUNTHPUR
Advertisement for admission in class-X

It is hereby informed that a few seats are vacant in Class X at Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur. Children of Central Government employees, ex-servicemen, and employees of autonomous bodies/public sector undertakings/higher education institutions under the Government of India (Service category I & II), who are currently studing in CBSE-affiliated schools, are eligible to apply for admission to these seats. Admission can be done under point-09 of part-A of the Admission Guidelines-2025-26 issued by the Kendriya Vidyalaya Sangathan.

Registration for admission will be accepted from 03.07 2025 to 07.07.2025 during office hours.

For application forms and further details, interested candidates/parents may contact the school office or visit the school website : **https://bsfbaikunthpur.kvs.ac.in/**

Principal

* বিন্নাগুড়ি ক্যান্টে ৫ বছরের জন্য দোকান ইজারা দেওয়ার বিজ্ঞাপন *

১. বিন্নাগুড়ি মিলিটারি স্টেশনে ৫ বছরের জন্য ৫টি দোকান ইজারার জন্য যুদ্ধ বিধবা/ প্রতিবন্ধী সৈনিক/ প্রাক্তন সৈনিক এবং স্বামী/স্ত্রী/প্রাক্তন সৈনিকের বিধবা স্ত্রীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র চাওয়া হচ্ছে। দোকানের বিস্তারিত তথ্য আবেদনপত্রের সাথে পাওয়া যাবে যা শক্তি বিজয় শপিং কমপ্লেক্সের অ্যাকাউন্ট নম্বর-৪৪১৮৮৬০২৭৫২০-এর অনুকূলে চেক/ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ৫০০ টাকা ফি দিয়ে নন-কমিশন্ড অফিসার ইনচার্জ শক্তি বিজয় শপিং কমপ্লেক্স থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

২. মাসিক রিবেট নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতাকে দোকানগুলি বরাদ্দ করা হবে।

৩. আবেদনপত্রগুলি সর্বনিম্ন ১৭ জুলাই ২০২৫ সালের মধ্যে শক্তি বিজয় শপিং কমপ্লেক্সের নন-কমিশন্ড অফিসার ইনচার্জের কাছে জমা দিতে হবে।

৪. জিজ্ঞাসার জন্য, ৮৮৯৪০১০৩১৮ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

আজ টিভিতে

শোলক সারি সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ নবাব, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ সবুজ সাথী, সন্ধে ৭.০০ নবাব নন্দিনী, রাত ১০.০০ গ্যাঁড়াকল, ১.০০ প্রেমের প্রতিদান

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৩.৪৫ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৬.৫৫ পাওয়ার, রাত ১০.১০ লভ স্টোরি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ প্রাণের স্বামী, দুপুর ১.০০ সৎ মা, বিকেল ৪.৩০ মেমসাহেব, রাত ১০.৩০ বাহাদুর, ১.৩০ বিয়ে বিভ্রাট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আট পাকে বাঁধা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরের লক্ষ্মী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৪ অঙ্গারে, দুপুর ১.৩১ আর্মি, বিকেল ৪.৩২ রাউডি রাজকুমার-টু, সন্ধে ৭.৩০ রাবণরাজ ঃ আ ট্রু স্টোরি, রাত ১০.১২ মেরি তাকত মেরা ফয়সলা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১২ এনিমি, দুপুর ২.১১ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, বিকেল ৫.১১ অপরিচিত ঃ দ্য স্ট্রেঞ্জার, রাত ৮.০০ আরআরআর, ১১.৩৫ গো গোয়া গন

এমএনএক্স : বেলা ১১.১২ উইডোজ, বিকেল ৪.১৮ রেড ডন, ৫.৫০ বেয়ারলি লিথাল, সন্ধে ৭.২৫ এসকেপ প্ল্যান-টু ঃ হেডস, রাত ৯.০০ রকি-থ্রি, ১০.৩৮ অ্যালেক্স ক্রস

রমেডি নাউ : দুপুর ১.২০ অ্যান্ড সো ইট গোজ, সন্ধে ৬.০৫ অ্যালভিন অ্যান্ড দ্য চিপমাঙ্কস, ৭.৩৫ মার্মাডিউক, রাত ৯.০০ গেস হু, ১০.৪৫ দ্য অ্যাংরিয়েস্ট ম্যান ইন ব্রুকলিন

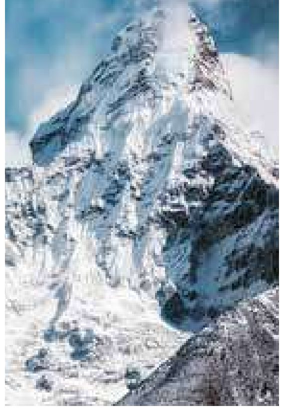

দ্য গ্রেট হিমালয়ান এক্সপ্লোরেশন সন্ধে ৭.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

অন্যায় অবিচার
বিকেল ৩.৪৫ জলসা মুভিজ

এগ মটন রোল তৈরি শেখাবেন ডাঃ সৌগত ভট্টাচার্য। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কাউকে কথা দিয়ে রাখতে না পেরে অনুশোচনা। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। বৃষ : সৃষ্টিশীল কাজের জন্য সম্মানিত হবেন। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মিথুন : সুমধুর কথার জন্য সমাজে বিশেষ সম্মান মিলবে। সাংসারিক কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। কর্কট : ব্যবসায় বাবার পরামর্শে উপকৃত হবেন। সামাজিক কাজে দায়িত্ব বাড়বে। সিংহ : প্রেমে মান অভিমান চলবে। কোনও বন্ধুর সহযোগিতায় ভালো সুযোগ পাবেন। কন্যা : বাড়ির কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। দাম্পত্যে সমস্যা মিটবে। তুলা : স্ত্রীর সহযোগিতায় জটিল কোনও কাজের সমাধান করতে পারবেন। উচ্চশিক্ষায় বিশেষ সাফল্য। বৃশ্চিক : বাইরের খাবারদাবার এড়িয়ে চলুন। পেটের রোগে কাবু হওয়ার সম্ভাবনা। ধনু : আর্থিক অনটন থাকলেও বিকেলের পর কিছুটা স্বস্তি মিলবে। বাড়িতে অতিথির আগমন। মকর : সারাদিন আনন্দে কাটবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। কুম্ভ : নিজের সমস্যা বাইরের কাউকে বলতে যাবেন না। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। মীন : নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১২ আষাঢ়, ৩ জুলাই ২০২৫, ১৮ আহার, সংবৎ ৮ আষাঢ় সুদি, ৭ মহরম। সূঃ উঃ ৫।০, অঃ ৬।২৩। বৃহস্পতিবার, অষ্টমী দিবা ২।৫৭। হস্তানক্ষত্র দিবা ৩।২৫। পরিঘযোগ রাত্রি ৮।৪৪। ববকরণ দিবা ২।৫৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ৩।৫১ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৩।২৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, শেষরাত্রি ৪।২৫ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ২।৫৭ গতে পূর্বে। কালবেলাদি- ৩।২ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৪২ গতে ১।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ২।৫৭ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বৈঠক

সোনাপুর, ২ জুলাই : বাল্যবিবাহ নিয়ে প্রচার করা হবে বলে বুধবার সিদ্ধান্ত হয় আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিসে। বাল্যবিবাহ ঠেকানো নিয়ে এদিন বিডিও অফিসে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের ডাকা হয়। কীভাবে বাল্যবিবাহ ঠেকানো যায় সেটা নিয়ে আলোচনা হয়। আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পীযূষকান্তি রায় বলেন, '৭ জুলাই থেকেই প্রচার শুরু হবে। সব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আপাতত দুই স্কুলে প্রচার করা হবে।'

স্মারকলিপি

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২ জুলাই : হ্যামিল্টনগঞ্জকে পরিকল্পিত শহরে উন্নত করার দাবি সহ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের দাবিতে আলিপুরদুয়ারের জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় হ্যামিল্টনগঞ্জ নাগরিক মঞ্চের তরফে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব ছাড়াও জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও অতিরিক্ত জেলা শাসককে দাবির বিষয়ে জানানো হয়েছে বলে জানান সম্পাদক রবি মিত্র।

দুর্ঘটনা

সোনাপুর, ২ জুলাই : পথ দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা। ক্ষতি হল গাড়ির। বুধবার ওই পথ দুর্ঘটনা ঘটে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতা এলাকায়। চিলাপাতা মোড় থেকে বানিয়াবস্তি যাওয়ার রাস্তায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার একটি ছোট গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে উলটে যায়। রাস্তার পাশে থাকা চা বাগানে গিয়ে আটকে যায় গাড়িটি।

দলবদল

কালচিনি, ২ জুলাই : বুধবার রাজাভাতখাওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় বিজেপির গদাধর বস্তি এলাকার বুথ সভাপতি উইলিয়াম রাভা তৃণমূলে যোগদান করলেন। এদিন তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি অসীমকুমার লামা, দলের রাজাভাতখাওয়া অঞ্চল সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য প্রমুখ তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে স্বাগত জানান।

জখম তরুণ

ফালাকাটা, ২ জুলাই : পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন এক তরুণ। বুধবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে ফালাকাটা-ধূপগুড়ি সড়কের জয়চাঁদপুর এলাকায়। জখম তরুণের নাম সুমন রায়। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ দেওগাঁও এলাকায়। ওই তরুণের বাইকের সামনে একটি কুকুর চলে আসে। কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ে পড়ে যান সুমন।

সচেতনতা

সোনাপুর, ২ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের তরফে জেলাজুড়ে বিভিন্ন স্কুলে মাদকবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বুধবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পাটকাপাড়া হাইস্কুলেও ওই শিবির করা হয়। মাদকের ক্ষতিকারক দিক পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরেন পুলিশকর্মীরা।

পথসভা

পলাশবাড়ি, ২ জুলাই : বুধবার বিকেলে পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে পথসভা করল তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানে তৃণমূলের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি অঞ্চল সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মন সহ স্থানীয় নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে সরব হন শাসকদলের নেতারা। ২১ জুলাই সফল করার ডাক দেন তাঁরা।

ছানা বিলি

জয়গাঁ, ২ জুলাই : প্রাণী দপ্তরের তরফে স্বনির্ভর দলের মহিলাদের মুরগি ছানা বিলি করা হল। দলসিংপাড়া এলাকায় ৪৯ জনকে দশটি করে রেড রোড আইল্যান্ড প্রজাতির মুরগি ছানা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান দিলীপ থাপা।

জলদাপাড়ায় স্নান করানো হচ্ছে কুনকিকে। বুধবার। - সংবাদচিত্র

আজব কাণ্ড ফালাকাটা থানায়

চোরাই ফোন থানায় ফিরল পার্সেলে

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২ জুলাই : পার্সেলে ফিরে এল চোরাই ফোন। ফালাকাটায় ঘটল এমনই আজব ঘটনা। কেরল, হায়দরাবাদ, ওড়িশা সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে একেবারে পার্সেল করে চোরাই মোবাইল ফেরত পাঠানো হল ফালাকাটা থানায়। ফালাকাটারই বিভিন্ন দোকান থেকে ফোনগুলো কিনে ক্রেতারা চলে গিয়েছিলেন ভিনরাজ্যে। তদন্তে নেমে পুলিশ ওই চোরাই মোবাইলের ক্রেতাদের খোঁজ পায়। পুলিশের তরফ থেকে যোগাযোগ করা হয় তাঁদের সঙ্গে। এরপরই তাঁরা ভিনরাজ্য থেকে মোবাইলগুলো পার্সেল করে থানায় পাঠান। বুধবার পুলিশ ওই মোবাইলগুলো প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে।

২০২৩ সালে ফালাকাটা শহরের থানা রোডের বাসিন্দা কৌশলকিশোর সাহুর একটি স্মার্টফোন হারিয়ে যায়। তাঁর অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নামে। মোবাইলটি থেকে বারবার সিম কার্ড খুলে ফেলা হচ্ছিল। বেশ কয়েকদিন মোবাইলটি বন্ধও রাখা হয়। তদন্তের অগ্রগতি হলে পুলিশ জানতে পারে, হারিয়ে যাওয়া ওই ফোনটি পেয়ে একজন ফালাকাটারই একটি দোকানে বিক্রি করে দেয়। পরবর্তীতে ওই দোকানদার এক শ্রমিকের কাছে ফোনটি বিক্রি করে। এরপর তিনি কেরলে কাজ করতে চলে যান।

প্রকৃত মালিকের হাতে মোবাইল তুলে দিচ্ছে পুলিশ।

ফোন ফেরত

চোরাই মোবাইল ফালাকাটার বিভিন্ন দোকানে বিক্রি

সেখান থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন কিনে অনেকেই ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন

তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ

চোরাই ফোন শুনে তাঁরা পার্সেলে ফোন ফেরত পাঠিয়েছেন

কয়েকদিন আগে কেরল পুলিশের সহযোগিতায় ওই শ্রমিকের খোঁজ পায় ফালাকাটা থানার পুলিশ। এরপর পুলিশের পক্ষ থেকে ওই শ্রমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাঁকে বোঝানো হয়, চুরির মোবাইল কেনার জন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হতে পারে। এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি ফোনটি পার্সেল করে থানায় পাঠিয়ে দেন। এভাবেই মোট ১৭টি চুরি যাওয়া মোবাইল পার্সেল করে থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা মোবাইল হারানোর প্রচুর অভিযোগ পাই। তদন্তে নেমে দেখি চুরির মোবাইল কিনে অনেকেই ভিনরাজ্যে কাজে চলে গিয়েছেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বোঝাই চুরির মোবাইল কিনে তাঁরা অন্যায় করেছেন। এর পরেই তাঁরা মোবাইল পার্সেল করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

এদিন পার্সেল করে আসা মোট ১৭টি মোবাইল প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও এদিন আরও ৫৩টি হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

যে বাসিন্দার মোবাইল হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ দিয়ে এই তদন্তের শুরু সেই কৌশলকিশোর সাহু বলেন, 'মোবাইলের মাধ্যমেই ব্যবসার সব কাজ। হারিয়ে যাওয়ায় ভেবেছিলাম আর পাব না। পুলিশ খুব গুরুত্ব দিয়ে আমার অভিযোগ দেখেছে। মোবাইল ফিরে পেয়েছি।'

আরেক বাসিন্দা মানসী জানান, তিনি সাত মাস আগে বাজার করতে গিয়ে মোবাইল হারিয়ে ফেলেছিলেন, এদিন পুলিশ তাঁর ফোন ফিরিয়ে দিয়েছে।

বাজ পড়ে মৃত্যু শ্রমিকের

শামুকতলা, ২ জুলাই : বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতর বনসৃজনের সময় বুধবার দুপুরে বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। মৃতের নাম তপন রাভা (৩২)। জখম আরও পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে বিশ্বজিৎ রাভা, ইন্দ্রজিৎ রাভা এবং জ্যোৎস্না রাভার আঘাত গুরুতর হওয়ায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। মৃত তরুণ এবং আহতরা সকলেই ছিপড়া রাভাবস্তি এলাকার বাসিন্দা। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ইস্ট ডিভিশনের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর দেবাশিস শর্মা জানালেন, বনসৃজনের সময়ই বাজ পড়ে জখম হয়েছেন ছয়জন। যেহেতু বন্যপ্রাণী আক্রমণে মৃত্যু হয়নি, তাই মৃতের পরিবারকে বন দপ্তরের তরফে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হবে না। তাঁর কথায়, 'আমরা অবশ্য প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি, যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, সেটা যেন ওই পরিবার পায়। আহতদের পরিবারের পাশেও আমরা রয়েছি।'

এখন জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ছিপড়া বনাঞ্চলের সিঙ্গিমারিতে বনসৃজনের কাজ চলছে। সেখানে রাভাবস্তি এবং অন্যান্য গ্রামের প্রায় ৯০ জন শ্রমিক কাজ করছেন। এদিন দুপুরে হঠাৎ আকাশ মেঘলা হয়ে আসে। সেইসময় ওই এলাকায় প্রচণ্ড আওয়াজে বাজ পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তপনের। বাকি আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় শামুকতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

তপন রাভা তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বৃদ্ধ বাবা-মা রহিম রাভা এবং সাবিত্রী রাভা এবং স্ত্রী সীতামণি রাভা অসহায় হয়ে পড়েছেন। সীতামণি বললেন, 'ওঁর উপার্জনে আমাদের এই সংসার চলত। এখন বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে কীভাবে দিন কাটাব, বুঝতে পারছি না।'

রাভা স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সভাপতি গবেন রাভা পরিবারগুলোর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি জানান, মৃত এবং আহত শ্রমিকদের পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা করার জন্য বন দপ্তর এবং প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন।

গ্রেপ্তার দুই

সোনাপুর, ২ জুলাই : বুধবার ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে হাতেনাতে ধরল পুলিশকর্মীরা। এদিন সোনাপুর গোহাট এলাকায় পুলিশ ওঁত পেতে ছিল। পুলিশের জানত, কোচবিহার থেকে দুজন বাইকে ব্রাউন সুগার নিয়ে ওই রাস্তা ধরেই জয়গাঁ যাবে। তাদের কাছ থেকে প্রায় ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দুজনকে আটক করে আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও জয়ন্ত রায়ের সামনে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া শেষ করেন পুলিশকর্মীরা। সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা বলেন, 'বৃহস্পতিবার দুজনকে আদালতে তোলা হবে। একটি বাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

দোকান থেকে চুরি সাত লক্ষের সামগ্রী

লোপাট সোনা ও টাকা ভর্তি ব্যাগ

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২ জুলাই : শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের গয়নার দোকানে ফিল্মি কায়দায় দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনার পর গুনে গুনে মাত্র দশটা দিন পার হয়েছে। এবার জটেশ্বরে গয়নার দোকান খুলতে না খুলতেই বেশ কিছু সোনা, রুপো ও নগদ ভরতি ব্যাগ চুরি হল বুধবার। জটেশ্বর বাজারের কঁচিপাতা ক্লাব এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন দোকানদার সামান্য অন্যমনস্ক হতেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি দোকানের মালিকপক্ষের। ব্যাগটিতে নগদ সহ ৭ লক্ষ টাকার গয়না ছিল বলে জানা গিয়েছে। গয়নার দোকান থেকে ব্যাগভর্তি গয়না ও নগদ খোয়া যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে গোটা জটেশ্বর বাজারজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। দিনদুপুরে এমন ঘটনায় সকলেই হতবাক। ফলে এলাকার বাকি স্বর্ণব্যবসায়ীরাও যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এবিষয়ে ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'দোকান থেকে এদিন ৩০ গ্রাম সোনা সহ রুপো ও নগদ ব্যাগে ভরে দোকানে নিয়ে আসার পরেই তা খোয়া যায়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল প্রায় দশটা নাগাদ দোকান খুলে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন স্বর্ণকার তথা দোকানের মালিক গোপাল দাস। লকারের উপর ব্যাগ রেখে পুজোয় মন দিয়েছিলেন তিনি। ওই মুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়াতেই দোকানের ভিতর থেকে সোনা ও টাকার ব্যাগ খোয়া যায়। পুজো শেষ করার পরে গয়নার ব্যাগ খুঁজে না পেতেই ওই ব্যবসায়ীর মাথায় হাত পড়ে যায়। তিনি বিষয়টি প্রতিবেশী দোকানদারদেরও জানান। ধীরে ধীরে সকলেই জানতে পেরে ওই দোকানের সামনে ভিড় জমান। তারপর জটেশ্বর ফাঁড়িতে খবর পাঠানো হয়। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। দোকান মালিকের স্ত্রী সোমা দাস বলেন, 'আমাদের ছোট দোকান। দোকানে যা কিছু থাকে প্রতিদিন বাড়িতেই নিয়ে যাই। বুধবার সোনা ও টাকার ব্যাগ রেখে আমার স্বামী পুজো করছিলেন। অন্যমনস্ক হতেই টাকা ও সোনার ব্যাগ উধাও হয়। গোটা বিষয়টি আমরা পুলিশকে জানিয়েছি।'

গত ২২ জুন শিলিগুড়ি শহরের হিলকার্ট রোডের মতো ব্যস্ত জায়গায় একটি গয়নার দোকানে ভয়াবহ অপারেশন চালায় দুষ্কৃতীরা। মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে গোটা দোকান সাফ করে ফেলে তারা। দোকানের নিরাপত্তারক্ষীকে বেঁধে রেখে লুটপাট চালায় দুই মহিলা সহ আটজন দুষ্কৃতী। ওই দিন প্রায় ১০ কোটি টাকার গয়না ডাকাতি করে পালিয়েছিল দলটি। তাদের মধ্যে কয়েকজন দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছে। এদিকে জটেশ্বর থেকে সোনার ব্যাগ চুরি হতেই এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বেশিরভাগ গয়নার দোকানের মালিক সহ ক্রেতারাও এদিনের ব্যাগ চোরকে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন। জটেশ্বরের রমা দাস, কৃষ্ণা মহন্ত, কল্পনা মণিদাসদের প্রশ্ন- সোনার দোকানই যেখানে নিরাপদ নয় সেখানে মহিলারা সোনার গয়না পরে রাস্তায় বেরোলে তার নিরাপত্তা কে দেবে? এবিষয়ে জটেশ্বরের স্বর্ণব্যবসায়ী তথা স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির কোষাধ্যক্ষ সঞ্জীব শা বলেন, 'অন্যান্য জায়গায় গয়নার দোকানে পুলিশি নিরাপত্তা থাকে। আমরা চাই জটেশ্বরে গয়নার দোকানগুলিতেও নিরাপত্তা জোরদার করা হোক।'

জটেশ্বরে গয়নার দোকানে ছিনতাই হওয়ার পর।

যা ঘটেছে

ছিনতাই হওয়া ব্যাগে নগদ সহ ৭ লক্ষ টাকার গয়না ছিল

দোকানের মালিক গোপাল দাস ওই ব্যাগ নিয়ে বুধবার দোকানে আসেন

লকারের উপর ব্যাগ রেখে দোকানে পুজো করছিলেন তিনি

সামান্য অন্যমনস্ক হতেই তিনি দেখেন লকারের উপর গয়না ও টাকা ভর্তি ব্যাগটি নেই

আমাদের ছোট দোকান। দোকানে যা কিছু থাকে প্রতিদিন বাড়িতেই নিয়ে যাই। বুধবার সোনা ও টাকার ব্যাগ রেখে আমার স্বামী পুজো করছিলেন। অন্যমনস্ক হতেই টাকা ও সোনার ব্যাগ উধাও হয়। গোটা বিষয়টি আমরা পুলিশকে জানিয়েছি।

সোমা দাস, দোকান মালিক গোপাল দাসের স্ত্রী

বচসার জেরে তরুণ খুন

সমীর দাস

হাসিমারা, ২ জুলাই : মদের আসরে বচসার জেরে খুন হলেন তরুণ। অভিযুক্ত দুই তরুণই মৃত তরুণের প্রতিবেশী। তাদের গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। বুধবার সকালে কালচিনি ব্লকের ভার্নোবাড়ি চা বাগানে ঘটনাটিকে ঘিরে শোরগোল পড়েছে।

মৃত তরুণের নাম বিজয় লোহার। তিনি ভার্নোবাড়ি চা বাগানের বুধরাম লাইনের বাসিন্দা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত রাজু ইন্দোয়ার এবং অবিনাশ ওরাওঁকে গ্রেপ্তার করে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ। স্থানীয় ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব বর্মন জানান, ধৃতদের এদিন আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে দুজনকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সবটা তদন্ত করে দেখা হবে। অন্যদিকে, মৃতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বিজয় মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তাঁর শরীরও সুস্থ ছিল না। বুধবার সকালে বাড়ির কাছেই মদ্যপানের আসর বসে বিজয়দের। সেখানেই রাজু এবং অবিনাশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিজয়। এরপর অভিযুক্তরা তাঁকে মারধর শুরু করে। মারের জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিজয়ের। স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেতে পুলিশে খবর দেন এবং পুলিশ এসে দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

পরে মৃতের জ্যাঠামশাই ধরম লোহার ওই দুই তরুণের নামে পুলিশের কাছে খুনের মামলা দায়ের করেছেন। স্থানীয়দের কথায়, বিজয় রুগ্ন ছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই মারের চোটে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতের মা কোয়েলি লোহারের মন্তব্য, 'রুগ্ন ছেলেটাকে কেন মারল ওরা, বুঝতেই পারছি না।'

আমার রুগ্ন ছেলেটাকে কেন মারল ওরা, বুঝতেই পারছি না।

কোয়েলি লোহার, মৃতের মা

পথ অবরোধ স্কুলের পড়ুয়া, অভিভাবকদের

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ২ জুলাই : জমি নিয়ে বিবাদ গড়াল পথ অবরোধ পর্যন্ত। জমি বিবাদের জেরে প্রায় দেড় ঘণ্টা বন্ধ রইল জাতীয় সড়ক। বৃষ্টিতে ভিজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকরা। বুধবারের এই ঘটনা আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পররপার ইটভাটা এলাকায়। পররপার বিএফপি স্কুলের মাঠ দখল করে খুঁটি পোঁতা হয়েছে বলে অভিযোগ। তবে যাঁরা কাজটি করেছেন তাঁদের বক্তব্য, ওই জমি তাঁদেরই সম্পত্তি। নিয়ম মেনেই জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। বুধবার দিনভর এনিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই জমি নিয়ে বিগত কয়েক মাস থেকে বিবাদ চলছে। ওই প্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন মাঠের বড় অংশের মালিকানা দাবি করছেন আলিপুরদুয়ার শহরের কয়েকজন। স্কুল কর্তৃপক্ষ মানতে নারাজ। সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিচ্ছেন প্রশাসনিক আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরা।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসেন আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পীযূষকান্তি রায়। তাঁর কথায়, 'জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে জানানো হয়েছে। তারা যেন দু'পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসে।'

কয়েক মাস আগে স্কুলের পাশে একটি টিউবওয়েল বসানো নিয়ে বিবাদ হয়। এবার সেটা আরও একধাপ এগিয়ে গেল। বিবাদের সূত্রপাত গত সোমবার। স্কুলের পাশের তিনজনের জমি ওদিন মাপজোখ করে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। স্কুলের মাঠেও খুঁটি পোঁতা হয়। মঙ্গলবার স্কুলে এসে ওই বিষয়টি দেখতে পারে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বুধবার বিষয়টির প্রতিবাদ জানিয়ে পথ অবরোধ করা হয়।

দুপুরে স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। দেড় ঘণ্টা অবরোধ চলার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। অবরোধকারীদের মধ্যে ডলি বর্মন বলেন, 'জানি না স্কুলের মাঠে কে খুঁটি পুঁতেছে। মাঠ দখল হলে বাচ্চারা খেলবে কোথায়? মাঠ দখলমুক্ত করতেই হবে।' একইরকম কথা শোনা যায় অন্য অবরোধকারীর গলায়। এদিকে বুধবার অবরোধের খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মাঠের খুঁটিগুলোও সরিয়ে দেওয়া হয় অবরোধের পর। তবে পররপার বিএফপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মানিক দত্ত বলেন, '৯৪ বছরের পুরোনো এই স্কুল। মাঠ স্কুলের দখলে রয়েছে। পুরো সীমানা দুটো মৌজায় রয়েছে। একটির কাগজ আমাদের কাছে রয়েছে। বাকি সব তথ্য ডিপিএসসিতে রয়েছে। স্কুলের মাঠে খুঁটি দেখে আমি বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ করেছি। তবে আমরা অবরোধ করিনি। স্কুলে ছিলাম। অভিভাবকরাই ক্ষুব্ধ হয়ে অবরোধ করেন।'

আবার ওই মাঠের জমির যাঁরা মালিকানা দাবি করছেন, তাঁদেরই জমির হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। মালিকদের মধ্যে অন্যতম রাজা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ঠাকুমার জমি রয়েছে ওখানে। এখনও ৪৩ ডেসিমাল জমি রয়েছে। সেটার আবার ৯.৫ ডেসিমাল জমির হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। সোমবার আমারই খুঁটি গাড়ি জমি চিহ্নিত করার জন্য। সব কাগজ আছে।'

ছাতা মাথায় পথ অবরোধে শামিল পড়ুয়ারাও। বুধবার।

ঝিঙে কেটে নিল দুষ্কৃতীরা

কামাখ্যাগুড়ি, ২ জুলাই : রাতের অন্ধকারে চাষের জমিতে দুষ্কৃতীহানা। মঙ্গলবার তারকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রজেরকুঠি গ্রামে মানিক দাসের এক বিঘা খেত থেকে ঝিঙে কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। মানিক চাষ করেই দিন গুজরান করেন। তিনি বলেন, 'বহু কষ্টে এক বিঘা খেতে ঝিঙে লাগিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে ফলনও হয়েছিল। দুষ্কৃতীরা তরতাজা গাছ কেটে নেওয়ায় বড়সড়ো আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।'

সোমবার মানিকের পারিবারিক বিষয় নিয়ে সালিশি সভা বসে। সেখানেই এক ব্যক্তি তাঁর ক্ষতি করার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এরপর গতরাতে মানিকের জমি সাফ করে দেয় দুষ্কৃতীরা। তিনি বলেন, 'প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। আশা করছি আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' যদিও ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার জানান, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

সমন্বয় সভা

শামুকতলা, ২ জুলাই : বন্যপ্রাণ এবং মানুষের সংঘাত এড়াতে কর্তিকা নর্থ রায়ডাক রেঞ্জ অফিসে বন দপ্তরের উদ্যোগে সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। বন দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্তা, পুলিশ, জনপ্রতিনিধি এবং জেলা প্রশাসনের কর্তা, চা বাগানের ম্যানেজার, যৌথ বন পরিচালন সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর দেবাশিস শর্মা বলেন, 'হাতির হানা ঠেকাতে যৌথ বন সুরক্ষা কমিটিগুলির থেকে অনেক এলাকায় ব্যাটারিচালিত বিদ্যুতের বেড়া দেওয়ার প্রস্তাব আসে। ওই কমিটিগুলি নিজের ফান্ড দিয়ে সেই বেড়া দেওয়ার প্রস্তাব দেন।'

মশাল মিছিল

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২ জুলাই : কসবায় ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে বুধবার সন্ধ্যায় বিজেপির লতাবাড়ি অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে হ্যামিল্টনগঞ্জে মশাল মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি স্থানীয় পাঁচ মোড় থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে মনসাতলা এলাকায় শেষ হয়। সেখানে পথসভা হয়। বিজেপির কালচিনি বিধানসভার আহ্বায়ক অলোক মিত্র, দলের লতাবাড়ি অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক গৌরী ঠাকুর, অঞ্চল প্রমুখ অঙ্কুর ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আন্দোলনের ফলে পাহারায় সিভিক

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২ জুলাই : স্কুল পড়ুয়ার দুর্ঘটনা ও টানা চার ঘণ্টা বীরপাড়া-খগেনহাট রাস্তা অবরোধের জেরে বুধবার থেকে খগেনহাট বাইপাস মোড়ে পুলিশের নজরদারি শুরু হল। স্কুলের সময় সমস্ত মালবাহী গাড়িকে বিকল্প রাস্তায় যাতায়াত করার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ওই রাস্তায় কোনও মালবাহী গাড়ি চলাচল করেনি। ফলে অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছে স্কুল পড়ুয়া, অভিভাবক সহ পথচারীরা সকলে। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'খগেনহাটে ঢোকার মুখেই একজন সিভিককে রাখা হয়েছে। সেইসঙ্গে গার্ডরেলও বসানো হয়েছে। এছাড়া সমস্ত গাড়ি বাইপাস দিয়ে চালানো যায় কি না তাও দেখা হবে।'

মঙ্গলবার স্কুলের সামনে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরের নীচে চাপা পড়েও প্রাণরক্ষা হয় খগেনহাট জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলের পঞ্চমের এক ছাত্রীর। সেই ঘটনার রেশ গড়ায় পথ অবরোধ পর্যন্ত। সহপাঠীর দুর্ঘটনার জন্য ক্ষোভ জানাতে স্মারকলিপি জমা দেয় পড়ুয়া সহ খগেনহাটবাসী। তাঁদের দাবি ছিল, স্কুল শুরু ও ছুটির সময়ে খগেনহাট বাজারের উপর দিয়ে কোনওভাবেই বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি, পাথর ও ইট বোঝাই পিকআপ ভ্যান চলাচল করা যাবে না। এবার পড়ুয়া, স্থানীয় মানুষ সহ সকলের দাবিকে মান্যতা দিয়ে খগেনহাট বাজার ঢোকার আগে বাগান মোড়ে সিভিকের নজরদারি ও রাস্তায় গার্ডরেল বসাল পুলিশ। বুধবার সকাল থেকে খগেনহাটের রাস্তায় কোনও বালি-পাথরবোঝাই ট্র্যাক্টর চলাচল করতে দেখা যায়নি। যে সমস্ত মালবাহী গাড়ি এসেছিল তা ঘুরপথেই চলাচল করেছে। পুলিশের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

খগেনহাট বাজারে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা ছাড়াও মাইক্রো ফিন্যান্স অফিসের কার্যালয়, গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সহ তিনটি সরকারি ও দুটি বেসরকারি স্কুল, হস্টেল, খগেনহাট বাজার ইত্যাদি রয়েছে। সকাল হতে না হতেই খগেনহাট বাজারে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্যাংকের কাজের জন্য কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত হন। বাজারের পঞ্চানন মোড় এলাকায় ভিড় থাকায় ট্র্যাক্টর-ট্রলি চললে সমস্যা আরও বাড়ে। মঙ্গলবারের ঘটনাটি তারই প্রমাণ। তাই সকাল দশটা থেকে বেলা চারটা অবধি খগেনহাট বাজারে মালবাহী গাড়ি চলাচল করার আপত্তি ছিল এলাকাবাসীর।

স্থানীয় এক মহিলা রন্থি ওরাওঁ বলেন, 'স্কুলের সময়ে ট্র্যাক্টর বন্ধ থাকায় আমরা খুশি। এতে পড়ুয়ারা ভালোভাবে স্কুল যেতে পারবে।' কৃষ্ণ রায় নামে আরেকজন জানান, পুলিশ যদি আরও আগে উদ্যোগ নিত তাহলে এমন ঘটনা ঘটত না। দেরিতে হলেও এই ব্যবস্থা করায় আমরা খুশি।

গাড়ি আটকাতে বসল গার্ডরেল

আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে রে তুই

লাঙল ছেড়ে শহরমুখো চাষিরা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২ জুলাই : একসময় জমি থেকে সোনালি ধান ঘরে তুলতেন ওঁরা। কিংবা মাঠ ভরে থাকত সবজির সবুজে। দুইবেলা খাবার জোগানের জন্য খুব একটা দুশ্চিন্তা ছিল না। এখন সেই সবুজ ঢেকেছে ধূসর রঙের শুকনো মাটিতে। নদীর জায়গায় নালার মতো শুকনো একটা ঝোরা। চাষের লাঙল বা কোদাল, জমি ছেড়ে ওই মানুষগুলো এখন শহরমুখে ছুটতে বাধ্য হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার জেলার বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখন এমনই ছবি চোখে পড়ে। জলসেচের তীব্র সংকটে গ্রামের কৃষি অর্থনীতির পরিকাঠামো মুখ থুবড়ে পড়েছে। পারিবারিক সূত্রে যাঁরা কেবলই কৃষিকাজ করত তাঁরা এখন দিনমজুরি বা রাজমিস্ত্রির কাজ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এব্যাপারে এলাকার রতন বর্মনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বলতে বলতে তাঁর চোখের কোণ ভিজে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, 'আমি, আমার দাদু, বাবা সকলেই কৃষিকাজ করতাম। এখন জমিতে জল নেই। তিন ছেলে শিলিগুড়িতে মিস্ত্রির কাজ করে। কোনওরকমে দিন চলে যায়।' বাড়িতে ছোট ছোট নাতি-নাতনিদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাই রতন এখন সারাক্ষণ চিন্তিত থাকেন।

এলাকার জলের আধার ছিল কালজানি নদীর একটি শাখা চাপাতলি ঝোরা। সেখানে সারাবছর জল থাকত। এলাকায় কয়েকটি ছোট-বড় পুকুরও ছিল যেখানে বৃষ্টির জল ধরে রাখা যায়। তা দিয়ে সারাবছর ভালোভাবেই জমিতে সেচের কাজ চলে যেত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই শাখা নদী একটি ঝোরার রূপ নিয়েছে। অনেক পুকুরও ভরাট হয়ে গিয়েছে বা কোনওটা আবার মালিকানা নিয়ে ঝামেলা চলতে থাকা চাষের কাজ বন্ধ। তাই কেউ কেউ নিজের খরচে মোটর বসিয়ে ঝোরার জল টেনে আনেন। কেউ বা স্যালো পুঁতে সেচ দেন। কিন্তু সবার সেই সাধ্য হয় না। যাঁরা পারেন না, তাঁরা অনেকেই চাষ ছেড়ে দিচ্ছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপঙ্কর দাস অবশ্য বলেন, 'ওই এলাকায় এখনও পর্যন্ত 'অ্যাগ্রি ইরিগেশন' প্রকল্পে প্রায় ৩০টি সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে। সেগুলি থেকে জল সরবরাহও হচ্ছে। তবে কিছু কাজ বর্ষার কারণে আপাতত বন্ধ। বর্ষা শেষ হলেই আবার কাজ শুরু হবে।'

তবে বাস্তবে সেই আশায় তেমন কেউ ভরসা করতে পারছেন না। এক স্থানীয় কৃষক মিন্টু বর্মন বলেন, 'জল না থাকায় কয়েক বছর ধরে চাষে লাভ হচ্ছে না। আমি শেষে বাধ্য হয়ে সাইকেল সারানোর দোকান দিয়েছি।' আরেক কৃষক কৃষ্ণ রায়ের গলাতেও হতাশার সুর ছিল। তিনি বললেন, 'অনেক সময় সেচের অভাবে খেতের ফসল বেড়ে ওঠার আগেই মরে যায়। জল না থাকলে ফসলের গুণগত মানও নষ্ট হয়। বাজারে দাম মেলে না।' বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৭৪১৮.৬৬ একর চাষযোগ্য জমি রয়েছে। প্রায় ৪০০০-৪৫০০ কৃষক পরিবার বসবাস করে। বর্তমানে বেশ কয়েকটি সোলার প্যানেল কার্যকর হওয়ায় কিছুটা কৃষিকাজ শুরু হয়েছে। এরপর আরও কিছু সোলার প্যানেল বসানো হলেও অনেক ক্ষেত্রেই কাজ অসম্পূর্ণ। এই অবস্থায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছেন।

তাঁদের প্রশ্ন, এত ধীরগতিতে কাজ হচ্ছে কেন? দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা সোলার প্যানেলগুলি কাজই বা কীভাবে করবে? সরকার যদি এনিয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে আরও বহু কৃষক চাষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন বলে তাঁদের আশঙ্কা। দীপক বর্মন নামের আর এক কৃষক বলেন, 'আমাদের পাড়ায় মোট চারটে পরিবার একসঙ্গে চাষ করতাম। এখন সবাই আলাদা আলাদা শহরে চলে গিয়েছে।'

অসম্পূর্ণ রয়েছে সোলার প্যানেল বসানোর কাজ। বঞ্চুকামারিতে।

সমস্যা কোথায়

- এলাকার জলের আধার কালজানি নদীর একটি শাখা বর্তমানে নালার রূপ নিয়েছে
- জলসেচের অভাবে কৃষকরা জমি ছেড়ে এখন দিনমজুরি বা রাজমিস্ত্রির কাজ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন
- সরকারি প্রকল্পে কিছু সোলার প্যানেল বসানো হলেও অনেক ক্ষেত্রেই কাজ অসম্পূর্ণ
- সরকার এনিয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ না করলে আরও বহু কৃষক চাষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন

ফালাকাটায় নদীর জলে আমনের চাষ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২ জুলাই : ফালাকাটার কালীপুরের চাষি সুজয় তরফদার দুই বিঘা জমিতে আমনের চাষ করবেন। বীজতলায় চারাগাছ বড় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে না। এজন্য ধান রোপণ করতে পারছেন না। তবে সুজয়ের জমির পাশ দিয়েই বইছে বুড়িতোর্ষা নদী। তাই বুধবার পাম্পসেট চালিয়ে নদীর জল জমিতে দিয় ধান রোপণ করেন। সুজয় শুধু একাই নন। ফালাকাটার বিভিন্ন গ্রামের নদী সংলগ্ন এলাকার চাষিদের এখন এভাবেই নদীর জল দিয়ে ধান রোপণের জমি প্রস্তুত করতে হচ্ছে। আর যাঁদের জমি নদী থেকে অনেকটাই দূরে তাঁরা পড়েছেন চরম বিপাকে। যদিও কৃষি দপ্তরের পরামর্শ, এখন ধান রোপণের সঠিক সময়। তাই যেভাবেই হোক চাষিরা ধান লাগাচ্ছেন।

ফালাকাটা ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাসের কথায়, 'পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় আমনের চাষ নিয়ে চাষিরা সমস্যায় পড়েছেন। আবার এই সময়টাই আমন চাষের সঠিক সময়। তাই চাষিরা যেভাবেই হোক ধান রোপণ করছেন। এতে অবশ্য চাষের খরচ কিছুটা বেড়ে যাচ্ছে।'

তবে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় ধানের ফলনের ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব পড়তে পারে বলে জানতে চাইলে সুপ্রিয়র উত্তর, 'এখন কোনওভাবে ধান রোপণ করলে ফলনের ক্ষেত্রে প্রভাব পড়বে না। কারণ, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি তো হচ্ছে। সময়টা সঠিক থাকায় ফলনে প্রভাব পড়বে না।'

ফালাকাটা ব্লকে আমন ধানের চাষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্লকের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গড়ে ১৯ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে আমনের চাষ হয়। হাজার হাজার চাষি এই ধান চাষের সঙ্গে যুক্ত। তবে চাষিরা বলছেন, গত বছরও জুন-জুলাই মাসে বৃষ্টির এতটা ঘাটতি ছিল না। কিন্তু এবার ধান রোপণের সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে না। ফালাকাটা ব্লক হয়ে বুড়িতোর্ষা, চরতোর্ষা, মুজনাই, ময়রা, দোলং সহ বিভিন্ন নদী বইছে। এইসব নদীতে এখন জল আছে। তাই নদী লাগোয়া চাষিরা সেই জলকেই চাষের কাজে ব্যবহার করছেন।

কালীপুরের সুজয় তরফদার বলেন, 'নিজের পাম্পসেট আছে। শুধু ডিজেল কিনেছি। বুড়িতোর্ষা নদীর জল পাম্পসেট চালিয়ে জমিতে তোলা হয়। তারপর ধান রোপণ করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত বৃষ্টি হলে পাম্পসেট চালাতে লাগত না।' একইদিনে শিশাগোড়ের গুরুপদ দাসকেও তিন ঘণ্টা পাম্পসেট চালাতে দেখা গেল। তিনি চার বিঘা জমিতে ধান রোপণ করবেন। তাঁর জমির পাশ দিয়েও বইছে বুড়িতোর্ষা নদী। গুরুপদের কথায়, 'এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টির অপেক্ষা করছি। কিন্তু জমিতে জল জমার মতো বৃষ্টি হচ্ছে না। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ধান রোপণ করা যাচ্ছে না। তাই এদিন নদীতে পাইপ দিয়ে পাম্পসেট চালিয়ে ধান রোপণ করতে হল।' চরতোর্ষা নদী লাগোয়া দীপক সরকার, ময়রা নদী লাগোয়া চন্দন দাসের মতো চাষিদেরও এখন আমন ধান রোপণ করার ক্ষেত্রে নদীর জলের উপর ভরসা করতে হচ্ছে।

কিন্তু যেসব চাষির জমি নদী থেকে অনেক দূরে তাঁরা কিছুটা সমস্যায় পড়েছেন। যেমন রাইচেঙ্গার চাষি শিবেন দাস বলছেন, 'আমার চাষের জমির আশপাশে নদী নেই। তাই বৃষ্টির অপেক্ষা করছি। ভারী বৃষ্টি না হলে ধান লাগাতে পারছি না।' আবার বংশীধরপুরের চাষি কমল রায় বললেন, 'চারাগাছ বড় হয়ে গিয়েছে। তাই বৃষ্টির অপেক্ষায় না থেকে পাম্পসেট ভাড়া করে শ্যালো দিয়ে জলের ব্যবস্থা করে ধান রোপণ করেছি।'

পাম্পসেট চালিয়ে নদীর জলের সাহায্যে চলছে ধান রোপণ। কালীপুরে।

বিপাকে কৃষকরা

- ফালাকাটা ব্লকের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গড়ে ১৯ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে আমনের চাষ হয়
- আর হাজার হাজার চাষি এই ধান চাষের সঙ্গে যুক্ত
- ধান লাগানোর সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে না
- চাষিরা বুড়িতোর্ষা, চরতোর্ষা, মুজনাই, ময়রা, দোলংয়ের মতো নদীর জলকে চাষের কাজে ব্যবহার করছেন
- যেসব চাষির জমি নদী থেকে অনেক দূরে, তাঁরা কিছুটা সমস্যায় পড়েছেন

পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুল। -ফাইল চিত্র

শাস্তি পেয়ে স্কুলে চড়াও ছাত্র

সোনাপুর, ২ জুলাই : স্কুলে বেয়াদবি করায় অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রকে শাস্তি দিয়েছিলেন শিক্ষক। বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুলের ঘটনা। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই স্কুলে এসে 'জবাবদিহি' চাইল সেই ছাত্র ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা।

এদিন সন্ধ্যায় স্কুলে দলবল নিয়ে আসে সেই ছাত্র। সেই সময় স্কুলের অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছিলেন না। একমাত্র টিআইসি দেবকুমার দাস স্কুলে ছিলেন। কোনওরকমে তাদের বুঝিয়ে বাড়ি ফেরাতে পেরেছেন তিনি। এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, যে ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে নিয়ে নাকি এর আগেও একাধিক ঘটনা ঘটেছে। ক্লাসরুমে বেয়াদবি সহ সহপাঠীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। স্কুলের পক্ষ থেকে ওই ছাত্রকে নাকি কয়েকবার সতর্ক করা হয়েছে। তবে সে শোধরায়নি।

অন্যদিকে, ওই পড়ুয়ার বন্ধুরা আবার অভিযোগ করেছে, কোনও কারণ ছাড়াই নাকি তাকে মারধর করেছেন স্কুলের এক শিক্ষক। যদিও স্কুলের তরফে বলা হচ্ছে, শাস্তি দিতে তিনবার লাঠির বাড়ি দেওয়া হয়েছিল। সেই আঘাতও গুরুতর নয়। স্কুলের টিচার ইনচার্জ বলেন, 'ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার অভিযোগ ছিল। এদিনও ওই রকম অভিযোগ আসে। ওকে ডেকে বোঝানো হয়েছিল।' স্কুলের তরফে ওই ছাত্রের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। তবে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

শিক্ষক যখন শাস্তি দেন, তখন ক্লাসরুমে ফিরে ওই ছাত্র শিক্ষককে ঘেরাও করা হবে বলে বন্ধুদের জানিয়েছিল। অন্যদিকে, যে ছাত্রীদের সঙ্গে ওই ছাত্র খারাপ ব্যবহার করত, তাদের অনেকেরই দাদা আবার সেই স্কুলের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে। তারা আবার ঠিক করেছিল যে ওই ছাত্রকে পেটাবে। এসব নিয়ে যে বড় ধরনের গণ্ডগোল হতে পারে, তা আঁচ করেই এদিন স্কুলের তরফে ওই ছাত্রকে আবার কয়েকদিন স্কুলে আসতে বারণ করা হয়। দাবি কর্তৃপক্ষের।

> ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার অভিযোগ ছিল। এদিনও ওই রকম অভিযোগ আসে। ওকে ডেকে বোঝানো হয়েছিল।
>
> **দেবকুমার দাস** *টিচার ইনচার্জ পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুল*

এদিকে, বাড়ি ফিরে সন্ধ্যায় পাড়ার বন্ধু এবং জনাকয়েক দাদাকে নিয়ে স্কুলে আসে ওই কিশোর। টিআইসির ঘরে গিয়ে তারা জানতে চায়, কেন ওই ছাত্রকে মারা হল।

স্কুলের অন্য শিক্ষকরা বলছেন, ওই ছাত্র অন্যায় করেছিল। তবে তাকে মারধর না করে ছাত্রের বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলে ভালো হত।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সাতরঙা।। *ময়নাগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন পার্থসারথি রায়।*

বাম-তৃণমূলের গণ্ডগোল

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২ জুলাই : একগুচ্ছ দাবিতে বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বামেদের এআইএডব্লিউইউ, সিটু, এআইকেএস সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। 'গ্রাম পঞ্চায়েত চলো' নামের ওই কর্মসূচিতে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের বাইরেই বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে। জেলার অন্য কোথাও কোনও গণ্ডগোল না হলেও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিবেকানন্দ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ের বাইরে এদিন অবস্থান বিক্ষোভ ঘিরে তৃণমূলের লোকজনের সঙ্গে বামেদের বচসা বাঁধে। ধস্তাধস্তি হয়। বামেদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তাদের কর্মসূচি বানচাল করতেই এটা করা হয়। আর তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ওই কর্মসূচিতে মানুষের সমস্যা হচ্ছিল। তাই তারা প্রতিবাদ করেছে।

এদিন দুপুরে বিবেকানন্দ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের বাইরে কর্মসূচি শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর সেখানে পৌঁছান তৃণমূল নেতারা। এদিনের বিবাদ নিয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদক কিশোর দাস বলেন, 'তৃণমূলের লুম্পেনবাহিনীর এদিনের ন্যক্কারজনক আক্রমণের আমরা তীব্র বিরোধিতা ও প্রতিবাদ জানাই। সাধারণ মানুষের কথা বলছিলেন আমাদের কর্মীরা। সেটাকে বানচাল করার চেষ্টা করা হয়।' এদিন সিপিএম নেতারা ওই ঝামেলার পর এলাকায় একটি প্রতিবাদ মিছিলও করেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত চলো কর্মসূচি

অন্যদিকে, তৃণমূলের বিবেকানন্দ-২ অঞ্চল সভাপতি সুকান্ত দে বলেন, 'যে কেউ আন্দোলন করতে পারেন। তবে এদিন বাম নেতারা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের গেট আটকে কর্মসূচি করছিলেন। অনেক সাধারণ মানুষ আমাদের ফোন করে জানান, যে তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ঢুকতে পারছেন না। তাই সেখানে গিয়ে ওদের বলা হয়েছিল গেট ছেড়ে যেন বিক্ষোভ দেখানো হয়।' ধস্তাধস্তি নিয়ে সিপিএম মিথ্যা অভিযোগ করছে বলে দাবি তৃণমূলের।

সেই একই ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি ও বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে কিন্তু সুষ্ঠুভাবেই কর্মসূচি হয়েছে। একশো দিনের কাজ দ্রুত চালু, এলাকার সব গরিব মানুষের জন্য সরকারি আবাস প্রদান, মাসিক ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেহাল ও ভাঙাচোরা রাস্তা দ্রুত সংস্কার সহ নানা দাবিতে সোচ্চার হন নেতারা।

তারপর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। কুমারগ্রাম ব্লক যৌথ কমিটির পক্ষ থেকে কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে গণ দাবিপত্র দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক যৌথ কমিটির পক্ষ থেকে মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চাতের প্রধানের হাতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। চেপানি চৌপথি থেকে শামুকতলা বাজার পর্যন্ত বেহাল রাস্তা দ্রুত সংস্কার করার দাবি তোলা হয়। আগামী ৯ জুলাই সারাভারত সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনেও বক্তব্য রাখেন নেতারা। সিপিএমের ফালাকাটা ৩ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে কর্মসূচি করা হয় জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে।

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন

বারবিশা, ২ জুলাই : বিশেষভাবে সক্ষম এক নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন সেইসঙ্গে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায়। অভিযোগ, বাড়িতে একা পেয়ে মঙ্গলবার বিকেলে ১১ বছরের মূক ও বধির নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করে পঞ্চাশোর্ধ্ব এক প্রতিবেশী। ধর্ষণের চেষ্টার সময় নাবালিকার শরীরের একাধিক জায়গায় ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার সকালে নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পুলিশে লিখিত অভিযোগ করা হয়। এরপরই তদন্তে নেমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পাঠানো হবে।

নির্যাতিতার মা বলেন, 'আর পাঁচটা দিনের মতো মঙ্গলবার বিকেলে আমি গৃহপালিত পশু নিয়ে আসার জন্য মাঠে চলে যাই। অন্যান্য দিন কিছুটা দেরি হলেও ছোট মেয়ে একা আছে জেনে সেদিন দ্রুত বাড়ি ফিরি। দেখি, প্রতিবেশী ওই ব্যক্তি অসহায় ছোট মেয়ের উপর যৌন নিপীড়ন চালাচ্ছে।' অভিযুক্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পাড়াপড়শিদের চিৎকার করে ডাকেন নির্যাতিতার মা। তখনই অভিযুক্ত তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার মা বলেন, 'আমার চিৎকার শুনে অনেকেই এগিয়ে আসেন। মেয়ের চিকিৎসার জন্য ছুটোছুটি করে গভীর রাত হয়ে যায়। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক। যাতে গ্রামে এবং সমাজে এধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস আর কেউ না দেখায়।'

অটো নিয়ে দাদাকে খুন, যাবজ্জীবন

আলিপুরদুয়ার, ২ জুলাই : দাদাকে খুনের অভিযোগে ভাইয়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আলিপুরদুয়ার আদালত। বুধবার অভিযুক্ত ওমপ্রকাশ চৌধুরীর সাজা ঘোষণা হয়। এছাড়াও ১০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে আরও এক মাসের জেল। এমনকি মৃত নওলকিশোর চৌধুরীর পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা বিচারপতি বিভূতি খেশাং এই রায় দিয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় একথা জানান আলিপুরদুয়ার আদালতের সরকারি আইনজীবী সুহৃদ মজুমদার। তিনি আরও বলেন, 'খুনের মতো দোষ করলে তার শাস্তি পেতে হবে। এদিনের বিচারে সেটাই প্রমাণিত হল।'

ওমপ্রকাশ ও নওলকিশোর একে অপরের খুড়তুতো ও জ্যাঠতুতো ভাই। অটো রাখা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছিল। তারপর বচসা চরম আকার নিলে শেষে জ্যাঠতুতো দাদাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে ওমপ্রকাশের বিরুদ্ধে। ২০২৩ সালের ২ নভেম্বর ভরদুপুরে জয়গাঁ থানা এলাকায় সেই ঘটনা ঘটেছিল।

সরকারি আইনজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়গাঁর বাসিন্দা ওমপ্রকাশ চৌধুরীর সঙ্গে তার জ্যাঠতুতো দাদা নওলকিশোর চৌধুরীর শরিকি গণ্ডগোল আগে থেকেই ছিল। ঘটনার দিন দুপুরবেলা নওলকিশোর নিজের অটোটি ওমপ্রকাশের বাসনের দোকানের পাশে রাখেন। এই নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ বাধে। হঠাৎ ওমপ্রকাশ নিজের দোকান থেকে ধারালো সামগ্রী নিয়ে এসে নওলকিশোরের বুকে, মাথায় ও হাতে একাধিকবার আঘাত করে। বুকের আঘাত গুরুতর ছিল। লতাবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার পরেই নওলকিশোরের বৌদি ওমপ্রকাশের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন জয়গাঁ থানায়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেদিন থেকে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত জেলেই রয়েছে। মামলা চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে ১৬ জন সাক্ষ্য দেন। তার পরেই অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হয়।

> খুনের মতো দোষ করলে তার শাস্তি পেতে হবে। এদিনের বিচারে সেটাই প্রমাণিত হল।
>
> **সুহৃদ মজুমদার** *সরকারি আইনজীবী*

মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা

শামুকতলা, ২ জুলাই : ৬৪তম ইন্টার স্কুল প্রি সুব্রত কাপ ক্লাস্টার লেভেল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ, অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হল বুধবার বিকালে।

আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলার সাঁওতালপুর মিশন হাইস্কুলের মাঠে এই খেলা ৪ জুলাই পর্যন্ত চলবে। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা এবং উত্তর দিনাজপুর মিলিয়ে মোট নয়টি টিম এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। আগামী দু'দিন ধরে এই প্রতিযোগিতা চলবে। এদিন প্রতিযোগিতার সূচনা করেন আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রবিনা তামাং। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এই ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজক কমিটির সভাপতি তথা সাঁওতালপুর মিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মালতী মেরি মারান্ডি জানান, এদিন প্রতিযোগিতার সূচনা হলেও কোনও খেলা হয়নি। শুক্রবার এবং শনিবার খেলাগুলি হবে। ইতিমধ্যেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত দল শামুকতলায় চলে এসেছে। এই খেলা ঘিরে স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।

প্লাস্টিক হটাতে জোর প্রশাসনের

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২ জুলাই : পরিবেশ রক্ষায় প্লাস্টিকমুক্ত ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ার উদ্যোগ নিল আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। বুধবার কুমারগ্রাম ব্লক, আলিপুরদুয়ার-১ ও ২ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে প্লাস্টিক বর্জনে জনসচেতনতা বাড়াতে প্রচার করা হয়। কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে সচেতনতামূলক র‍্যালি এবং সাপ্তাহিক হাটে প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেন আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) অশ্বিনীকুমার রায়, ডিস্ট্রিক্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেলের ডেপুটি প্রোজেক্ট ডিরেক্টর (মনিটরিং) বিজয় মোক্তান, কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদা, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সৌভিক দাস সহ ব্লকের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক এবং কর্মীরা। এডিএম অশ্বিনীকুমার বলেন, 'পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে প্লাস্টিক বর্জন করতেই হবে। আমরা সেই বার্তা দিচ্ছি। বাজারের জন্য কাপড়ের তৈরি থলে, খাবারের দোকানগুলোতে, সামাজিক অনুষ্ঠানে শালপাতার থালা, বাটি এবং মাটির ভাঁড় ব্যবহারের কথা বলছি।'

প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে এদিন কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-১ ও ২ এবং কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রচার করা হয়। ভল্কা বারবিশা-১ জিপির রাধানগর জুনিয়ার হাইস্কুলের পড়ুয়াদের পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। পরিবেশ দূষণ রোধে যেখানে সেখানে প্লাস্টিক ফেলা কিংবা পোড়াতে মানা করা হয়। প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শালবাড়িতে সচেতনতামূলক র‍্যালি বের করা হয়। কুমারগ্রাম বাজার, সাপ্তাহিক হাটে গিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতাদের থেকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ নিয়ে কাপড়ের থলে দেন প্রশাসনের কর্তারা।

কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার জানান, আগামী ১৫ অগাস্টের মধ্যে কুমারগ্রাম ব্লককে প্লাস্টিকমুক্ত করার চেষ্টা চলছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই প্লাস্টিক বর্জনে র‍্যালি সহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানো হচ্ছে।

একইভাবে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্লাস্টিকমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রচারে নামেন প্রশাসনের কর্তারা। এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র চিলাপাতাকে প্লাস্টিকমুক্ত রাখার আহ্বান জানান সরকারি কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত ফুলচন ওরাওঁ, উপপ্রধান দেবেন্দ্র রাভা, চিলাপাতা রেঞ্জ অফিসার সুদীপ্ত ঘোষ সহ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক এবং কর্মীরা। প্লাস্টিক ব্যবহারে কী ক্ষতি হয় সেটা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের বুঝিয়ে বলেন তাঁরা। বুধবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের সব স্কুল, এসএসকে ও এমএসকেগুলিতে স্বচ্ছতা অভিযান ও প্লাস্টিক সংগ্রহ কর্মসূচি পালিত হয়। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে স্কুল চত্বর পরিচ্ছন্ন করা হয়। প্লাস্টিক সংগ্রহ করে পাঠানো হয় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ইউনিটে। বিডিও নিমা সেরিং শেরপা বলেং, 'এদিন ছোটদের ইকো ব্রিকস বানানোও শেখানো হয়েছে।'

প্লাস্টিকমুক্ত ব্লক গড়তে জনসচেতনতায় র‍্যালি কুমারগ্রামে। বুধবার।

বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

চলতি সপ্তাহেই পরপর উলটোরথ, মহরম ও শ্রাবণীমেলা। রাজ্যজুড়ে এই উৎসবের পাহাড় সামাল দিতে নবান্নে বুধবার জরুরি বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাইকোর্টে সুকান্ত

বারবার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে মৌলিক অধিকার। পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

জনস্বার্থ মামলা

দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরকে ধাম আখ্যা ও প্রসাদ বিতরণের ঘটনায় হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। মামলা দায়েরের অনুমোদন দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

ভুয়ো পুলিশ

সারাদিন পুলিশের উর্দি পরে ঘুরে বেড়াতে দেখে সকলেই ভেবেছিলেন চাকরি পেয়েছে গাইঘাটার তরুণ। অথচ তাকেই ভুয়ো পুলিশ বলে গ্রেপ্তার করা হল। ঘটনায় ভেঙে পড়েছে পরিবার।

বৃষ্টিভেজা রাজপথ এবং দৈনন্দিন জীবন। বুধবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

কসবার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর মনোজিতের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন আরও এক নির্যাতিতা। এদিকে, তাঁর মাথায় হাত থাকা 'জেঠু'র ভূমিকা নিয়ে চর্চা চলছে বিস্তর। অন্যদিকে, ঘটনার তদন্তভার পৌঁছেছে গোয়েন্দা বিভাগের উইমেন্স গ্রিভান্স সেলের হাতে।

কসবার তদন্তভার গোয়েন্দাদের হাতে

অভিযুক্তকে সরাল বার কাউন্সিল

রিমি শীল

কলকাতা, ২ জুলাই : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে তদন্তের ভার নিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। বুধবার দুপুরেই কসবা থানা থেকে ধর্ষণ কাণ্ডের কেস ডায়েরি সহ সমস্ত তথ্য হস্তান্তর করা হয়েছে। এই মামলায় অপহরণ, অস্ত্র দ্বারা আঘাতের মতো ধারাগুলিও যোগ করেছে কলকাতা পুলিশ। এই ঘটনায় তিনটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। মামলায় সংযুক্ত হতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতার পরিবার।

এদিনই রাজ্য বার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের নাম আইনজীবীদের তালিকা থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অশোক দেব এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় বার কাউন্সিলকে অবগত করা হবে বলে জানান। সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে এদিন পরিদর্শনে যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে গড়া কমিটির পাঁচ সদস্য। চলতি মাসে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তাই কলেজে পরীক্ষার সেন্টার করা যাবে কি না তা দেখতে পৌঁছোন সদস্যরা। তদন্তেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পেয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, 'পঠনপাঠন প্রক্রিয়া চালু থাকার কথা। পরিচালন কমিটি কী ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমাকে খোঁজ নিতে হবে। আশা করছি পঠনপাঠন দ্রুত ও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে।

এই ঘটনায় সিট গঠন করেছিল লালবাজার। তবে তদন্তে কোমর বেঁধে নামতে এবার ঘটনার তদন্তভার পৌঁছেছে গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। গোয়েন্দা বিভাগের উইমেন্স গ্রিভান্স সেল তদন্ত করছে। সিটের ৯ সদস্যকেও আপাতত তদন্তে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযুক্ত মনোজিৎ আলিপুর আদালতে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করতেন।

দিনভর যা হল

- গোয়েন্দা বিভাগের উইমেন্স গ্রিভান্স সেল ঘটনার তদন্ত করছে
- সিটের ৯ সদস্যকেও আপাতত তদন্তে রাখা হয়েছে
- মনোজিতের এনরোলমেন্ট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে রাজ্য বার কাউন্সিল
- পুলিশের নথিতেও মনোজিৎকে প্রভাবশালী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে

এদিন তাঁর এনরোলমেন্ট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে রাজ্য বার কাউন্সিল। ফলে এবার থেকে রাজ্যের আর কোনও আদালতে তিনি মামলা লড়তে পারবেন না। এই কাণ্ডে বিশেষ সরকারি আইনজীবী হিসেবে নিম্ন আদালতে বিভাস চট্টোপাধ্যায়কে নিয়োগ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৬টি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি জামিন অযোগ্য।

সূত্রের খবর, পুলিশের নথিতেও মনোজিৎকে প্রভাবশালী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযুক্তরা পরস্পর বিরোধী বয়ান দিয়ে তদন্তকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রেপ্তারির দিনও মনোজিৎ ও আরেক ধৃত জইব আহমেদ ফার্ন রোডে কোনও একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি কে তা জানতে চাইছে পুলিশ। ঘটনার তথ্যপ্রমাণ সম্পর্কে ওই ব্যক্তি জানতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অভিযুক্ত মনোজিৎ, জইব, প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে একসঙ্গে বসিয়ে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে জেরাও করা হবে। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, কসবা কাণ্ডে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়ে আইনজীবী নিযুক্ত করেছেন নির্যাতিতার পরিবার। তাঁরা সিবিআই চায় না বলে জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই নির্যাতিতা তাঁর বয়ানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। ডাক্তারি পরীক্ষায় আঁচড়ের দাগগুলি টাটকা ও ধর্ষণে বাধা দেওয়ার কারণে তৈরি হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। ঘটনার পরের দিন সকালে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করেছিলেন মনোজিৎ। কী কথা হয়েছে তা নিয়ে তাঁকেও দুবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে মনোজিতের আইনজীবীর দাবি, ওইদিন যা ঘটেছে তা উভয়ের সম্মতিতে। গলায় 'লাভ বাইট' তার প্রমাণ দিচ্ছে। এদিনও এই ঘটনায় বিরোধীরা পথে নামে।

ভাইরাল ভিডিও

অশোক-মনোজিৎ ঘনিষ্ঠতার চর্চা

কলকাতা, ২ জুলাই : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের মাথায় হাত থাকা 'জেঠু'র ভূমিকা নিয়ে চর্চা চলছে বিস্তর। তাঁর আশীর্বাদে বাড়বাড়ন্ত ছিল মনোজিতের। এই পরিস্থিতিতে একটি বিস্ফোরক ভিডিও সামনে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে,একটি অনুষ্ঠানে হলুদ পাঞ্জাবি পরিহিত কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দেব হাজির রয়েছেন। তাঁর পাশে রয়েছেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায়। ওই অনুষ্ঠানে অশোক দেবকে জেঠু বলে সম্বোধন করছেন মনোজিৎ। এমনকি মনোজিৎকে দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন অশোক দেব। বিধায়ক তাঁর হাতও ধরে রেখেছিলেন। এই ভিডিও সামনে আসতেই ফের তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। এদিন মনোজিতের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন আরও এক পড়ুয়া। তাঁকেও মনোজিৎ শারীরিক নিগ্রহ করেছিলেন বলে অভিযোগ।

ওই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর বিধায়ক অশোক দেব দাবি করেছেন, 'জেঠু বলবে না তো কী বলবে আমাকে? আপনারা আমাকে কী বলে ডাকেন? আমার নাম ধরে ডাকবেন নাকি? আমি জনপ্রতিনিধি। আমি বাবারও দাদা, ছেলেরও দাদা, অভিভাবকেরও দাদা, সবার দাদা। কলেজে পড়ত, সেই সুবাদে ওকে চিনি। এর বেশি কিছু নয়। একটা হল এমনি চিনি, আরেকটা খুব ভালোভাবে চিনি।' চাকরি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের একটা ছেলের প্রয়োজন ছিল। ও কলেজে পড়ত। কোনও স্থায়ী চাকরি নয়। এবার চাকরিও খতম। কলেজ থেকেও বহিষ্কার।'

কসবার ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর মনোজিতের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন আরও এক নির্যাতিতা। তাঁর দাবি, ২০২৩ সালে পিকনিকে বজবজের লজে তাঁকে যৌন নির্যাতন করেন অভিযুক্ত। জিনসের প্যান্ট টেনে খুলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। লাউড স্পিকার চালিয়ে দেওয়া হয়। কাউকে কিছু বললে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এই তরুণীকেও বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মনোজিৎ।

নির্যাতিতা বলেন, 'রুমে ঢুকে আমার সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক করতে চায়। থাপ্পড় মেরে অজ্ঞানও করে দেওয়া হয়েছিল। পুরুষাঙ্গে আঘাত করে কোনওক্রমে রক্ষা পেয়েছি। ভয়ে মুখ খুলতে পারিনি।' মূল অভিযুক্ত প্রভাবশালী বলেই হুমকি দিয়েছিলেন তাঁকে। এছাড়া মনোজিতের সহপাঠীদের অভিযোগ, ও স্বভাবগতভাবে বিকৃত মানসিকতার ছিল। কলেজে নতুন মেয়ে এলেই বিয়ের প্রস্তাব দিত। মহিলাদের গোপন ভিডিও তুলে বন্ধুদেরও পাঠাত। বিভিন্ন গ্রুপে অশ্লীল ভিডিও পোস্ট করে বডিশেমিং করতেন। ফর্মফিলাপের সময় তরুণী বাছাই, প্রথমে ইউনিয়ন রুম, তারপর গার্ডরুমে ডেকে আনা, ঘনিষ্ঠ হতে বাধ্য করা ও ভিডিও তুলে রাখার নির্দেশ দিত মনোজিৎ। এই বিষয়ে বাকি দুই ধৃত প্রমিত মুখোপাধ্যায়, জইব আহমেদও স্বীকার করেছেন।

আন্দোলনের পথেই শিক্ষকরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২ জুলাই : নিরাপত্তাজনিত কারণে বৃহস্পতিবার শিক্ষাকর্মীদের নবান্ন অভিযানের অনুমতি দিল না পুলিশ। হকের চাকরি ফেরাতে আগামী ৮ জুলাই নবান্ন অভিযানে নামবেন গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি কর্মীরা। রাজ্যের স্কুলগুলিতে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের আবেদনপত্রের সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় দুশ্চিন্তায় স্কুল সার্ভিস কমিশন।

২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষার পর পেরিয়েছে প্রায় ৯ বছর। শিক্ষা দপ্তর আশা করেছিল, এত বছর পর আবেদনের সংখ্যা বাড়বে অনেকটাই। তবে তথ্য বলছে অন্য কথা। ১৬ জুন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হলেও চাকরিহারা ও নতুন প্রার্থী মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আবেদন জমা পড়েছে ১ লক্ষের কিছু বেশি। সেখানে ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় আবেদনের সংখ্যা ছিল ২৬ লক্ষেরও বেশি। বুধবার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ফের এসএসসি ভবন অভিযান করে। এদিন 'সরকারপন্থী' বলে পরিচিত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আনটেন্টেড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিনিধিরাও প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন।

এদিন হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয় চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের। আগামী ৬ জুলাই মহরম থাকার দরুন হাওড়া ময়দান বা অন্যত্র জমায়েতের মাধ্যমে নবান্ন যাওয়ার অনুমতি তাঁদের দেয়নি পুলিশ। পরিবর্তে ৮ জুলাই নবান্ন অভিযান করার অনুমতি দিয়েছে পুলিশ। বুধবার ঝাড়গ্রামের লালগড়ে মিছিলে যোগদান করেন আদিবাসী শিক্ষকরা। একইসঙ্গে করুণাময়ী থেকে এসএসসির দপ্তর আচার্য সদন পর্যন্ত মিছিল করেন চাকরিহারারা। ডব্লিউবিইইউটিএ-র প্রতিনিধিরা ৫টি দাবি নিয়ে এদিন ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন এসএসসি ভবনে। বৈধ সময়সীমার মধ্যে নিযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা জানিয়েছেন, তাঁরা নতুন করে নিয়োগের পরীক্ষায় বসবেন না। শিক্ষা মহলের

নিয়োগের পরীক্ষায় আবেদন কমছে

একাংশের প্রশ্ন, সরকারের সঙ্গে কী তবে দূরত্ব বাড়ছে 'সরকারপন্থী' সংগঠনের? আন্দোলনকারী শিক্ষক সুমন বিশ্বাসকে বিধাননগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তলব করেছে।

নতুন বিজ্ঞপ্তিতে যোগ্য-অযোগ্য আলাদাভাবে স্পষ্ট না থাকায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে ইতিমধ্যেই পড়েছে রাজ্য ও এসএসসি। ফলে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে জট কাটেনি এখনও। ২০১৬ সালে ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। চলতি বছরে নবম-দশম স্তরে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের আবেদনের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত মাত্র ৬৫ হাজার। অর্থাৎ আবেদনের সংখ্যা যে কমছে, তা স্পষ্ট। শিক্ষামহলের একাংশের মত, নিয়োগ দুর্নীতির জন্যই সরকারি স্কুলে শিক্ষকতার ইচ্ছা হারিয়ে যাচ্ছে রাজ্যজুড়ে।

২১ জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক শুভেন্দুর

কলকাতা, ২ জুলাই : তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের পালটা শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যা অভিযান। বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে এই কর্মসূচি হবে। এদিন কসবা কাণ্ডের প্রতিবাদে রাসবিহারী থেকে কসবা ল' কলেজ পর্যন্ত মিছিল করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মিছিলের শেষে সভা থেকে ২১ জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ঘোষণা করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'ওই দিন ওরা (তৃণমূল) কলকাতা দখল করবে। আমরাও শিলিগুড়ির দখল নেব।' একই সঙ্গে ৯ অগাস্ট শর্তসাপেক্ষে নবান্ন অভিযানের ডাক দেন শুভেন্দু।

'২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে, এবার ২১ জুলাই তৃণমূলের কাছে কার্যত ব্রিগেড। আরজি কর থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কসবা কাণ্ডের জেরে চাপে রয়েছে দল। সেই জায়গা থেকে দলকে উজ্জীবিত করতে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চকেই বেছে নিতে পারেন মমতা। শাসকদলের এই ব্যাকফুটে থাকাকেই পুরোদমে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে ২১ জুলাইয়ের দিনেই দলের শক্তঘাঁটি উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে উত্তরকন্যা অভিযানের পরিকল্পনা করেছেন শুভেন্দু। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে, রাজনৈতিকভাবে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি।

গত বছর পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ নামে একটি অরাজনৈতিক মঞ্চের তরফে ২৭ অগাস্ট নবান্ন অভিযান করেছিলেন শুভেন্দু। সেই অভিযানের জেরে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় গোটা কলকাতায়। এবার আরজি কর-এর নিগৃহীতার বিচার না পাওয়ার প্রতিবাদে ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযান করতে চান শুভেন্দু। তবে এদিন তিনি বলেন, এবার নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়ার জন্য আমি নির্যাতিতার বাবা-মায়ের কাছে আর্জি জানিয়েছি। তাঁরা সম্মত হলে নবান্ন অভিযান হবে। এরই মধ্যে ২৮ জুলাই ডিএ আন্দোলনকারীদের ডাকা নবান্ন অভিযানকেও সমর্থন করে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শুভেন্দু।

পর্যবেক্ষকদের মতে, আসলে শাসকদল ও সরকারকে চাপে রাখতেই বিধানসভা ভোটের আগে একের পর এক জঙ্গী কর্মসূচি নেওয়ার কৌশল নিয়েছেন শুভেন্দু। নবান্ন থেকে উত্তরকন্যা সবই তার ফলশ্রুতি।

তথ্য তলব আদালতের

কলকাতা, ২ জুলাই : পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় জিটিএ এলাকায় বেআইনিভাবে ৩১৩ জন শিক্ষকের নিয়োগের জন্য ১৪টি স্কুল স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত কি না জানতে চাইলেন হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। ১৪টি স্কুলে নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ উঠেছিল। স্কুলগুলি সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের থেকে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। বুধবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এই বিষয়ে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। এদিন বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'ওই শিক্ষকদের নিয়োগের জন্যই যদি এই স্কুলগুলি স্বীকৃতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তা দুর্নীতি। পর্ষদের কাছে আদালত জানতে চায়, কোন প্রক্রিয়ায় স্বীকৃতির বিষয়ে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। পর্ষদের কাছে এই সংক্রান্ত কী তথ্য রয়েছে তা আদালতে জানানো হোক।'

ডিএ নিয়ে কোর্টে কর্মচারী সংগঠন

কলকাতা, ২ জুলাই : সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত সময়সীমা পেরোনোর পরেও বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ২৫ শতাংশ মেটানোর জন্য সময় চেয়েছে রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন ফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ আদালত অবমাননার মামলা করার প্রস্তুতি শুরু করেছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আদালতের দেওয়া সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার নির্দেশ মানেনি। নিয়ম অনুযায়ী আমরা ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যকে আরও সাতদিন সময় দিয়েছিলাম। কিন্তু ই-মেল পাঠানোর পর কোনও সদুত্তর না পেয়ে মামলার প্রস্তুতি শুরু করেছি। পিটিশন কপি তৈরি হয়ে গিয়েছে। আদালত ১৪ জুলাই খুললে হার্ডকপি জমা পড়বে।'

১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল ৬ সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র অন্তত ২৫ শতাংশ মেটাতে হবে। তবে রাজ্য শীর্ষ আদালতে এসএলপি ফাইল করে জানায়, তাদের আরও সময় প্রয়োজন।

৫৬ ভোগ নিবেদন। বুধবার মায়াপুরের ইসকনে। - পিটিআই

দিলীপ রাজনীতিতেই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ জুলাই : বঙ্গ বিজেপির নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর মন্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিশেষ করে রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে বঙ্গ বিজেপির দায়িত্ব নিয়েছেন শমীক। তাঁর আশা, 'সংগঠনের সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করবেন শমীক। সবারই উচিত তাঁকে মানিয়ে নিয়ে চলা।' নয়া রাজ্য সভাপতিকে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দিলীপ।

বুধবার দুর্গাপুর থেকে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে দিলীপ জানালেন তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। তবে চট করে রাজনীতি থেকে অবসর যে নিচ্ছেন না, তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন দিলীপ। তিনি জানালেন, আরএসএস ও সংঘ পরিবার তাঁকে রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে বলেছে। সম্প্রতি আবার কথা হয়েছে তাদের সঙ্গে। তাই রাজনীতি তিনি চালিয়ে যাবেন।

দিলীপের বদ্ধমূল আশা, দল তাঁকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দেবে। তাঁর কথায়, 'রাজ্য কমিটির অন্যান্য পদাধিকারী নির্বাচিত হবেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্য সভাপতির মাধ্যমে। দলের জাতীয় কাউন্সিলে এরাজ্যের ৪২ জনের নামের তালিকা চূড়ান্ত করে কেন্দ্রীয় স্তরে পাঠানোর বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও বাকি।'

চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন সৌগত

কলকাতা, ২ জুলাই : সপ্তাহখানেক পর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়ের। তাঁর শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি, শ্বাসনালিতে সংক্রমণের পাশাপাশি কিডনির সমস্যা থাকায় দুশ্চিন্তা বেড়েছিল পরিবার সহ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের। বুধবার হাসপাতাল সূত্রে খবর, পরিবারের লোকেদের এদিন কিছুটা চিনতে পেরেছেন সৌগত। দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি নার্সিংহোমে এদিন সৌগতকে দেখতে গিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের আবদুল মান্নান, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরূপা পোদ্দার ও পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সৌগতর চিকিৎসার জন্য গঠিত বিশেষ মেডিকেল বোর্ডের বৈঠক হয়েছে এদিন। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ মনোজ সাহা, বৈভব শেঠ, অরিন্দম মৈত্র ও রাহুল জৈনের চিকিৎসক দল জানিয়েছেন, সৌগতকে আরও ২০ দিন বিশেষ নজরদারিতে রাখা হবে হাসপাতালে। মঙ্গলবার পর্যন্ত উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। এছাড়াও শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনতে তাঁর শরীরে প্রয়োগ করা হচ্ছিল ইনসুলিন। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, ৭৭ বছরের এই প্রবীণ রাজনীতিবিদ 'ওয়ারনিক এনসেফালোপ্যাথি'-র কারণে আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। ২২ জুন থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। তবে বুধবার থেকে কিছুটা সন্তোষজনক পরিস্থিতিতে ফিরেছেন সৌগত।

সুকান্তকে বাধা, রিপোর্ট তলব

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২ জুলাই : মহেশতলায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে বাধা দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। এবার বিষয়টিতে সরাসরি পদক্ষেপ করলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। রাজ্য সরকারের কাছে ১৫ দিনের মধ্যে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সহ রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে ওই রিপোর্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককেও জমা দিতে বলা হয়েছে লোকসভার সচিবালয়ের তরফে।

লোকসভার সচিবালয় জানিয়েছে, এটি স্বাধিকারভঙ্গের এক গম্ভীর উদাহরণ হতে পারে। কারণ, একজন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য, গত ২০ জুন স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মহেশতলায় গিয়ে বাধা, বিক্ষোভ এবং হামলার মুখে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ তোলেন সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, দলের এক কর্মীকে দেখতে গেলে পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান এবং তাঁর নিরাপত্তা ঘেরাটোপ ভেঙে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করেন।

এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী স্পিকারের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান, যা স্বাধিকারভঙ্গের আওতায় পড়ে। সেই অভিযোগ

খতিয়ে দেখেই রাজ্য সরকারের কাছে ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে যদিও এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে। দলের দাবি, বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার রাজনৈতিক ফায়দা তোলার উদ্দেশ্যেই মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

বাড়ির পথে নাড্ডার ফোন শমীককে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ জুলাই : বুধবার তাঁর বিমান দমদমের মাটি ছোঁয়ার আগে থেকেই ভিড় জমতে শুরু করে সল্টলেকের বিএইচ ৬৬-এর ছোট্ট বাড়িটার সামনে। এটাই রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর ঠিকানা। অপ্রশস্ত সেই রাস্তায় তখন গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। ছোট্ট একফালি বারান্দায় শমীকের অপেক্ষায় অনুগামীদের ভিড়। বেলা ১২টা নাগাদ বিমানবন্দরে পৌঁছে শমীক তখন বাড়ির পথে। গাড়িতে সওয়ার শমীকের কাছে এল নাড্ডার ফোন। পরে সঙ্গে থাকা এক নেতা বললেন, 'খুশির খবরটা জানাই ছিল। তবু বাংলায় একটা প্রবাদ আছে। বিজেপিতে না আঁচালে বিশ্বাস নেই। তাই ফোনটা আসার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।'

সেই ফোনে সরকারিভাবে শমীককে রাজ্য সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। বাড়ি ফিরে দ্রুত তৈরি হয়ে নিয়ে ঠিক ১টা ৫০ মিনিটে দুধসাদা ইনোভা ক্রিস্টায় চেপে সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরের উদ্দেশে রওনা দিলেন সপার্ষদ শমীক। সল্টলেকে দলীয় কার্যালয়ের সামনে তখন লোকে লোকারণ্য। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনকে ঘিরে গতকাল থেকেই সাজানো শুরু হয়েছিল দপ্তর। ঘড়ির কাঁটায় ঠিক ২টো। দলীয় দপ্তরে পৌঁছে দোতলায় ছুটলেন মনোনয়নের কাগজপত্র নিয়ে। ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিলেন সুনীল বনসল, সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারীরা। ২টো ৫১ মিনিটে মনোনয়নপত্রে শমীকের স্বাক্ষর করার পর, ১০ প্রস্তাবকের তালিকায় প্রথমে স্বাক্ষর করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাকুল্যে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শেষ হয় মনোনয়ন পর্ব। এরপরে কসবার ঘটনায় মিছিলে যোগ দিতে বেরিয়ে যান শুভেন্দু। এদিন দলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের জন্য দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। নিশীথ প্রামাণিক, সুভাষ সরকার, জগন্নাথ সরকার, বিধায়ক শংকর ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, এসআরও দীপক বর্মন সহ সাংসদ, বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। মনোনয়নপত্র জমা দিয়েই শমীক ছুটলেন ৬ মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে। রাজ্য দপ্তরের বাইরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি। বৃহস্পতিবার, রাজ্য সভাপতি হিসাবে শমীকের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে। দুপুর দেড়টায় সেখানে ১১তম রাজ্য সভাপতি হিসাবে শমীক ভট্টাচার্যের নাম ঘোষণা করবেন নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাংসদ রবিশংকর প্রসাদ। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে ঘিরে এখন সাজোসাজো রব রাজ্য বিজেপিতে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ আষাঢ় ১৪৩২

কাঠগড়ায় কমিশন

নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে এতটা সন্দেহ বোধহয় অতীতে আর কখনও হয়নি। স্বাধীন, স্বশাসিত নির্বাচন কমিশনের সব কাজ সবসময় রাজনৈতিক দলগুলিকে খুশি করে না ঠিকই। বরং উলটোটা ঘটে বারবার। প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন শেষণের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসু বা আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের মতবিরোধ অতীতে খবরের শিরোনামও হয়েছিল।

কখনও সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র নিয়ে, কখনও ভোটার তালিকা তৈরি নিয়ে, আবার কখনও একাধিক দফায় লোকসভা বা বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট তৈরি করা নিয়ে। ভোটের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আধাসেনা মোতায়েন নিয়েও বহুবার বিরোধের কেন্দ্রে এসেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও কখনও মনে হয়নি যে, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে শাসক শিবিরের বিশেষ সুবিধা হচ্ছে কিংবা শাসক যেমন চাইছে, কমিশন ঠিক সেইভাবে এগোচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট বলে কল্পনা করাটাই এতদিন ছিল কষ্টসাধ্য। দুর্ভাগ্যবশত সেই ধারণাটা ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের একাধিক সিদ্ধান্তে বিরোধী দল এবং সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্নচিহ্ন উঁকি মারছে। এতে কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা টাল খাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টের মতো নির্বাচন কমিশনের প্রতিও মানুষের আস্থা থাকা উচিত স্বাধীন সংস্থা হিসেবে।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষভাবে ভোটের আয়োজন করা। প্রত্যেক নাগরিককে নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের বন্দোবস্ত করা। কিন্তু কমিশনের বিরুদ্ধে ইদানীং যে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠছে, তাতে তাদের ওপর ন্যস্ত সেই দায়িত্বটাই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। রাহুল গান্ধি মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের গুরুতর অভিযোগ তোলার পর কমিশন একাধিক সাফাই দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাদের ভাবমূর্তিতে কালির দাগ লেগে গিয়েছে।

বিধানসভা ভোট আসন্ন বিহারে। সেখানে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল আরজেডির একগুচ্ছ প্রশ্নবাণের মুখোমুখি হয়েছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে সামনের বছর বিধানসভা ভোট। এ রাজ্যেও তৃণমূলের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে কমিশন। তৃণমূল এবং আরজেডির প্রবল আপত্তিতে কমিশন খানিকটা পিছু হটলেও মূল প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি করার লক্ষ্যেই স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন করানো হচ্ছে ভোটার তালিকায়। অভিযোগটি কমিশন মানেনি ঠিকই। তবুও এটা ঘটনা যে, হাজারো যুক্তি সাজিয়ে নিজেদের দায়মুক্ত করতে পারছে না নির্বাচন কমিশন। এর আগে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের বিরোধিতাও হয়েছিল। কিন্তু কমিশন নিজের যুক্তিতে অনড় থাকায় তখন রণে ভঙ্গ দিয়েছিল অভিযোগকারীরা।

অথচ মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় গরমিল, ভোটদানের হারে বিপুল অসামঞ্জস্য নিয়ে বিরোধীদের তোলা প্রশ্নে কমিশন অনড় মনোভাব দেখালেও খামতি কিছু কিছু খালি চোখে দেখা যাচ্ছে। বিহারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের প্রক্রিয়ায় অন্তত দুই বছর লাগবে বলে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব যুক্তি দিয়েছেন। অথচ বিহারে বিধানসভা ভোটের বাকি আর মাত্র তিন থেকে চার মাস। এই সামান্য সময়ের মধ্যে ওই কর্মযজ্ঞ যে সেরে ফেলা যায় না সেটা কমিশন কেন খেয়াল করল না- প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

আবার ২০২৪ সালে লোকসভা ভোট হলেও ২০০৩ সালকে কেন ভিত্তি হিসেবে ধরা হল- সেই প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাহুল গান্ধি নির্বাচন কমিশনার ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। নিয়োগ কমিটি থেকে দেশের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়ার কারণ জানতে চেয়েছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনকে অতীতে কখনও এই ধরনের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়নি।

এই বিড়ম্বনা দূর করতে নির্বাচন কমিশনকেই উদ্যোগী হওয়া উচিত। যাবতীয় অভিযোগ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে অতীতের মতো উজ্জ্বল, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা এখন নির্বাচন কমিশনারের প্রধান কর্তব্য।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

স্বপ্নের ঘাসফুল ও স্বপ্নের অপমৃত্যু

স্বাধীনতার পর এ রকম আত্মঘাতী সরকার ও দল পশ্চিমবাংলায় আর কখনও দেখা যায়নি।

পরিমল দে

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে নীরদ সি চৌধুরী 'আত্মঘাতী বাঙালী' এবং 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ' নামে দুটি বই লিখেছিলেন। আজ কোনও বাঙালি লেখক 'স্বপ্নের ঘাসফুল ও আত্মঘাতী তৃণমূল' শিরোনামে বই লিখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এবং তাঁর দল নিরবচ্ছিন্নভাবে এমন বইয়ের বিষয়বস্তুর চালচিত্র নির্মাণ করে চলেছেন। স্বাধীনতার পর এ রকম আত্মঘাতী সরকার ও দল পশ্চিমবাংলায় কখনও দেখা যায়নি।

অথচ বাংলাকে মমতা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। বাংলাও একসময় মমতাকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন দেখেছিল। বাংলার 'অগ্নিকন্যা'র ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন তিনি। প্রমাণ করেছিলেন, 'মানুষই ডিনামাইট। মানুষই চার্জার। মানুষই বড় পাহাড় গুঁড়িয়ে দেয়'। ২০১১ সালের ২১ মে শুধু রাজনৈতিক দল বা ঘাসফুলের পতাকা নয়, এক মানব-সমুদ্র মমতাকে রাজভবন থেকে রাইটার্স পৌঁছে দিয়েছিল। স্লোগান নয়, সেই মানব সমুদ্রের কণ্ঠে ছিল রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের গান। মমতা চলেছেন, সঙ্গে চলেছিল সমগ্র বাংলা।

মমতার কথায় বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে হরিহর-সর্বজয়া-অপু-দুর্গার কথা। কালীঘাটের টালির চালের কুটিরের সিঁড়িতে বসে আছেন মা গায়ত্রী দেবী। পাশে একটি পা ঈষৎ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রক পরা এক কিশোরী। কুটিরের দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে। হাঁ করে বেরিয়ে আছে নোনাধরা প্রাচীন ইট। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের এক প্রবহমান চিত্ররূপ মুহূর্তের মধ্যে আমাদের বিহ্বল করেছিল তখন।

স্নেহশীলা গায়ত্রী দেবী হয়তো কল্পনা করেননি মমতা একদিন গায়ে সাদা শাড়ি আর পায়ে হাওয়াই চপ্পল পরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথগ্রহণ করবেন। কলেজ জীবন থেকে কত অপমান-নির্যাতন, কত মার তাঁকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু অটল অবিচল প্রাণময় শক্তিকে কোনওকিছুই দমাতে পারেনি। বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিপর্যয়কে সামলাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন মমতা। বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনকে গণদেবতার আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিলেন। মিছিলের সেই মমতা আজও অপ্রতিরোধ্য। একবার সিদ্ধার্থশংকর রায় বলেছিলেন, 'বিধানচন্দ্র রায়কে মনে রেখে বলছি, স্বাধীনতার পর বাংলায় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে মমতার মতো জনপ্রিয়তা কেউ পাননি। আমিও নই'।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি শান্তিনিকেতনে সমাবর্তনে এসে নৈশাহারে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছিলেন। একজন ছাত্রী প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'বর্তমান সময়ে কে আমাদের আদর্শ হতে পারেন?' রাজীব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'কেন মমতা? ওর মতো সৎ সাহসী পরিশ্রমী মেয়েই তো তোমাদের আদর্শ হওয়া উচিত'। রাজীব ও তাঁর মা সোনিয়া, দুজনেই জানতেন মমতা কংগ্রেসের সম্পদ!

সোমেন-মমতা দ্বন্দ্বে সিদ্ধার্থশংকর রায় এবং অজিত পাঁজার অনুরোধে ১৯৯৭-এ সোনিয়া রাজ্য কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব মেটাতে হস্তক্ষেপ করেন। সোনিয়ার মনে পড়েছিল, রাজীব তাঁকে একবার বলেছিলেন, 'হোয়েন মমতা ইজ ফাইটিং দেয়ার মাস্ট বি এ জেনুইন কজ'। মমতাকে কংগ্রেসে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সোনিয়া। শেষবার ১৯৯৭-এর ১৯ ডিসেম্বর মধ্যরাতে রাতপোশাক পরা অবস্থাতেই সোনিয়া তাঁর বেডরুমে মমতাকে ডেকে নিয়েছিলেন।

সোনিয়ার স্নেহভরা দুটি হাত তখন মমতার কাঁধে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে এ এক বিরল দৃশ্য! তবু শেষরক্ষা হয়নি। অগ্নিকন্যার আগুন নেভেনি। ১৯৯৮-এর ৯ অগাস্ট কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সোনিয়া গান্ধি, সীতারাম কেশরী সহ সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব উপস্থিত। উপস্থিত মমতাবিরোধী সোমেন মিত্র। ওই ইন্ডোরের বাইরে তখন বিশাল সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নতুন দলের নাম ঘোষণা করলেন- 'তৃণমূল কংগ্রেস'। প্রতীক ঘাসফুল।

এরপর মমতার দীর্ঘ যাত্রা রাজনীতিতে। কখনও কংগ্রেসের হাত ধরে, কখনও বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে। নিজের গুরুত্ব এতটাই তৈরি করেছিলেন যে, বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী মমতার টালির চালের বাড়িতে তাঁর মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন। মমতা বাংলার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সুবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিত হয়। 'ব্রিটানিকা' তাঁর পরিচয় পর্বে 'দিদি' (বিগ সিস্টার) শব্দটি উল্লেখ করেছে। 'দ্য টাইমস ম্যাগাজিন' ২০১২ সালে বিশ্বের একশোজন প্রভাবশালীর মধ্যে বারাক ওবামা, হিলারি ক্লিন্টনের সঙ্গে মমতার নাম উল্লেখ করেছিল। 'ব্লুম বার্গ মার্কেট ম্যাগাজিন' ২০১২-তে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বের পঞ্চাশজন প্রভাবশালীর মধ্যে একজন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

২০১১-তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সাধারণ মানুষের জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল সামাজিক প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছেন বলে দাবি করেন। তাঁর স্বপ্নের কন্যাশ্রী ২০১৭-তে ইউনাইটেড নেশনস-এর 'হাইয়েস্ট পাবলিক সার্ভিস ফর গার্লস' সম্মানে ভূষিত হয়। ২০১৪-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'স্কচ অর্ডার অফ মেরিট ফর গুড গভরন্যান্স' পায়। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী-রূপশ্রী-লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুয়ারে সরকার' এক অভিনব প্রকল্প। 'দুয়ারে সরকার' ভারত সরকারের 'প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ডে' সম্মানিত হয়েছে।

১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের পর ইন্দিরা গান্ধিকে দেবী দুর্গা সম্বোধন করেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। তার চল্লিশ বছর পর ২০১১-তে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম পত্রিকার প্রচ্ছদে মমতাকে দুর্গারূপে চিত্রিত করা হয়েছিল। প্রচ্ছদে লেখা ছিল, দুর্গতিনাশিনী দশভুজা দেবী দুর্গা।

২০১১-র মিছিলের সেই মমতা, মানুষের মমতা, ২০২৫-এ এসে কি সত্যিই আর মানুষের আছেন? নাকি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন? বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের অপশাসন, সন্ত্রাস, হিংসা, হত্যা ঐতিহাসিক রিগিং এবং নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ২০১১-তে মানুষ মমতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই মমতা বাংলা, বাঙালিকে ব্যথিত আশাহত এবং মর্মাহত ও প্রতারিত করেছেন। রাজ্যের শিক্ষা দুর্নীতি, বিশ্বব্যাপী আন্দোলিত অভয়া কাণ্ড এবং সাম্প্রতিক সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে গণধর্ষণ ইত্যাদি সেইসব আশাভঙ্গের জ্বলন্ত উদাহরণ।

বাংলার নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে মমতার শাসনে, যা জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূলেরও অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। এই মুহূর্তে ভারত উগ্র হিন্দুত্ব, গো-সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, বিভাজন এবং ধর্মীয় রাজনীতিতে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত। নাথুরাম গডসে এখন দেশপ্রেমিক। সেই উগ্র হিন্দুত্ববাদের ফাঁদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পা মেলালেন। সরকারি অর্থ ব্যয়ে দিঘায় জগন্নাথধাম মন্দির নির্মাণ ও সরকারি অর্থে বাড়ি বাড়ি প্রসাদ বিতরণ করিয়েছেন, যা কোনও সভ্য, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে হতে পারে না।

এরপর কি আর 'ইন্ডিয়া' জোটের মধ্যমণি হতে পারবেন মমতা? অথচ তিনিই ছিলেন ওই জোটের অন্যতম মুখ এবং এককালের স্ট্রিট ফাইটার। যিনি সততার রাজনীতির কথা বলতেন, তাঁর শাসনে অসততার হাজার উদাহরণ। স্বপ্নভঙ্গের নেত্রী এখন তিনি। স্বচ্ছ প্রশাসন যাঁর আমলে আশা করা আর যায় না। যাঁর সরকার বাংলায় নৈরাজ্যের স্রষ্টা। কবির ভাষায় বলতে হয়, 'কেউ কথা রাখেনি, কেউ কথা রাখে না।' যে স্বপ্ন ছড়িয়ে ঘাসফুল ফুটেছিল বাংলায়, সেই স্বপ্ন আত্মহত্যা করেছে।

(লেখক গান্ধিবাদের গবেষক, প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯৫২

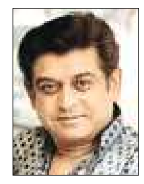

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক অমিতকুমার।

১৯৬২

বিখ্যাত মার্কিন অভিনেতা টম ক্রুজের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

২১শে জুলাই ওরা কলকাতায় ডিম-ভাত খাবে। আমরা উত্তরকন্যায় যাব। সেদিন উত্তরকন্যা অভিযান। কর্মীদের বলছি, নিজের খরচে যাবেন। ভালো করে লড়তে হবে। সেদিন উত্তরকন্যা নড়িয়ে দেওয়া হবে। এই সরকারকে সরাতে গুলি খেতেও রাজি আছি।

- **শুভেন্দু অধিকারী**

ভাইরাল/১

বাবা কঠোর হলেও মা সন্তানদের প্রতি স্নেহবৎসল হন। জঙ্গলে একটি সিংহ ঘুমোচ্ছিল। শাবক তাকে বিরক্ত করলে সিংহ রেগে যায়। শাস্তি দেয়। ছুটে আসে সিংহী। বাচ্চাটাকে কাছে টেনে নেয়। থাবা উঁচিয়ে সতর্ক করে সিংহকে।

ভাইরাল/২

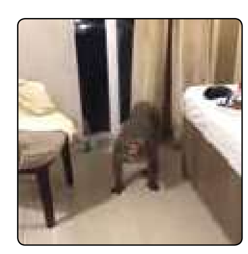

বাঁদরের দাদাগিরি। ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছিল বাঁদরটি। ভয়ে বাড়ির লোকজন বাইরে পালিয়ে যান। ফ্ল্যাটের দখল নেয় বাঁদর। কেউ ঘরে ঢুকলেই দাঁত খিচিয়ে তেড়ে যায়। ভয়ে দীর্ঘক্ষণ ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল বাড়ির লোকদের।

জনমন

জনমত

বাংলা নিজের মেয়ের সম্মান চায়

প্রত্যেকদিন সংবাদপত্রের পাতা ওলটালেই নারী ধর্ষণের কিছু না কিছু খবর থাকবেই। এইসব খবর আমরা পড়ি, ছিছি করি, আবার ভুলেও যাই। আসলে পরিস্থিতি বিন্দুমাত্র বদলায়নি। সন্দেশখালি থেকে কালীগঞ্জের তামান্না (নির্বাচনের বিজয় উল্লাসে বোমা বিস্ফোরণের বলি) এবং সম্প্রতি কসবার আইনের ছাত্রী। পুনরায় শিক্ষাঙ্গনে ভীতি প্রদর্শন। প্রশ্নে শাসক ঘনিষ্ঠ নেতা। ছাত্র না হয়েও ছাত্র নেতা। কলেজের ক্ষমতার বৃত্তে থাকা নেতা।

প্রশ্ন হল, শিক্ষাঙ্গন থেকে কর্মক্ষেত্র- কোথাও কি নারী নিরাপদ নয়? বিশেষ করে বাংলায়! রানি ভবানী থেকে মা সারদা, প্রীতিলতা, কাদম্বিনীর বাংলায় নারীর আজ এ কী হাল? রাতের পথ কি নারীর জন্য নয়? শিক্ষাঙ্গন থেকে কর্মক্ষেত্র কি নারীর জন্য নয়? কোথায় আধুনিক উন্নত শিক্ষা? সবটাই কি চলবে এই ক্ষমতাবানদের দাপটে? বাহুবলীর হাত মাথায় আছে বলে ধর্ষণটাও কি তাদের আধিপত্যের মধ্যে পড়ে?

বাংলার শাসন ক্ষমতার মসনদেও এক নারী। প্রশ্ন তাঁর কাছে, তাঁর প্রশাসনের কাছে। আর নয় অভয়া, তামান্না। আর নয় কসবা। বাংলা নিজের মেয়ের সম্মান চায়। নিরাপত্তা চায়। বাংলা নিজের মেয়ের আব্রুর বিচার চায়।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

সিনেমা হলে জাতীয় সংগীতের অবমাননা

ইদানীং সিনেমা শুরুর আগে বিজ্ঞাপন চলাকালীন প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে দর্শকদের অনেকেই নিজ নিজ মোবাইলে এতটাই মগ্ন থাকেন যে, জাতীয় সংগীত শুরু হলেও তাঁদের সেই মগ্নতা অক্ষুণ্ণ থাকে। মগ্নতা যখন ভাঙে তখন জাতীয় সংগীত হয়তো মাঝপথে। তাছাড়া জাতীয় সংগীত চলাকালীন অধিকাংশ দণ্ডায়মান দর্শকের মাঝে কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বসে থাকেন। আবার দু'একজন জাতীয় সংগীত চলাকালীন পপকর্নের প্যাকেট হাতে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করে সিঁড়ি ভেঙে নিজেদের বসার আসনের দিকে এগোতে থাকেন। পর্দার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন মনে করেন না। এই অসম্মান কেন? আমাদের জাতীয় সংগীত কি এতটাই সস্তা?

বহু বছর আগে সিনেমাহলের পর্দায় সিনেমা শেষ হওয়ার পর জাতীয় সংগীত সহ জাতীয় পতাকার প্রদর্শন বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু ক্রমশ এই প্রদর্শনের অবমাননা অর্থাৎ জাতীয় সংগীত চলাকালীন উঠে না দাঁড়িয়ে সিটে বসে থাকা দর্শকদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমানের কারণেই একসময় এই প্রদর্শন খুব স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ হয়ে যায়। জাতীয় সংগীতের অসম্মান বা অবমাননা করার থেকে প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

গৌতমেন্দু নন্দী, নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হারিয়ে যাচ্ছেন উত্তরের গ্রামগঞ্জের কবিরা

রাজরোষ কিংবা রাজকোষ, কোনওটিকেই তাঁরা আমল দেন না। স্পষ্ট বক্তব্যে নির্ভীক। তাঁদের হারিয়ে ফেলাটা কষ্টকর।

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্লাস ইলেভেনে পড়ি তখন। সেটা দু'হাজার চার নাগাদ। এক দৈনিক সংবাদপত্রে স্থানীয় সংস্কৃতিচর্চা বিভাগে মাঝেমাঝে কলাম লিখে হাতখরচ চালাই। কী করে যেন খোঁজ পেলাম এক আশ্চর্য কবির, জহিরুল মিয়াঁ। কোচবিহারের ধলুয়াবাড়ি গ্রামে থাকেন। চাকির মোড়, হরিণচওড়া, ঘুঘুমারি ব্রিজ পেরিয়ে সাইকেল নিয়ে একদিন চলে গেলাম সেখানে। ঘন বেতবনের পাশ দিয়ে সরু মেঠো রাস্তা ধরে খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌঁছালাম সেই কবির উঠোনে। একচালা খড়ের ছাউনি দেওয়া একটাই ঘর। বাঁশের বেড়ার দেওয়াল। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তাল ঠুকে ঠুকে কবিতা পড়ছেন জহিরুল। ২০ বছর পরও সেই দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাসে। রোগা, বেঁটে চেহারা। গালে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। তোবড়ানো গাল। চুল এলোমেলো। কাঁধে ঝোলা। ঘরে পোয়াতি বৌ। যদিও কবিতার মূল্যে এ-দেশে কবি বাঁচে না, তবুও কবিতাই এই কবির জীবিকা।

গ্রামের হাটে ঘুরে ঘুরে জহিরুল কবিতা ফেরি করে বেড়াতেন। যদিও জহিরুল আমার এ লেখার বিষয় নয়। আমার বিষয় শহর থেকে দূরে, অলক্ষিতে বনচ্ছায়াতলে নিঃসঙ্গ, নির্জন এই কবিরা, যাঁরা উত্তরবঙ্গের গ্রামগঞ্জে ছিলেন এই কিছুকাল আগেও। সমাজজীবনের কত হানাহানি, নিষিদ্ধ প্রেমের কত না গুঞ্জন এঁদের কবিতায় ছন্দিত। গ্রাম-জীবনের তুচ্ছ বিষয়গুলোর সঙ্গে গভীর সমস্যামূলক ও বৃহত্তর সমাজজীবনের কত না সমস্যা ও অসংগতি এঁদের লেখার উপজীব্য। তাঁদের ঘরে চাল বাড়ন্ত, কিন্তু সমাজজীবনের প্রতি বিশ্বস্ততায় এঁরা অদ্বিতীয়। রাজরোষ কিংবা রাজকোষ, কোনওটিকেই তাঁরা আমল দেন না। কোনও সমালোচকের কলম তাঁদের বিদ্ধ বা বিচলিত করে না। কোনও সম্পাদকের শখের কলমচি তাঁরা নন। নামীদামি পুরস্কারের রহস্য তাঁরা জানেন না। কত প্রাচীনকাল থেকে স্রোতস্বিনী তরঙ্গের মতো, ভোরে গেয়ে ওঠা পাখির সহজ ডাকের মতো এঁদের কবিতা।

জহিরুলকে নিয়ে আমার লেখাটা যখন খবরের কাগজে বেরোয়, কাগজটা নিয়ে জহিরুলের বাড়িতে গিয়েছিলাম। শুনলাম, ওঁর একটা মেয়ে হয়েছিল ক'দিন আগে। জন্ডিসে ভুগে সে মরেও গিয়েছে দু'দিন হল। কবিতায় তবু বিরাম নেই জহিরুলের। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তিনি তৈরি, গ্রামের হাটে যাবেন। এই কবিদের কবিতা যেন পটুয়ার পট, কথা দিয়ে আঁকা। সভ্য সমাজে অনাদৃত, কিন্তু গ্রাম্য জীবনের নিপুণ বর্ণনায় সমৃদ্ধ। সাধনা যেন ম্লান করে দেয় জীবনের দারিদ্র্য, অভাব। তবু হতচ্ছাড়া জীবন আর নিশ্চিত অনাহার তাঁদের সব চেষ্টাকেই যেন নষ্ট করে দিয়েছে।

গ্রাম্য জীবনের গহন গভীরে বয়ে চলেছে যে গতিশীল জীবনস্রোত, জহিরুলদের কবিতা তারই বাণীবাহক। প্রতিবাদে, দুঃখে, প্রেমে সে অনন্য। ব্যাপক জনজীবনের এ এক গণসাহিত্য। পালটে যেতে যেতে আমরা হারিয়ে ফেলেছি অনেক কিছু। এখন হারাতে হারাতে একা। বিশ্ব নৃত্য উৎসবে আমরা জহিরুলদের আমন্ত্রণ জানাতে পারিনি। চাইওনি। তাঁরা থেকে গিয়েছেন নির্জনে। নিঃসঙ্গ। অলক্ষিতে বনচ্ছায়াতলে। তাই আমাদের জীবনের উৎসবে ঘাটতি থেকে গিয়েছে প্রচুর। ওই ঘুঙুরের তালে আমরাই পারিনি কান পাততে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে হেটো কবির ঘুঙুরের ক্ষীয়মাণ ধ্বনি মনের এক অজানা জগতে ছায়া ছায়া কোনও চিন্তার জন্ম দিত। সে আর দেয় না এখন।

'ভারত সরকার চমৎকার দোষ নাহি তার
অনাহারে গরিবেরা অস্থি-চর্ম সার।
দেশে দেশে খাদ্যাভাব কেন দেখা দিল
কেরোসিনের দাম কেন এত বাড়িল।'

কবিতাকে হাতিয়ার করে অনাহারে ধুঁকতে থাকা এক হেটো কবিকে এই কবিতা বলতে শুনেছিলাম উত্তরবাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। গায়ে তাঁর ছেঁড়া জামা, পায়ে ঘুঙুর, কাঁধে ঝোলা, নেচে নেচে বিচিত্র সুরে তিনি তাঁর কথা বলছেন। তাঁকে ঘিরে লোকও জমেছে বিস্তর। কিন্তু এখন? এখন কে চোখ তুলে বলবে, 'ভারত সরকার চমৎকার দোষ নাহি তার।' প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা...

(লেখক পেশায় অক্ষরকর্মী। কোচবিহারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮২

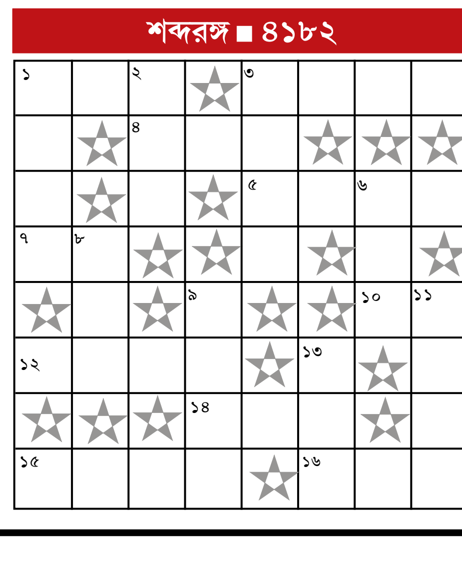

পাশাপাশি : ১। মোটা পশমি কাপড় ৩। জয়পরাজয় ৪। মিথ্যা প্রচার, অপপ্রচার ৫। অস্থিরভাবে ছুটোছুটি ৭। সন্ন্যাসীদের আখড়া ১০। কদম ফুল বা তার গাছ ১২। বিরক্তিকর বাচালতা ১৪। ছাতার আকৃতির গাছ ১৫। অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অদ্ভুত ১৬। লক্ষ্মীদেবী, দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা, লেবুবিশেষ, রংবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম ২। নেকড়ে বাঘ ৩। আক্রমণকারী ৬। বিদ্যুৎ ৮। বিশেষ ভঙ্গিমাযুক্ত চলন ৯। নাকে পরবার অলংকারবিশেষ ১১। কাচ, চশমাদিতে ব্যবহৃত কাচের গোল চাকতি, আয়না ১৩। দমনকারী, আকস্মিক বেগ, চমক, চমকানো।

সমাধান ■ ৪১৮১

পাশাপাশি : ২। গিরিজায়া ৫। মাইরি ৬। বলশেভিক ৮। হাট ৯। বর ১১। সুন্দরবন ১৩। কাঁদুনি ১৪। মানতাসা।

উপর-নীচ : ১। ধামাধরা ২। গিরি ৩। জাঙ্গাল ৪। বারেক ৬। বট ৭। শেখর ৮। হাঙর ৯। বন ১০। কলানিধি ১১। সুহৃদ ১২। বয়ান ১৩। কাঁসা

বিন্দুবিসর্গ

আমি আবার জন্ম নেব : দলাই লামা

চিনা আপত্তি উড়িয়ে উত্তরসূরি বাছাইয়ে সায়

ধরমশালা, ২ জুলাই : জন্ম-মৃত্যু নিয়তি নির্ধারিত। কিন্তু পদ হচ্ছে একটি প্রবাহমান প্রক্রিয়ার অঙ্গ। তিব্বতিদের বিশ্বাস, তাঁদের অবিসংবাদী আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামাই পুনর্জন্ম নিয়ে ফের দলাই লামার পদটি গ্রহণ করেন। বুধবার তিব্বতিদের সেই বিশ্বাসকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন বর্তমান দলাই লামা।

তিনি জানিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পরেও দলাই লামার পদটি থাকবে। পুনর্জন্ম নেবেন তিনি। পরবর্তী দলাই লামাকে খুঁজে বের করার দায়িত্বে থাকবে গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্ট। তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। নতুন দলাই লামা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। বুধবার এক ভিডিও বার্তায় একথা জানিয়েছেন ১৪তম দলাই লামা। তাঁর উত্তরসূরি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জল্পনা চলছিল। একসময় দলাই লামা পদটি তুলে দেওয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন খোদ দলাই লামা। কিন্তু এদিন সেই অবস্থান থেকে তাঁর সরে আসা চিনের পক্ষে বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে।

কিছুদিন আগে চিন সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমান দলাই লামার উত্তরসূরি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের অনুমোদন নিতে হবে। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'দলাই লামার উত্তরাধিকারী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই চিনের অনুমোদন প্রয়োজন। চিনের আইন, ধর্মীয় রীতিনীতি এবং আচার পালন না করে তিব্বতিদের পরবর্তী আধ্যাত্মিক গুরুর নির্বাচনকে মান্যতা দেওয়া হবে না।' এদিন চিন সরকারের সেই হুঁশিয়ারিকে পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন ৬ জুলাই নব্বইয়ে পা দিতে চলা দলাই লামা। তিনি বলেন, 'আমি আবার জন্ম নেব... আমার অবর্তমানে পরবর্তী দলাই লামাকে বেছে নেওয়া হবে। পুনর্জন্মগ্রহণকারী দলাই লামাকে খুঁজে বের করার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্টের এক্তিয়ারে থাকবে। এ ব্যাপারে অন্য কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।'

দলাই লামার ভিডিও বার্তার পর হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় সাংবাদিক বৈঠক করেন ভারতে নির্বাসিত তিব্বত সরকারের প্রধান পেনপা সেরিং এবং দলাই লামার প্রধান সহযোগী সামধং রিংপোচে। সেরিং বলেন, 'দলাই লামা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করছে তিব্বত সরকার। দলাই লামার জন্মদিন পালনের আগে ধরমশালায় তিব্বতি বৌদ্ধদের যে সম্মেলন শুরু হয়েছে সেখানে উপস্থিত সকলে দলাই লামার উত্তরাধিকারী মনোনয়নের বিষয়ে একমত।' রিংপোচে জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ে দলাই লামার উত্তরাধিকারীকে বেছে নেওয়া হবে। বুধবারের পর দলাই লামার তরফে এ ব্যাপারে আর কোনও বয়ান জারি করা হবে না।

গত ৬০০ বছর ধরে তিব্বতিদের ধর্মগুরু দলাই লামা। তিব্বতিদের বিশ্বাস প্রবীণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয়। দলাই লামাও তার ব্যতিক্রম নন। যাঁরা দলাই লামাকে বেছে নেওয়ার দায়িত্বে থাকেন তাঁরা নিশ্চিত হন যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রয়াত দলাই লামার পুনর্জন্ম। বর্তমান দলাই লামাকে তাঁর পূর্বসূরির পুনর্জন্ম হিসাবে মাত্র ২ বছর বয়সে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

এই নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে চিন। সেদেশের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র জানান, ১৭৯২-এ চালু হওয়া নিয়ম অনুযায়ী একটি সোনার কলসিতে সম্ভাব্য দলাই লামাদের নাম রাখা হয়। সেখান থেকে নতুন দলাই লামার নাম বেছে নেওয়া হয়। ১৪তম (বর্তমান) দলাই লামার ক্ষেত্রে সেই প্রথা অনুসরণ করা হয়নি। যদিও খোদ দলাই লামা, নির্বাসিত তিব্বত সরকার বা সাধারণ তিব্বতি কেউই চিনের অবস্থানকে গুরুত্ব দেন না। এবার ভারত থেকে ১৫তম দলাই লামা স্থির হওয়ার ঘটনা ঘরে-বাইরে চাপে ফেলেছে শি জিনপিংয়ের সরকারকে।

এদিকে দলাই লামার ৯০তম জন্মদিনের আগে গোটা বিশ্ব থেকে ধরমশালায় ভিড় জমাতে শুরু করেছেন তাঁর অনুগামীরা। নির্বাসিত তিব্বত সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, সব মিলিয়ে ৭ হাজার অতিথি দলাই লামার জন্মদিনের মূল অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক মন্ত্রী এবং রিচার্ড গেয়ারের মতো হলিউড তারকা থাকবেন। চলতি সপ্তাহের শুরুতেই ধরমশালায় চলে এসেছেন রিচার্ড।

আমি আবার জন্ম নেব... আমার অবর্তমানে পরবর্তী দলাই লামাকে বেছে নেওয়া হবে। পুনর্জন্মগ্রহণকারী দলাই লামাকে খুঁজে বের করার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্টের এক্তিয়ারে থাকবে। এ ব্যাপারে অন্য কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

দলাই লামা

মনোনয়নে পুনর্জন্মের বিশ্বাস

- ৬০০ বছর ধরে তিব্বতিদের আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু দলাই লামা
- দলাই লামা কোনও ব্যক্তির নাম নয়, একটি পদ
- তিব্বতিদের বিশ্বাস দলাই লামার পুনর্জন্ম হয়
- নতুন দলাই লামাকে বেছে নেওয়ার আগে নিশ্চিত করা হয় যে উত্তরসূরি হিসাবে মনোনীত ব্যক্তিই হলেন প্রয়াত দলাই লামার পুনর্জন্ম
- বর্তমান দলাই লামাকে তাঁর পূর্বসূরির পুনর্জন্ম হিসাবে মাত্র ২ বছর বয়সে চিহ্নিত করা হয়েছিল

কেন্দ্রের বিদেশনীতিকে খোঁচা তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : পহলগামে জঙ্গি হামলার ৭১ দিন পরেও কেন্দ্রীয় সরকারের কেন নীরব তা জানতে চেয়ে সুর চড়াল তৃণমূল। কেন ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্ত্রাসবাদীরা এখনও ধরা পড়ল না তাও জানতে চেয়েছে তারা। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ৫টি প্রশ্নবাণ ছুড়েছিলেন সেগুলিকে সামনে রেখে এদিন ফের সরব হয় তৃণমূল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবারই ব্রাজিল, আর্জেন্তিনা সহ পাঁচদেশীয় সফরে বেরোন। তাঁর এই বিদেশসফরকে কটাক্ষ করে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, 'আজকের পৃথিবীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। এত বছরের কূটনৈতিক চেষ্টা, গোয়েন্দা তথ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা আজও পাকিস্তানকে সরাসরি দায়ী করে কোনও আন্তর্জাতিক

পহলগামের ৭১ দিন পার

পদক্ষেপ আনতে পারিনি। এটা কি গোয়েন্দা ব্যর্থতা নয়? এর জবাব প্রধানমন্ত্রীকেই দিতে হবে।'

বিশ্বের একাধিক দেশে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠানো সত্ত্বেও বিদেশি রাষ্ট্রগুলি কেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিন্দা করল না এবং কেন্দ্রের কূটনৈতিক দৌত্যে কোথায় খামতি ছিল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মহুয়া মৈত্র। পহলগাম হামলার পর কেন আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও নিন্দাপ্রস্তাব আদায় করা গেল না, কেনই বা পাকিস্তানকে একঘরে করতে ভারত ব্যর্থ হল সেই প্রশ্নও তুলেছে তৃণমূল।

কেন পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব করতে পারল? বিদেশ সফরে গিয়ে কি প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্নগুলো তুলছেন, না কি শুধুই প্রচারের কৌশল?

রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী পাঁচদেশীয় সফরে বেরোলেও পাঁচটি প্রশ্ন থেকে বেরোতে পারবেন না।' তৃণমূলের অভিযোগ, মোদি সরকারের বিদেশনীতি আজ ভগ্নদশার শিকার। পহলগাম হামলার মতো ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে নয়াদিল্লি। দলের সাফ কথা, কূটনীতির মঞ্চে ভারত পিছিয়ে পড়ছে, এবং তার দায় প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারের।

ধৃত ইনফোসিস কর্মী

বেঙ্গালুরু, ২ জুলাই : ইনফোসিসের এক কর্মী গ্রেপ্তার হলেন। তিনি বেঙ্গালুরু অফিসের সিনিয়ার অ্যাসোসিয়েট নাগেশ স্বপ্নিল মালি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি অফিসের শৌচালয়ে মহিলাদের আপত্তিকর ছবি তুলতেন। ছবি তোলার সময় এক মহিলা তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই মহিলা নাগেশ স্বপ্নিলের সন্দেহজনক আচরণ কিছুদিন থেকেই লক্ষ করেছেন। সোমবার ওই কর্মীকে ছবি তুলতে দেখে অ্যালার্ম বেল বাজান। তারপর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর মোবাইল বাজেয়াপ্ত করে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

করোনা টিকার জন্য অকালমৃত্যু 'নয়'

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : করোনা মহামারিতে দেশজুড়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে টিকাকরণ হওয়ার পরে সাম্প্রতিককালে কাছে-দূরের বহু মানুষের আকস্মিক ও অকালমৃত্যুতে উদ্বেগ ও প্রশ্ন দু'টিই তীব্র হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি অভিনেত্রী শেফালি জরিওয়ালার মৃত্যু ফের এই প্রশ্ন ও আলোচনাকে সামনে এনেছে। ৪২ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এই শিল্পী। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে মুম্বইয়ের বাসভবনে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বামী পরাগ ত্যাগী তাঁকে আন্ধেরির একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, রক্তচাপ হঠাৎ কমে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে অভিনেত্রীর। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসেনি।

তবে কি মহামারি-পরবর্তী সময়ে প্রাপ্তবয়স্কদের অকালমৃত্যুর সঙ্গে কোনওভাবে করোনা টিকার যোগ রয়েছে? এই সংশয়ের কথা চব্বিশ ঘণ্টা আগেই তোলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

এতদিনে কোভিড নিয়ে সংশয়ের স্পষ্ট জবাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। ভারতের চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (আইসিএমআর) এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স (এইমস)-এর যৌথ সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, মহামারির পরে দেশজুড়ে যে হঠাৎ মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে বলে মনে হচ্ছিল, তার পিছনে করোনা টিকার কোনও ভূমিকা নেই। আইসিএমআর এবং এইমস-এর সম্প্রসারিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হৃদরোগ বা হঠাৎ মৃত্যুর পিছনে মূলত দায়ী অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, শরীরের পূর্বাবস্থাগত সমস্যা এবং কিছু ক্ষেত্রে কোভিড-পরবর্তী জটিলতা।

বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়, 'করোনা টিকা এবং তরুণদের হৃদরোগে মৃত্যুর মধ্যে কোনও বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক মেলেনি। বরং গুজব ছড়ালে টিকার ওপর মানুষের আস্থা কমবে এবং জনস্বাস্থ্যে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।'

২০২৩ সালের মে থেকে অগাস্ট পর্যন্ত দেশের ১৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪৭টি বড় হাসপাতালকে নিয়ে একটি গবেষণা চালায় আইসিএমআর এবং ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (এনসিডিসি)। গবেষণার লক্ষ্য ছিল ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সিদের মধ্যে যাঁরা আগে সুস্থ ছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের মৃত্যুর কারণ জানা।

দিল্লির এইমসও পৃথক গবেষণা করে, যেখানে যৌথ ভূমিকায় ছিল আইসিএমআর। এই গবেষণাতেও স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'করোনা টিকার কারণে তরুণদের মধ্যে হঠাৎ মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়েনি বা বাড়ে না।' তবে গবেষকরা জানিয়েছেন, জেনেটিক কারণ, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, পুরোনো শারীরিক অসুস্থতা বা কোভিড-পরবর্তী জটিলতাই হঠাৎ মৃত্যুর মূল কারণ হতে পারে।

দাবি রিপোর্টে

- করোনা টিকার কারণে তরুণদের মধ্যে হঠাৎ মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়েনি বা বাড়ে না
- জেনেটিক কারণ, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, পুরোনো শারীরিক অসুস্থতা বা কোভিড-পরবর্তী জটিলতাই হঠাৎ মৃত্যুর মূল কারণ
- ২০২৩ সালে দেশের ১৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪৭টি বড় হাসপাতালকে নিয়ে গবেষণা চালায় আইসিএমআর এবং এনসিডিসি

গত কয়েক বছরে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছে ৪০-৫০ বছর বয়সি বহু তারকার। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্ল (৪০), গায়ক কেকে (৫৩), অভিনেতা পুনীত রাজকুমার (৪৬), নির্মাতা রাজ কৌশল (৫০), কৌতুকশিল্পী রাজু শ্রীবাস্তব (৫৮) প্রমুখ। এই ঘটনাগুলিও জনমানসে টিকার নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে সন্দেহ তৈরি করে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক বুধবার জানিয়েছে, 'ভিত্তিহীন দাবি ও গুজব ছড়ালে মানুষ টিকা নিতে ভয় পাবে। অথচ করোনা টিকা লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হিমাচল, মৃত ৫১

সিমলা, ২ জুলাই : বৃষ্টি থামা দূরের কথা, উত্তরোত্তর তা বাড়ছে। ভয়ংকর বৃষ্টির সঙ্গে হড়পা, ধসে বিপর্যস্ত হিমাচলপ্রদেশ। টানা ১১ দিন ধরে চলা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ৫১ জন মারা গিয়েছেন। ছয় ব্যক্তি নিখোঁজ।

রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তথ্য বলছে, এবারের বৃষ্টিতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ৩৫৬ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে। ব্যাহত হয়েছে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ।

মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে ২০ জুন থেকে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারের কাজ চললেও, মৌসম ভবন আগামী ৪৮ ঘণ্টার জন্য হিমাচলপ্রদেশে সতর্কতা জারি রেখেছে। ফলে রাজ্যের বিপদ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

অবিশ্রান্ত বর্ষণে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে পূর্ত ও জলশক্তি দপ্তর। রাজ্যের ১,১৫১টি ট্রান্সফর্মার কাজ করছে না। ১৭১টি জলপ্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত। ঝুঁকি তৈরি হয়েছে জনস্বাস্থ্য ও নিকাশিতে। ৪০৬টি প্রধান ও ছোট রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ফলে জটিল হয়ে পড়েছে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ। তার মধ্যেও কর্তৃপক্ষ দিন-রাত কাজ চালিয়ে অত্যাবশ্যক পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবারের বৃষ্টিতে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মান্ডি জেলা।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন বারাণসী। বুধবার পঞ্চগঙ্গা ঘাটে ডুবেছে মন্দিরও।

কাঠগড়ায় কি এবার কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : ন্যাশনাল হেরাল্ড কেলেঙ্কারি মামলায় সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং তাঁর ছেলে তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে আগেই কাঠগড়ায় তুলেছিল ইডি। এবার এই মামলায় কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করার চিন্তাভাবনা চলছে তদন্তকারীদের মধ্যে। বুধবার দিল্লির একটি আদালতে তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু। তিনি বলেন, 'আমি এআইসিসিকে অপর অভিযুক্ত হিসেবে রাখিনি ঠিকই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ভবিষ্যতে কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করার কোনও অধিকার আমার নেই। আমরা যদি পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ পাই তাহলে কংগ্রেসকেও অভিযুক্ত করতে পারি।'

এদিন ইডি অভিযোগ করে, সোনিয়া ও রাহুলের তরফে কংগ্রেস ন্যাশনাল হেরাল্ডের প্রকাশক সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের (এজেএল) ২ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি দখল করতে চেয়েছিল। এএসজি বলেন, 'এজেএল মোটেই লাভের মুখ দেখছিল না। কিন্তু তাদের সম্পত্তির পরিমাণ ২ হাজার কোটি টাকা। তাদের পক্ষে দৈনন্দিন কাজ চালানোই মুশকিল হয়ে পড়েছিল। সেই কারণে তারা কংগ্রেসের থেকে ৯০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল।' তিনি বলেন, 'কংগ্রেস এই সংস্থাটির দখল নিতে চেয়েছিল। ৯০ কোটি টাকা ঋণের বিনিময়ে ২ হাজার কোটি টাকা সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই ষড়যন্ত্র করে ইয়ং ইন্ডিয়া নামে সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল। সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধি এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণ নিতে চেয়েছিলেন।'

গোত্তা খেয়ে বিমান নামল ২৬ হাজার ফুট

টোকিও, ২ জুলাই : আবার বিমান-বিপত্তি মাঝআকাশে! উড়তে উড়তে আচমকা গোত্তা খেয়ে একেবারে ২৬ হাজার ফুট নীচে!

সোমবার জাপানের একটি যাত্রীবাহী বিমানে এমন ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন যাত্রীরা। চিনের সাংহাই থেকে টোকিওগামী জাপান এয়ারলাইন্সের একটি বোয়িং ৭৩৭ বিমান হঠাৎ মাঝআকাশে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চোখের পলকে প্রায় ২৬,০০০ ফুট নীচে নেমে আসে। এতে আতঙ্কে অনেক যাত্রী তড়িঘড়ি 'উইল' (অন্তিম ইচ্ছাপত্র) লিখে ফেলেন শুধু তা-ই নয়, তাঁরা ব্যাংক কার্ডের পিন ও বিমার তথ্য পাঠিয়ে দেন প্রিয়জনদের কাছে। ঘটনাটি ঘটে ৩০ জুন সন্ধ্যায়, স্থানীয় সময় ৬টা ৫৩ মিনিটে। সাংহাই পুডং বিমানবন্দর থেকে টোকিও নারিতা বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল বিমানটি। এটি ছিল জাপান এয়ারলাইন্স ও

ফের বিপত্তি বোয়িংয়ে

তাদের স্বল্পমূল্যের সহযোগী সংস্থা স্প্রিং জাপানের যৌথ ফ্লাইট। বিমানে মোট ১৯১ জন যাত্রী ছিলেন।

হঠাৎই বিমানটি ৩৬ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে ১০ হাজার ৫০০ ফুট নীচে নেমে আসে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে। ওই সময় যাত্রীদের অক্সিজেন মাস্ক পড়ে যায় এবং চাপমাত্রা হঠাৎ কমে যায় বিমানের। অনেক যাত্রী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।একজন যাত্রী বলেন, 'একটা মৃদু বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম। তারপরই খসে পড়ল অক্সিজেন মাস্ক। কেবিন ক্রু চিৎকার করে বলছিলেন মাস্ক পরে নিতে—বিমানে সমস্যা দেখা দিয়েছে।' অনেকে তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ মাস্ক পড়ে যেতেই চোখ খুলে ভয় পেয়ে যান। আতঙ্কে কেউ কেউ তাঁদের উইল লিখতে শুরু করেন এবং আত্মীয়দের ফোন করে ব্যাংক ও বিমার তথ্য পাঠিয়ে দেন।

দ্রুত 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেই বিমানটি ওসাকার কানসাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপদে নামিয়ে আনেন চালক। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণ কারণ খোঁজার চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি পাইলটের ভুল? নাকি অন্য কোনও সমস্যা? ২ সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও ঠিক কী কারণে আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-১৭১ ভেঙে পড়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট হল না। প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট ১১ জুলাইয়ের মধ্যে সামনে আসতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এই অবস্থায় আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনার মুহূর্তের পুনর্নির্মাণ করে বিপর্যয়ের কারণ খোঁজার একটি চেষ্টা করেছেন তদন্তকারীরা। অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারের অন্তিম মুহূর্তের পরিস্থিতি আন্দাজ করার জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার তিনজন শিক্ষানবিশ পাইলটকে বেছে নেওয়া হয়। একটি সিমুলেটেড ফ্লাইটে কাজটি করা হয়।

শিক্ষানবিশ পাইলটরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের বৈদ্যুতিক ত্রুটি অনুকরণ করেন। যে পরিস্থিতিতে এআই-১৭১-এর দুটি ইঞ্জিন কাজ করা বন্ধ করে

এয়ার ইন্ডিয়া

দিয়েছিল, পরীক্ষামূলকভাবে তেমন পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেটা হয়নি। ককপিটের জ্বালানি সংক্রান্ত সুইচগুলিও পরীক্ষা করে দেখা হয়। দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণে বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ার, উইং ফ্ল্যাপ ঠিকমতো কাজ করেছিল কি না তাও পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু তদন্তে দেখা যায় শুধুমাত্র ওই কারণগুলির জন্য দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে না কোনও বিমান। ঘটনা হচ্ছে, এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো বা এএআইবি যে তদন্ত করছে তারা অবশ্য দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেনি। ব্ল্যাকবক্সের তথ্যও উদ্ধার করার কাজ চলছে।

তবে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণের পাশাপাশি বাকি সমস্ত সম্ভাব্য কারণই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সিমুলেটর ফ্লাইটে সম্ভাব্য কারণগুলি প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, এআই-১৭১-এর ল্যান্ডিং গিয়ার যেহেতু ঠিকমতো কাজ করছিল না এবং বিমানের ডানাতেও সমস্যা ছিল, তাই সেটি টেক অফের পর আর ওপরে উঠতে পারেনি।

ট্রাম্পের হুমকিতে ভীত নই : মামদানি

ওয়াশিংটন, ২ জুলাই : নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়রপ্রার্থী ডেমোক্র্যাট জোহরান মামদানিকে গ্রেপ্তারের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ জানিয়েছেন, নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচিত হয়ে মামদানি ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তাদের কাজে বাধা দিলে মামদানিকে গ্রেপ্তার করা হবে। ট্রাম্পের কথায় একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মামদানি বলেছেন, 'আমি ভয় পাওয়ার ছেলে নই।' মঙ্গলবার সরকারিভাবে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়রপ্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষিত হয়েছে অধ্যাপক মাহমুদ মামদানি ও চলচ্চিত্রকার মীরা নায়ারের পুত্র জোহরান মামদানির নাম। মেয়র নির্বাচন নভেম্বরে।

মামদানিকে 'কমিউনিস্ট পাগল' বলে অভিহিত করে ট্রাম্প তাঁর হাত থেকে নিউ ইয়র্কবাসীকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'আমি নিউ ইয়র্ক শহরকে বাঁচাব। আরও দুর্দান্ত করে তুলব।'

মামদানি ট্রাম্প সরকারের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ(আইসিই) অভিযানের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর আচমকা উত্থানে শঙ্কিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মামদানির মার্কিন নাগরিত্ব নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে ট্রাম্প বলেছেন, 'আমরা বিষয়টা খুব সতর্কভাবে দেখছি।অনেকেই বলছেন নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রচুর মানুষ অবৈধভাবে রয়েছেন।'

প্রেসিডেন্টের সন্দেহকে উড়িয়ে দিয়ে জোহরান জানিয়েছেন, ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে আইনগতভাবেই উগান্ডা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন তিনি। সেটা ১৯৯৮ সাল। তখন তাঁর বয়স সাত।

'প্রেসিডেন্টের কথায় গণতন্ত্র বিপন্ন'

মামদানি বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট আমাকে গ্রেপ্তার করে, আমার নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে, ডিটেনশন ক্যাম্পে আমাকে আটকে রেখে নির্বাসনের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। আমি কিন্তু কোনও আইন ভাঙিনি। আমি ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)-র ভয়ের রাজত্ব থেকে শহরবাসীকে রক্ষা করতে চাই। প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা শুধু গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ নয়, বরং নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য বার্তা। আপনি প্রতিবাদ করলেই টার্গেট হয়ে যাবেন।'

গাজায় সংঘর্ষ বন্ধে রাজি ইজরায়েল

ওয়াশিংটন, ২ জুলাই : ভারত-পাকিস্তান, ইজরায়েল-ইরানের পর আরও একটি সংঘাতে রাশ টানার 'কৃতিত্ব দাবি' করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার তিনি জানিয়েছেন, গাজায় ৬০ দিনের জন্য সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ইজরায়েল। তবে এ ব্যাপারে গাজায় সক্রিয় প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের সম্মতি যে মেলেনি, ট্রাম্পের কথায় সেই ইঙ্গিতও স্পষ্ট। গাজায় সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর করতে হামাসকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, '৬০ দিনের সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ইজরায়েল। এই সময়ের মধ্যে গাজায় স্থায়ী শান্তি ফেরানোর চেষ্টা করব আমরা। তবে হামাস যদি সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি না হয়, তাহলে ওদের কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে।' আমেরিকা ছাড়াও মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাতার ও মিশর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লিখেছেন, 'গাজা নিয়ে আজ আমার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ইজরায়েলি আধিকারিকদের দীর্ঘ এবং ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। ৬০ দিনের সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর করার শর্তগুলি মানতে ইজরায়েল রাজি হয়েছে। আমরা সংঘাত বন্ধের চেষ্টা করছি। কাতারি এবং মিশরীয়রা সংঘর্ষ বিরতির মূল প্রস্তাবটি পেশ করবেন। আমার আশা, মধ্যপ্রাচ্যের মঙ্গলের জন্য হামাস চুক্তিটি গ্রহণ করবে। কারণ, এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। বরং আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষ বিরতির পর গাজায় অনেকটাই কোণঠাসা হামাস। ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে ইরান

দাবি ট্রাম্পের

যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে দেশটির পক্ষে আপাতত হামাস, হুতি বা হিজবুল্লাকে সমর্থন এবং সহায়তা জারি রাখা কঠিন। ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের পর এবার গাজায় পূর্ণশক্তি নিয়োগের সুযোগ পাবে ইজরায়েল। সেক্ষেত্রে প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে আরও রক্তপাতের সম্ভাবনা। গত কয়েক সপ্তাহে ইজরায়েলি সেনার গুলিতে ২০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। চলতি সংঘাতে প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যুর সংখ্যা ৫৪ হাজারের গণ্ডি টপকে গিয়েছে।

বঙ্গে মনরেগা, সিদ্ধান্ত ঝুলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির দুই দিনব্যাপী বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের ১০০ দিনের কাজ (মনরেগা) প্রকল্প পুনরায় চালু করার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হল না। যদিও কমিটি স্বীকার করেছে, গত তিন বছরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে এই প্রকল্পের আওতায় কোনও অর্থ দেয়নি। বৈঠকের প্রথম দিনে মনরেগা সংক্রান্ত একটি বিশদ প্রতিবেদন পেশ করা হয়, যাতে রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, বিগত তিন বছরে কেন্দ্র কোনও অর্থ না দেওয়ায় রাজ্য থেকে কোনও তথ্যও পাওয়া যায়নি।

কমিটির চেয়ারম্যান ও কংগ্রেস সাংসদ সপ্তগিরি শঙ্কর উল্কা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন, কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে। বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সাংসদ উপস্থিত ছিলেন না। বিজেপিরও অধিকাংশ সদস্য বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছিল অভিনেতা প্রকাশ রাজ ও সমাজকর্মী মেধা পাটেকরকে। তবে বিজেপি সাংসদরা তাঁদের কথা না শুনেই হইচই শুরু করে দেন। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রকাশ রাজ এবং মেধা পাটেকর তাঁদের বক্তব্য না রেখেই সভা থেকে ওয়াকআউট করেন।

মানবীয় ভূগোল
জনসংখ্যা ও জনবসতি

অরবিন্দ ঘোষ, *শিক্ষক*
অক্রুরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশন, মালদা

জনসংখ্যা (Population)

● মানব সম্পদ - মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা প্রভৃতিকে একত্রে মানব সম্পদ বলা হয়। যেমন - শিক্ষকের শিক্ষাদান।

● আদমশুমারি - প্রতি ১০ বছর অন্তর জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিকে আদমশুমারি বা জনগণনা বলে। ভারতের প্রথম আদমশুমারি শুরু হয় ১৮৭২ সালে। প্রথম সম্পূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত আদমশুমারি কার্যকরী হয় ১৮৮১ সালে।

● জনসংখ্যা - একই প্রজাতিভুক্ত সমস্ত জীবের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একত্রিতভাবে সমাবেশ হওয়াকে জনসংখ্যা বলে। একনজরে ভারতের জনসংখ্যা (২০১১) - জনসংখ্যা - প্রায় ১২১ কোটির বেশি। জনঘনত্ব - ৩৮২ জন/বর্গকিমি।

● জনঘনত্ব - কোনও দেশ বা অঞ্চলের মোট ভূমি ও মোট লোকসংখ্যার পরিমাণগত সম্পর্ক বা অনুপাত। কোনও অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা এবং সেই অঞ্চলের ভূমির মোট আয়তনের অনুপাত হল জনঘনত্ব। অর্থাৎ কোনও দেশে প্রতি বর্গকিমিতে যতজন মানুষ বাস করে তাকে ওই অঞ্চলের জনঘনত্ব বলে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিমিতে ৩৮২ জন। অর্থাৎ জনঘনত্বের ধারণাটি পরিমাণগত ও দ্বিমাত্রিক ধারণা।

● ভারতের জনসংখ্যা বণ্টন - ভারতে জনসংখ্যার বণ্টন খুবই অসম। গঙ্গা উপত্যকা ও উপকূলীয় অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ কিন্তু হিমালয় ও মরু অঞ্চল বিরলবসতিপূর্ণ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, কেরল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি ভারতে উচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। এখানকার ভূমি ও মাটি জনবসতির পক্ষে অনুকূল। অন্যদিকে, হিমালয়, অরুণাচলপ্রদেশ, রাজস্থান মরুভূমি ও মধ্যভারতের কিছু অঞ্চল নিম্ন ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল, এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ বসবাসের পক্ষে প্রতিকূল।

● লিঙ্গভিত্তিক জনগঠন - প্রতি ১০০০ পুরুষে নারীর সংখ্যাকে লিঙ্গ অনুপাত বোঝায়। যেমন বর্তমানে (২০১১) ভারতে লিঙ্গ অনুপাত - ৯৪০ নারী/১০০০ পুরুষ। কেরলে লিঙ্গ অনুপাত সর্বোচ্চ এবং পঞ্জাবে সর্বনিম্ন।

● প্রজনন - কোনও অঞ্চলের নারীর সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাকে প্রজনন বলে। প্রজনন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। উন্নত দেশগুলিতে প্রজনন হার কম হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রজনন হার খুব বেশি।

● মরণশীলতা - কোনও অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে যে কোনও কারণে যত সংখ্যক মানুষ মারা যায়, তাকে মরণশীলতা বলা হয়।

● জনস্বল্পতা - কোনও দেশ বা অঞ্চলে জনসংখ্যা সম্পদের তুলনায় কম হলে তাকে জনস্বল্পতা বলে।

● জনাকীর্ণতা - কোনও দেশ বা অঞ্চলে জনসংখ্যা সম্পদের তুলনায় বেশি হলে তাকে জনাকীর্ণতা বলে। যেমন - সামগ্রিকভাবে ভারতের জনসংখ্যা। উল্লেখ্য, কোনও জন্মের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়াকে বেবি বুম বলে।

● শূন্য জনসংখ্যা - যদি জন্মহার এবং মৃত্যুহার সমান হয়, সেক্ষেত্রে জনসংখ্যার কোনও বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। একে শূন্য বা স্থির বা সুস্থিত জনসংখ্যা বলে। বাস্তবে এই প্রকার জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেখা যায় না।

● জনসংখ্যার ঋণাত্মক বৃদ্ধি - কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুহারের তুলনায় জন্মহার কমে গেলে কিংবা ওই স্থানের মানুষ অধিক সংখ্যায় অন্যত্র গমন করলে তাকে জনসংখ্যার ঋণাত্মক বৃদ্ধি বলে। যেমন- জাপান, জার্মানির মতো অতি উন্নত দেশসমূহে ঋণাত্মক জনসংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। সন্তানগ্রহণে অনিচ্ছা এর অন্যতম কারণ। ঋণাত্মক জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোনও দেশের পক্ষে কাম্য নয়।

● জন অভিক্ষেপ - কোনও দেশের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য জনসংখ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের বিশেষ পূর্বাভাসকে জনসংখ্যার অভিক্ষেপ বলে। জনসংখ্যাতত্ত্ববিদদের মতে, পৃথিবীর জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেখানে পৌঁছোবে তাকে জনবিস্ফোরণ বলা যায়। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ২০৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষে পৃথিবীর জনসংখ্যা ১১০০ কোটি অতিক্রম করবে।

● মানুষ-জমি অনুপাত - কোনও দেশ বা অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যার সঙ্গে কার্যকর জমির অনুপাতকে মানুষ-জমি অনুপাত বলা হয়। এই ধারণাটি গুণগত। মানুষ-জমি অনুপাত থেকে জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

● কাম্য জনসংখ্যা - কোনও অঞ্চলে প্রাপ্ত সম্পদের অনুপাতে গড়ে ওঠা আদর্শ জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। এটি কোনও দেশ বা অঞ্চলের কার্যকর জমির অনুপাতে গড়ে ওঠে।

● জনসংখ্যার বিস্ফোরণ - কোনও অঞ্চলে জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার দ্রুত কমে গেলে মোট জনসংখ্যার পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পায়। লভ্য সম্পদের তুলনায় এই জনসংখ্যা খুব বেশি হলে জনসংখ্যার এরূপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বলে। ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে চিকিৎসার উন্নতির জন্য মৃত্যুহার হ্রাস পায়, কিন্তু জন্মহার ক্রমবর্ধমান থাকায় ১৯৫১-'৮১ খ্রিস্টাব্দে জনবিস্ফোরণ ঘটে। ১৯২১ সালকে ভারতের 'জনসংখ্যার বিভাজন বর্ষ' বলা হয়। এরপর থেকে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে শুরু করে।

● বয়স-লিঙ্গ অনুপাত - বয়স অনুসারে নারী-পুরুষের গঠন বিন্যাসের চিত্রায়ন বা উপস্থাপন পদ্ধতিকে বলে বয়স-লিঙ্গ অনুপাত। এর মধ্যে উল্লেখ্য, তরুণ ও মধ্যবয়স্ক জনসংখ্যা যা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সম্পদে পরিণত করা যায়, তাকে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বলে।

উচ্চমাধ্যমিক ভূগোল

প্রস্তুতির খুঁটিনাটি

- মানবীয় ভূগোলের মূল বিষয়গুলি হল - জনসংখ্যা, জনবসতি, অর্থনৈতিক কার্যাবলি (যেমন কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, বাণিজ্য) এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন। মানব ভূগোলের মূল দুটি বিষয় হল : জনসংখ্যা ও জনবসতি
- বিষয়বোধ ও আসন্ন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ের কিছু পয়েন্ট দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলোচনা করা হল
- পরবর্তী সংখ্যায় এই অধ্যায়ের বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হবে

● জনসংখ্যা বণ্টনের নিয়ন্ত্রক - (ক) প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রক - ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, জলসম্পদ, মৃত্তিকা প্রভৃতি। তাই সমতল ও নদী অববাহিকা অঞ্চল বেশি ঘনবসতিপূর্ণ। (খ) মানবিক নিয়ন্ত্রক - শিল্প, পরিবহণ, প্রশাসনিক সুবিধা ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা প্রভৃতি।

● জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ - উচ্চ জন্মহার, কম মৃত্যুহার ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, অভিবাসন ইত্যাদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ। এর মধ্যে অশিক্ষা, অল্প বয়সে বিবাহ ও ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি সামাজিক কারণ এবং দারিদ্র্য ও কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা প্রধান অর্থনৈতিক কারণ। উল্লেখ্য, অতিরিক্ত জনসংখ্যা খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে চাপ সৃষ্টি করে। এটি বর্তমানে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে সূচিত হয়েছে।

● ভারতের পরিবার পরিকল্পনা নীতি - ভারত ১৯৫১ সালে বিশ্বে প্রথম পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই নীতির উদ্দেশ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা কিছুটা হলেও সম্ভব হয়েছে।

● ভারতের গ্রামীণ ও নগর জনসংখ্যা - শিল্প ও পরিষেবা খাতে কাজের জন্য শহরমুখী অভিবাসন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নগর অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ছে। অন্যদিকে, গ্রামে জনসংখ্যা বেশি হলেও শহরে জনঘনত্ব বেশি। শহরে সুযোগসুবিধা বেশি থাকায় অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ঘটে।

● ট্রান্সহিউম্যান্স - পশুপালক যাযাবরদের ঋতুভিত্তিক পরিব্রাজনকে ট্রান্স হিউম্যান্স বলে।

● মেধাপ্রবাহ (Brain Drain) - উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশ থেকে বুদ্ধিজীবী, শীর্ষব্যবস্থাপক, গবেষক, ডাক্তার, বিজ্ঞানী প্রমুখ মানুষের উন্নত দেশে দীর্ঘদিনের জন্য স্থানান্তরকে মেধাপ্রবাহ বলে।

● পুশ ফ্যাক্টর - উন্নয়নশীল ও অনুন্নত অঞ্চলে বা দেশে কর্মের সুযোগের অভাবে গ্রাম থেকে শহরে মানুষের গমনকে পুশ ফ্যাক্টর বলে।

● মেধা আগমন (Brain Gain) - অনুন্নত ও উন্নয়নশীল অঞ্চল বা দেশ থেকে উন্নত দেশে অধিক মেধার আগমন বা স্থানান্তরকে মেধা আগমন বলে।

● পুল ফ্যাক্টর - কাজের সুযোগ, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতির কারণে শহরে মানুষের আগমনকে পুল ফ্যাক্টর বলে। যেমন - সারা বাংলার মানুষ কলকাতায় গমন করে।

● পরিব্রাজন (Migration) - কোনও অঞ্চল থেকে লোকসংখ্যা বসবাসের উদ্দেশ্যে বাইরে চলে যাওয়াকে দেশত্যাগ (Emigration) এবং বাইরে থেকে মূলত বসবাসের উদ্দেশ্যে লোকসংখ্যার আগমন ঘটলে তাকে অভিবাসন (Immigration) বলে। উভয়ের মিলিত ঘটনাকে একত্রে পরিব্রাজন (Migration) বলে।

● প্রব্রজন – মূলত স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে মানুষের গমনই হল প্রব্রজন। কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে দূরে বা নিকটে গমন করলে তাকে প্রব্রজন বলা হয়। দেখা যায়, অনুন্নত অঞ্চল থেকে উন্নত অঞ্চলের দিকে পুরুষ প্রব্রজনের হারই বেশি। যেমন - ঋতুগত শ্রমিক, উচ্চ বিদ্যালাভের জন্য বাইরে যাওয়া, চাকরি সূত্রে যাওয়া প্রভৃতি।

● নিট প্রব্রজন - কোনও একটি অঞ্চলের অন্তঃপ্রব্রজন ও বহিঃপ্রব্রজনের জনসংখ্যার মধ্যে যে পার্থক্য, তাকে নিট প্রব্রজন বলে। জনগণনার ক্ষেত্রে এই নিট প্রব্রজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *(চলবে)*

তড়িৎ বিশ্লেষণের খুঁটিনাটি

সুদেষ্ণা রায়, *শিক্ষক*
ময়নাগুড়ি রোড উচ্চবিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

❑ বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (প্রশ্নমান ১)

১) তড়িৎ বিশ্লেষণ-এর সময়
ক) উভয় তড়িদ্দ্বারে বিজারণ ঘটে
খ) উভয় তড়িদ্দ্বারে জারণ ঘটে
গ) ক্যাথোডে বিজারণ এবং অ্যানোডে জারণ ঘটে
ঘ) ক্যাথোডে জারণ এবং অ্যানোডে বিজারণ ঘটে
উত্তর : গ)

২) তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহণ সংক্রান্ত কোন তথ্যটি সঠিক?
ক) কেবল ভৌত পরিবর্তন ঘটে
খ) যে কোনও অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণ করে
গ) ইলেক্ট্রন দ্বারা তড়িৎ পরিবাহিত হয়
ঘ) উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সাধারণত রোধ কমে
উত্তর : ঘ)

৩) একটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ হল
ক) কাঠ
খ) পলিথিন
গ) কাচ
ঘ) গলিত খাদ্য লবণ
উত্তর : ঘ)

৪) যে পাত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয় তা হল
ক) ভোল্টামিটার
খ) গ্যালভানোমিটার
গ) পোটেনশিয়মিটার
ঘ) ভোল্টমিটার
উত্তর : ক)

৫) লোহার ওপর দস্তার প্রলেপ দিতে ক্যাথোড রূপে ব্যবহৃত হয়
ক) তামার পাত
খ) দস্তারপাত
গ) লোহার পাত
ঘ) গ্রাফাইট পাত
উত্তর : গ)

❑ শূন্যস্থান পূরণ কর : (প্রশ্নমান ১)

১) অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ ______ তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ।
উত্তর : মৃদু।

২)________ ধাতুগুলিকে তাদের যৌগ থেকে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়। উত্তর : সক্রিয়।

৩) বিশুদ্ধ জল তড়িৎ এর ______।
উত্তর : কুপরিবাহী।

৪) ধাতুর তড়িৎ নিষ্কাশনে ক্যাথোডে ____ মুক্ত হয়।
উত্তর : ধাতু।

৫) তড়িৎ বিশ্লেষণে ________ প্রবাহ ব্যবহৃত হয়। উত্তর : সমতড়িৎ।

❑ সত্য বা মিথ্যা লেখ। (প্রশ্নমান ১)

ক) মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্যের জলীয় দ্রবণে পূর্ণ বিয়োজন ঘটে।
উত্তর : মিথ্যা।

খ) সব মৌলিক পদার্থই তড়িৎ বিশ্লেষ্য।
উত্তর : মিথ্যা।

গ) ধাতুর তড়িৎ বিশোধনে অ্যানোডের ভর কমে যায়।
উত্তর : সত্য।

ঘ) বিশুদ্ধ জলের তড়িৎ বিশ্লেষণের জন্য সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানো হয়।
উত্তর : সত্য।

ঙ) অ্যানোড মাড থেকে তামা ধাতু পাওয়া যায় । উত্তর : মিথ্যা।

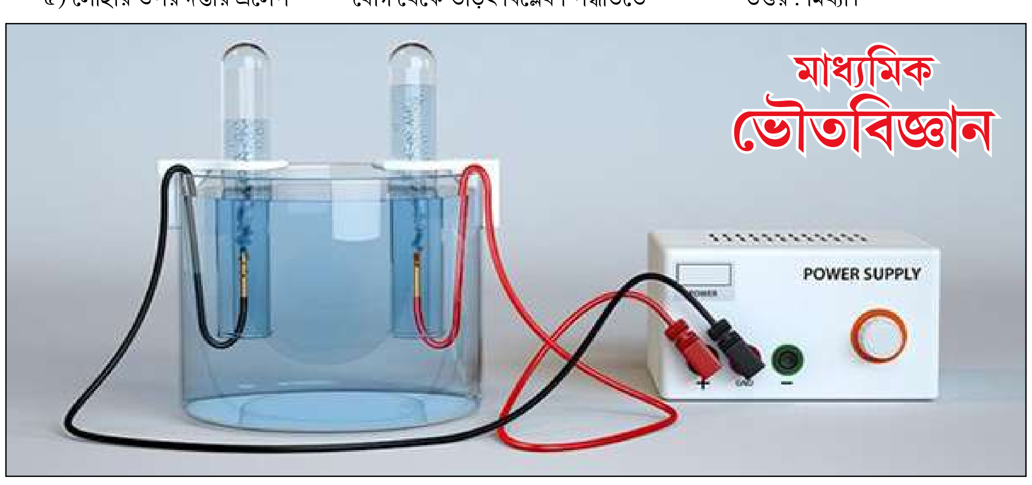

❑ নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (প্রশ্নমান ১)

ক) একটি ক্ষারীয় দ্রবণের নাম লেখো যা মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য।
উত্তর : অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড।

খ) ইলেক্ট্রোপ্লেটিং-এর জন্য ক্যাথোড হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়?
উত্তর : যার উপরে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হবে।

গ) তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত করা হয় এমন একটি ধাতুর নাম লেখো।
উত্তর : অ্যালুমিনিয়াম।

ঘ) তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?
উত্তর : তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে।

ঙ) অ্যানায়নগুলি কোন তড়িদ্দ্বারে ইলেক্ট্রন ত্যাগ করে?
উত্তর : অ্যানোড।

শেক্সপিয়রের নাট্যজগতে জীবনবোধের প্রতিফলন

অজন্তা বসাক, *শিক্ষক*
সেন্ট পলস স্কুল, জলপাইগুড়ি

একাদশ শ্রেণির ইংরেজি বিষয়ের প্রথম সিমেস্টারে সহায়ক পাঠ্যবই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে Rapid Reader, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে শেক্সপিয়রের তিনটি নাটক-Macbeth, Othello এবং As You Like It সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। এই নাটকগুলো পূর্ণাঙ্গ রচনার রূপে নয়, বরং সরলীকৃত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পাঠ্য করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে নাটকের মূল ভাব, চরিত্র, কাহিনী ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারে।

এই Rapid Reader অংশটি তোমাদের প্রথম সিমেস্টার পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোট ৪০ নম্বরের মধ্যে Rapid Reader থেকে থাকবে ১০টি Multiple Choice Questions (MCQ)।

কিন্তু শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, শেক্সপিয়রকে পড়ার গুরুত্ব এর চেয়ে অনেক গভীর। তিনি এমন একজন নাট্যকার যাঁর রচনার মাধ্যমে আমরা মানব জীবনের আলো-অন্ধকার, শক্তি-দুর্বলতা, প্রেম-ঘৃণা, ক্ষমা-প্রতিশোধের গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক চিত্র দেখতে পাই। শেক্সপিয়রের লেখা কেবল সাহিত্য নয়, তা মানব জীবনের আয়না।

Macbeth শুধু একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের গল্প নয়, বরং এক মানবিক দুর্বলতা ও আত্মধ্বংসের অন্তর্জগতে প্রবেশ। ট্র্যাজেডির মূল ধারণাটি এখানে স্পষ্ট-নায়ক বড় সাহসী, গুণবান; কিন্তু তার ভেতরের একটি মারাত্মক ত্রুটি (hamartia)-এক্ষেত্রে 'অবিবেচনাপ্রসূত উচ্চাকাঙ্ক্ষা'-তাকে ধ্বংস করে।

ম্যাকবেথ মূলত ভাগ্যবান হলেও ভবিষ্যদ্বাণী ও স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথের প্ররোচনায় সে নৈতিক বিচ্যুতির পথে এগিয়ে যায়। সে জানে সে যা করছে তা ভুল, তবুও করে। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বই ট্র্যাজেডিকে গভীরতা দেয়। এখানে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অপরাধবোধ, ক্ষমতার লোভ নাটককে বিশ্লেষণের উপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক স্তরে নিয়ে যায়।

Othello-ও একটি ট্র্যাজেডি, তবে এখানে ট্র্যাজেডির কেন্দ্রবিন্দু হল 'সন্দেহ ও ভুল বিশ্বাস'। ওথেলো, একজন বর্ণবৈচিত্র্যে ভিন্ন নায়ক, যিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসার কাছে সঁপে দেন। কিন্তু এখানে ইয়াগো নামক শেক্সপিয়রের শ্রেষ্ঠ খলনায়কের প্রভাবে, সে নিজেকে বিশ্বাস হারানো এক আত্মঘাতী চরিত্রে পরিণত করে। এই নাটকে কোনও অতিপ্রাকৃত উপাদান নেই, নেই ভবিষ্যদ্বাণীর মতো বাহ্যিক চালক;

শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি আমাদের শেখায় কীভাবে মানুষ নিজের দুর্বলতায় পরাজিত হয়, আর কমেডি শেখায় কীভাবে মানুষ ভুল করে আবার তা থেকে নবসূচনা করতে পারে। একদিকে যেমন ট্র্যাজেডি পাঠককে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে, অন্যদিকে কমেডি জীবনের হালকা রূপের মধ্যেও মানবিক সত্য প্রকাশ করে।

একাদশ শ্রেণি ইংরেজি

বরং ঈর্ষা, বর্ণবিদ্বেষ, মানসিক চাতুর্য ও প্রতারণা ট্র্যাজেডির ভিত্তি। ওথেলোর দোষ হল তার অতিরিক্ত সরলতা ও অপরের কথায় বিশ্বাস করা। শেক্সপিয়র এখানে দাম্পত্য সম্পর্কের ভঙ্গুরতা, প্রেমে অন্ধত্ব এবং সন্দেহের বিধ্বংসী শক্তিকে মর্মান্তিক বাস্তবতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

As You Like It একটি রোমান্টিক কৌতুকনাট্য হলেও এর গভীরে রয়েছে আত্মপরিবর্তন ও মুক্তির এক অন্তরধারা। শহরের কঠিন জীবন ছেড়ে চরিত্ররা বনাঞ্চলে আশ্রয় নেয়, যেখানে ছদ্মবেশ, ভুল পরিচয় ও প্রেমের নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের নতুনভাবে আবিষ্কার করে।

রোজালিন, নাটকের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র, শুধুই প্রেমিকা নন-তিনি বুদ্ধিদীপ্ত, সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী। ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি প্রেমিকের মন বুঝতে চেষ্টা করেন এবং একই সঙ্গে নিজের চিন্তা ও স্বাধীনতাও প্রকাশ করেন।

এই নাটকের হাস্যরস গড়ে ওঠে পরিচয় গুলিয়ে যাওয়া, অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি ও মানবিক দুর্বলতা নিয়ে, কিন্তু তার প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত এক ধরনের অভ্যন্তরীণ রূপান্তরে-যেখানে চরিত্ররা পুরোনো জট থেকে বেরিয়ে আসে, ভুল ভাঙে এবং নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলে। নাটকের শেষে সবাই মিলিত হয়, প্রেম পরিণয়ে পৌঁছায় এবং যারা বিভ্রান্ত ছিল তারা নিজের অবস্থানকে নতুন চোখে দেখে। এই মিলন ও উপলব্ধিই শেক্সপিয়রের কমেডিকে শুধু বিনোদনের নয়, জীবনবোধের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন করে তোলে।

শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি আমাদের শেখায় কীভাবে মানুষ নিজের দুর্বলতায় পরাজিত হয়, আর কমেডি শেখায় কীভাবে মানুষ ভুল করে আবার তা থেকে নবসূচনা করতে পারে। একদিকে যেমন ট্র্যাজেডি পাঠককে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে, অন্যদিকে কমেডি জীবনের হালকা রূপের মধ্যেও মানবিক সত্য প্রকাশ করে। এই দুই ধারার পারস্পরিক বিপরীত অবস্থানই শেক্সপিয়রের সাহিত্যিক কৃতিত্বকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

"Tragedy is the fall from greatness; comedy is the rise to harmony."

এই দুই নাট্যধারা আমাদের একসঙ্গে শেখায় কাঁদতে এবং হাসতে, ভাবতে এবং উপলব্ধি করতে-শেক্সপিয়রের নাট্যশিল্প তাই চিরন্তন।

উচ্চমাধ্যমিকে পদার্থবিদ্যায় প্রস্তুতির পরামর্শ

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

ইউনিট-২

এখানে দুটি অধ্যায় আছে - 'তড়িৎপ্রবাহ ও ওহমের সূত্র' এবং 'কার্শফের সূত্রাবলি ও তার প্রয়োগ'। প্রথম অধ্যায়টি থেকে ধাতব পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িদাধানের প্রবাহ, তাড়না বেগ, সচলতা, ওহমের সূত্র ও তার প্রয়োগ, রোধ ও রোধের সমবায় (শ্রেণি সমবায়, সমান্তরাল সমবায় ও মিশ্র সমবায়), রোধাঙ্ক ও পরিবাহিতাঙ্ক, তড়িৎ কোশের অভ্যন্তরীণ রোধ, তড়িৎচালক বল ও বিভবপ্রভেদ, তড়িৎ কোষের শ্রেণি সমবায়, সমান্তরাল সমবায় এবং মিশ্র সমবায় টপিকগুলোর কনসেপ্ট পুরো ক্লিয়ার করতে হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি থেকে কার্শফের সূত্রাবলি পড়তে হবে এবং কীভাবে কার্শফের প্রথম সূত্র (KCL) ও কার্শফের দ্বিতীয় সূত্র (KVL) প্রয়োগ করে তড়িৎবর্তনীতে বিভিন্ন শাখায় তড়িৎপ্রবাহ নির্ণয় করতে হয় তা শিখে নিতে হবে। এছাড়াও সিলেবাসের অন্তর্গত Device portion, যেমন- হুইটস্টোন ব্রিজ, পোটেনশিওমিটারের নীতি ও তার প্রয়োগ, মিটার ব্রিজ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে। এগুলিও ভালোভাবে বুঝে নিয়ে পড়ে নেবে।

ইউনিট-৩

এই ইউনিটের অন্তর্গত অধ্যায় দুটি হল 'গতিশীল আধান ও চৌম্বক ক্ষেত্র' এবং 'চৌম্বকত্ব ও চৌম্বক পদার্থ'। 'গতিশীল আধান ও চৌম্বক ক্ষেত্র' অধ্যায়টি থেকে চৌম্বক ক্ষেত্রের ধারণা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। এর সঙ্গে বায়ো-সাভার্ট সূত্র, অ্যাম্পিয়ারের বদ্ধপথের সূত্র, সূত্র দুটির প্রয়োগ কীভাবে করতে হয় তা ভালোভাবে রপ্ত করে নেবে। লরেঞ্জ বল, সাইক্লোট্রন কম্পাঙ্কের রাশিমালা পড়ে নেবে। সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে তড়িৎবাহী পরিবাহীর ওপর ক্রিয়াশীল বল, দুটি সমান্তরাল তড়িৎবাহী পরিবাহীর মধ্যে ক্রিয়াশীল বল, সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে তড়িৎবাহী প্রবাহ কুণ্ডলীর ওপর ক্রিয়াশীল টর্ক– এই টপিকগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে। এছাড়াও সিলেবাসের অন্তর্গত Device portion, যেমন- চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার, অ্যামমিটার ও ভোল্টমিটার এই অধ্যায়ে আছে। এই Device গুলো সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরির চেষ্টা করবে। 'চৌম্বকত্ব ও চৌম্বক পদার্থ' অধ্যায়টি থেকে চৌম্বক-দ্বিমেরু ও চৌম্বক-দ্বিমেরু ভ্রামক, ঘূর্ণায়মান একটি ইলেক্ট্রনের চৌম্বক-দ্বিমেরু ভ্রামক, চৌম্বক দ্বিমেরুর জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র, সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে চৌম্বক দ্বিমেরুর ওপর প্রযুক্ত টর্ক, চৌম্বক বলরেখা, পদার্থের চৌম্বক ধর্ম, হিস্টেরিসিস, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র, তড়িৎচুম্বক এবং তিরশ্চৌম্বক, পরাচৌম্বক ও অয়শ্চৌম্বক পদার্থের সমস্ত খুঁটিনাটি খুব ভালোভাবে পড়তে হবে।

ইউনিট-৪

এখানে 'তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ' ও 'পরিবর্তী প্রবাহ'– এই দুটো অধ্যায়ের কনসেপ্ট পুরো ক্লিয়ার থাকা চাই। এই দুটো অধ্যায়ের অন্তর্গত সমস্ত টপিক ও সাব-টপিকগুলো ভালোভাবে পড়ে নিলে এই ইউনিট থেকে ৮টি MCQ-ই করতে পারবে। 'তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ' অধ্যায় থেকে চৌম্বক প্রবাহ, ফ্যারাডের সূত্রাবলি, আবিষ্ট তড়িৎচালক বল ও প্রবাহমাত্রা, লেঞ্জের সূত্র, ঘূর্ণি প্রবাহ, স্বাবেশাঙ্ক ও পারস্পরিক আবেশাঙ্ক পড়তে হবে। 'পরিবর্তী প্রবাহ' থেকে পরিবর্তী প্রবাহের শীর্ষমান, গড় মান ও গড় বর্গের বর্গমূল মান, প্রতিঘাত ও প্রতিবাধা, শুধুমাত্র রোধযুক্ত বর্তনী, আবেশযুক্ত বর্তনী, ধারকযুক্ত বর্তনী, L-R বর্তনী, C-R বর্তনী, L-C-R শ্রেণি বর্তনী, অনুনাদ, L-C স্পন্দক, AC বর্তনীতে ক্ষমতা, ওয়াটবিহীন প্রবাহ, AC জেনারেটর ও ট্রান্সফর্মার– এগুলো পাঠ্যবই থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে।

ইউনিট-৫

এই ইউনিটে আছে 'তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ'। এখান থেকে সরণ প্রবাহ, তড়িৎচুম্বকত্বের মূল সমীকরণসমূহ, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য ও তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালি পড়তে হবে। এই পাঁচটি ইউনিটের অন্তর্গত সবগুলো টপিকের প্রয়োজনীয় গাণিতিক সূত্রসমূহ একটি খাতায় অধ্যায় ধরে ধরে লিখে রাখবে এবং মাঝে মাঝে সেগুলোতে চোখ বুলাবে। বিভিন্ন গাণিতিক ফর্মুলাগুলো কীভাবে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করতে হয় সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রপ্ত করে নিতে হবে। প্রতিটি ইউনিট শেষে বেশি বেশি করে MCQ-এর ওপর OMR শিটে মক টেস্ট দিতে হবে। পাঠ্যবই বেশি করে পড়বে। একটি পাঠ্যবই পড়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলে একাধিক পাঠ্যবই পড়তে পারো।

পরিশেষে বলব, WBCHSE কর্তৃক প্রদত্ত ফিজিক্সের নতুন পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষা পদ্ধতির দিকে লক্ষ রেখে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিলে WBJEE, JEE (Main), JEE (Advanced), NEET, AIPMT, AFMC, VIT, KIT, BIT, CUET সহ বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোর জন্যও তোমাদের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে যাবে। শুধুমাত্র মুখস্থ না করে যুক্তি দিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ফিজিক্সের MCQ-এর সঠিক উত্তর দেওয়ার আসল চাবিকাঠি। সিমেস্টার-৩-এ MCQ পরীক্ষার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেবে ও নিজের ওপর আস্থা রাখবে, দেখবে পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো ফল করবে।

আলিপুরদুয়ার বীণাপাণি শিশু নিকেতনের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী আদ্রিকা সরকার। ছোটবেলা থেকেই আঁকায় দারুণ দক্ষ এই খুদে শিল্পী। নাচের প্রতিও রয়েছে ভালোবাসা।

এক কাপ চায়ে... তেলেভাজা চাই

কবীর সুমন তাঁর গানে বলেছিলেন, 'শ্রাবণে শ্রাবণে আমি তোমাকে চাই'। কিন্তু কাকে চাই? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন বারবার। তাই একেকজন একেকরকম মানে বের করেছেন। ভোজনরসিক বাঙালির কাছে যেমন বৃষ্টিমুখর দিনে এই চাহিদার তালিকায় শীর্ষে থাকে তেলেভাজা আর এক কাপ গরম ধোঁয়া ওঠা দুধ চা। লিখলেন সায়ন দে।

আলিপুরদুয়ার, ২ জুলাই : ধরুন হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। রাস্তায় থাকলে আপনার মনে হবে ব্যাগে ছাতা কিংবা রেইনকোট রয়েছে কি না। এইসব না থাকলে খুঁজবেন কোথাও দাঁড়িয়ে এর থেকে রক্ষা পাওয়া যায় কি না আর কত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন। আর যদি আপনি বাড়ি থাকেন, শৌখিন এবং ভোজনরসিক হন তাহলে অবশ্য বিষয়টা বেশ অন্যরকম। প্রথমেই হয়তো আপনি চালিয়ে ফেলবেন 'এমনও দিনে তারে বলা যায়' তারপরই ভাববেন রাতে একটু জম্পেশ করে খিচুড়ি-পাঁপড়ভাজার ব্যবস্থা করা যায় নাকি। আর বিকেলে একটু ধোঁয়া ওঠা চা, সেইসঙ্গে একটু গরম গরম তেলেভাজা।

বর্ষা সবে গুটিগুটি পায়ে আসা শুরু করেছে। আর সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভিড় বাড়ছে আলিপুরদুয়ারের সমস্ত চপের দোকানে। যার মধ্যে রয়েছেন তন্ময় ঘোষের মতো তরুণরা। তিনি জানালেন, বৃষ্টি হলেই মন তেলেভাজার দিকে ছোটে। তা সেটা চপ হোক কিংবা শিঙাড়া, সঙ্গে গরম চা। শহরের নিউটাউন মহাকালধাম এলাকায় চপের দোকান রয়েছে দীপালি দাসের। তাঁর কথায়, 'আমি বিভিন্ন ধরনের চপ সহ পিঁয়াজি, পকোড়া বিক্রি করি সারাবছর ধরে। কিন্তু বৃষ্টির সময় ভেজ এবং চিকেন চপের চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে।'

যদি শহরের বাকি চপ ব্যবসায়ীরাও জানিয়েছেন, তাঁদের দোকানগুলিতে সবচেয়ে বেশি 'ডিমান্ডে' রয়েছে মোচার চপ। আর তারপরেই যথাক্রমে, চিকেন ও ভেজ চপ। আর দোকানভেদে সেগুলোর দাম ঘোরাফেরা করছে ১০-২০ টাকার মধ্যে। কিছু কিছু দোকানে ভেজ চপ এখনও ৫ টাকায় পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

পার্ক রোড এলাকায় তেলেভাজা বিক্রেতা রতন দাসের দোকান থেকে তেলেভাজা নিচ্ছিলেন প্রেরণা সাহা। তাঁর কথায়, 'যেদিন যেদিন আকাশে মেঘ করে থাকে আর ওয়েদার রিপোর্টে বৃষ্টির কথা বলে, সেদিন মনটা চপ চপ করে। আজ কোচিং সেরে ফেরার পথে ভাবলাম সন্ধের টিফিনটা বাড়ির সবার সঙ্গেই করব। তাই চপ নিয়ে যাচ্ছি।' অন্যদিকে, দোকান মালিক রতন দাস আবার ফিরে যান পুরোনো দিনে। তিনি জানান, ছাত্রজীবনে বৃষ্টি হলে তেলেভাজার প্রতি আলাদা করে প্রেমটা বেড়ে যেত। আর সেই ধারা আজও অক্ষত আছে।

তবে বর্তমানের স্বাস্থ্যসচেতন নতুন প্রজন্মের সবাই যে চপের দোকানে ভিড় করছে এমন নয়। যেমন অনির্বাণ পাল। তাঁর কথায়, 'তেলেভাজা খেতে দারুণ লাগত। কিন্তু জিমে ঢোকার পর থেকে ট্রেনারের স্ট্রিক্ট অর্ডার তৈলাক্ত জিনিস খাওয়া যাবে না। কিন্তু যখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিই তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মন চাইলেও স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব এগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি।'

শহরের চৌপথি থেকে শুরু করে ভাঙ্গাপুল, মহাকালধাম, পার্ক রোড ও ডিআরএম সহ সমস্ত জায়গাতে সমানভাবেই মানুষজন চপ কিনতে ভিড় করছেন। সেখানে গেলে দেখা যায় ভাগে ভাগে কোথাও সাজানো মোচার চপ, কোথাও ডিমের, কোথাও চিংড়ির। তো কোথাও আবার ভেজ কিংবা চিকেনের চপ। কোনও কোনও দোকানদার আবার সেগুলোর সঙ্গে বিক্রি করছেন পকোড়াও। কেউ কেউ আবার শিঙাড়াও। এছাড়া চাউমিন, মোমো তো রয়েছেই। কিন্তু বৃষ্টি হলে 'ট্রেন্ডিং' আইটেম এখনও সেই মুড়ি, চানাচুর ও চায়ের সঙ্গে তেলেভাজাই।

হিট আইটেম

- বৃষ্টির দিনে সবথেকে বেশি চাহিদা মোচার চপের
- তারপরেই তালিকায় রয়েছে ভেজ চপ ও চিকেন চপ
- দোকানভেদে সেসবের দাম ঘোরাফেরা করে ১০-১২ টাকার মধ্যে
- কোনও কোনও দোকানে এখনও ভেজ চপ মেলে ৫ টাকাতেও

কোথায় দোকান

চৌপথি থেকে শুরু করে ভাঙ্গাপুল, মহাকালধাম, পার্ক রোড ও ডিআরএম চৌপথি-এসব জায়গার চপের দোকান সুপরিচিত।

বিকেল থেকেই আলিপুরদুয়ার শহরের এই দোকানগুলিতে ভিড় জমে।

এই গাড়ির মাধ্যমেই রাস্তা পরিষ্কার করা হবে ফালাকাটায়। বুধবার। - সংবাদচিত্র

ফালাকাটায় বুধবার পরীক্ষামূলক সাফাই

রাস্তা পরিষ্কারে ৪৭ লাখি গাড়ি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২ জুলাই : ফালাকাটা শহরের রাস্তাজুড়েই আবর্জনা পড়ে থাকে। বছর দেড়েক ধরে ঠিকমতো শহর পরিষ্কার না হওয়ায় নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছিল। কিন্তু এবার শহরবাসীকে উন্নত পরিষেবা দিতে একটি অটোম্যাটিক রোড সুইপিং, ক্লিনিং ও ওয়াটার স্প্রেয়িং গাড়ি কিনল পুরসভা। এই গাড়ির মাধ্যমেই এবার রাস্তা পরিষ্কার, রাস্তায় জল দেওয়া সহ একাধিক পরিষেবা মিলবে। বুধবার থেকেই পরীক্ষামূলকভাবে কাজও শুরু হয়ে যায়। জানা গিয়েছে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার পুরসভাগুলির মধ্যে ফালাকাটাই প্রথম এমন গাড়ি কিনল।

আধুনিক প্রযুক্তির এই গাড়িটির সামনেই রয়েছে 'রোটেটিং ঝাড়ু।' শহরের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সমস্ত ধুলো, বালি এমনকি সামান্য আবর্জনাও ঝেড়ে ফেলবে গাড়িটি। গাড়িটির মাঝবরাবর রয়েছে জল ছড়িয়ে দেওয়ার একটি যন্ত্র। তার সঙ্গেই সংযুক্ত মুভেবল সিন্থেটিক কাপড়। জল দেওয়ার পর সেই কাপড় দিয়ে মুছতে মুছতেও যাবে, যাতে সামান্য নোংরাটুকুও না থাকে রাস্তায়। এখানেই শেষ নয়। গাড়ির শেষ প্রান্তে লাগানো রয়েছে ভ্যাকিউম সাকশন পাইপ। কোথাও মাত্রাতিরিক্ত আবর্জনা নজরে পড়লে পুরসভার কর্মী সেই বড় মাপের পাইপ ব্যবহার করে রাস্তা থেকে আবর্জনা টেনে গাড়ির ভেতর ভরে নেবেন। আবর্জনার সঙ্গে সরাসরি কোনও সংস্পর্শই থাকবে না কর্মীদের। বুধবার পরীক্ষামূলকভাবে এই কাজ শুরু হয়েছে। এখন অবশ্য মাঝেমধ্যে এই গাড়ি দিয়ে শহরের মূল কয়েকটি রাস্তা পরিষ্কার করা হবে। পুরসভার দাবি, এসডব্লিউএম প্রকল্প চালু হলে রোজ নিয়ম করে গাড়ি দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হবে।

কীভাবে কাজ

- ৪৭ লক্ষের অটোম্যাটিক এই গাড়ির সামনেই রয়েছে 'রোটেটিং ঝাড়ু'
- গাড়িটির মাঝবরাবর রয়েছে জল ছড়িয়ে দেওয়ার একটি যন্ত্র
- তার সঙ্গেই সংযুক্ত মুভেবল সিন্থেটিক কাপড়
- গাড়ির শেষ প্রান্তে লাগানো রয়ে ভ্যাকিউম সাকশন পাইপ

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি অটোম্যাটিক গাড়ি কেনা হয়েছে। এই গাড়ির মাধ্যমে রাস্তায় ঝাড়ু দেওয়া, ধুয়ে ফেলা, পরিষ্কার করা সবই হবে অটোম্যাটিক।'

পুরসভার টাইড ফান্ড থেকে এই গাড়ি কেনা হয়েছে। মূলত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজে সহযোগিতা করবে গাড়িটি। এসডব্লিউএম প্রকল্পের কাজ এখনও শেষ হয়নি। টার্গেট নেওয়া হয়েছে, ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই এই প্রকল্প চালু করার। তার আগে অবশ্য নানা যন্ত্র, গাড়ি কিনছে পুরসভা।

পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায় বলেন, 'আমাদের পুরসভার বয়স মাত্র তিন বছর। এর মধ্যেই শহরের উন্নয়নে বেশকিছু পদক্ষেপ করেছি। ২ বছরের মধ্যে ফালাকাটা শহরের চেহারা একেবারে বদলে যাবে।'

শহরের এক তরুণ আফতাব হোসেনের কথায়, 'নাগরিক পরিষেবার জন্য পুরসভার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে রাস্তা পরিষ্কারের পাশাপাশি নালাগুলির অবস্থাও পুরসভাকে দেখতে হবে।'

পুরসভা সূত্রে খবর, এসডব্লিউএম প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্যের কাছ থেকে গাড়ি, ট্র্যাক্টর, একটি হাইড্রা ক্রেন, একটি আর্থমুভার এবং একটি ১২ হাজার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার স্প্রিংকলার গাড়ি পেয়েছে পুরসভা। কিছুদিন আগে আবার ৫ থেকে ৬টা বর্জ্য তোলার গাড়িও পাঠায় রাজ্য। বুধবার চলে এল রাস্তা পরিষ্কার করার অটোম্যাটিক গাড়িটি।

ছয় দফা দাবি

আলিপুরদুয়ার, ২ জুলাই : রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ রক্ষার দাবিতে বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলা স্কুল পরিদর্শকের দপ্তরে স্মারকলিপি পেশ করল অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটি।

সংগঠনের অভিযোগ, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ও রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩-এর ফলে রাজ্যে ৮২০৭টিরও বেশি স্কুল বন্ধের মুখে। পাশাপাশি চলছে শিক্ষকের ঘাটতি, দুর্নীতি, পরিকাঠামোর অভাব ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে চাপিয়ে দেওয়া সিমেস্টার পদ্ধতির মতো একাধিক সমস্যা। জেলা সম্পাদক সমরেশ ভুঁইমালি জানান, সংগঠনের তরফে ৬ দফা দাবি পেশ করা হয়েছে। দাবিগুলি অবিলম্বে না মানা হলে আগামীদিনে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠন। একইসঙ্গে, সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে পড়ুয়া ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলা হয় বিক্ষোভকারীদের তরফে।

চোখ পরীক্ষা

জয়গাঁ, ২ জুলাই : জয়গাঁয় পালিত হল 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি। পাশাপাশি পুলিশের তরফে চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন মঙ্গলাবাড়ির সামনে থেকে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি পালনের জন্য একটি র‌্যালি বের করা হয়। র‌্যালিটি জয়গাঁর একটি ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে আলোচনা সভায় পথ সুরক্ষার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এদিন র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করেছিল স্কুল পড়ুয়ারা। ছিলেন জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া, এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ সহ পুলিশকর্মীরা।

দুর্ঘটনা

জয়গাঁ, ২ জুলাই : জয়গাঁর গোপীমোহন ময়দানের সামনে পথ দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনায় যদিও কোনও হতাহতের খবর নেই। জানা গিয়েছে, ভুটান নম্বরের একটি ট্রাকের সঙ্গে একটি ছোট গাড়ির ধাক্কা লেগে যায়। ট্রাকটি ছোট গাড়িটিকে পাশ কাটাতে গিয়ে ধাক্কা দেয়। গাড়িটি রাস্তা থেকে নেমে যায়। এলাকাবাসীরা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করলে, চালক ট্রাক ছেড়ে পালিয়ে যান। এরপর জয়গাঁ থানার পুলিশ এসে দুটি গাড়ি সরিয়ে দেয়।

স্থানীয় কলেজে ভর্তিতে উৎসাহ কম

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২ জুলাই : কলেজগুলিতে প্রথম সিমেস্টারে ভর্তির আবেদন হতাশাজনক, এমনটাই মনে করছে বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ। উচ্চমাধ্যমিকের ফল ঘোষণার প্রায় এক মাস পর থেকে কেন্দ্রীয় পোর্টালে ভর্তির আবেদন শুরু হয়। প্রথম সিমেস্টারে ভর্তির আবেদনের জন্য প্রথম ধাপে ১৮ জুন থেকে ১ জুলাই সময় ছিল। তবে এখন সেই সময়সীমা বাড়িয়ে ১৫ জুলাই করা হয়েছে। তার পরেই মেরিটলিস্ট প্রকাশিত হবে। কলেজগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া দেরি হওয়ায় একাধিক পড়ুয়া ভিনরাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তি হচ্ছেন বলে মনে করছেন অনেকে।

আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজে প্রায় ৯৫৫টি আসন। তবে ইতিমধ্যেই ১৬৭৫টি আবেদন জমা পরেছে। একজন পড়ুয়া একাধিক কলেজে আবেদন করে থাকেন। প্রথম ধাপে ভর্তির টার্গেট পূরণ হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ। তবে ভর্তি প্রক্রিয়া অনেকটা লম্বা হওয়ার ফলে পঠনপাঠনে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকছে।

আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল অমিতাভ রায়ের কথায়, 'প্রথম ধাপে যে আবেদন জমা পরেছে তা ঠিকঠাক রয়েছে। তবে ভর্তি প্রক্রিয়া শীঘ্রই শেষ করা উচিত। নাহলে পড়ুয়াদের একাংশ বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলেজে প্রথম সিমেস্টারে দু'হাজার আসন রয়েছে। তবে সেখানে তিন হাজার আবেদন জমা পড়েছে। গত বছর সংখ্যাটা আরও বেশি ছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে আবেদনের দিনসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে ভর্তির আবেদন কিছুটা হলেও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। বিবেকানন্দ কলেজের প্রিন্সিপাল সৃজিত দাসের বক্তব্য, 'মোটামুটি আবেদন জমা পড়েছে। বিশেষ করে একজন পড়ুয়া একাধিক কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করে থাকেন। সে হিসেবে আরও ভর্তির আবেদন জমা পড়ার কথা।'

শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজে রয়েছে ৩,১৭৫টি আসন। তবে প্রথম সিমেস্টারে ভর্তির জন্য প্রথম ধাপে প্রায় দু'হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ শ্যামলচন্দ্র সরকার বলেন, 'সময়সীমা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরও আবেদন জমা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

বিশেষ করে ভর্তি প্রক্রিয়া দেরি হলে প্রথম সিমেস্টারে ক্লাস শুরু হতে দেরি হবে। যার ফলে প্রথম সিমেস্টারে ক্লাসের সংখ্যা কমবে। তাতে প্রথম সিমেস্টারের ফলাফলে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছেন অনেকে।

ধীরগতিতে প্রক্রিয়া

- উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার একমাস পর ভর্তির আবেদন শুরু হয়
- প্রথম সিমেস্টারে ভর্তির আবেদনের জন্য প্রথম ধাপে ১৮ জুন থেকে ১ জুলাই সময় ছিল
- এখন সেই সময়সীমা বাড়িয়ে ১৫ জুলাই করা হয়েছে

ভুটানি মদ সহ গ্রেপ্তার ১

জয়গাঁ, ২ জুলাই : মদ পাচারের আগেই এসএসবি জওয়ানদের হাতে ধরা পড়লেন পাচারকারী। বাজেয়াপ্ত ভুটানি মদ। ভুটানি মদ সহ পাচারকারীকে আবগারি দপ্তরের কর্মীদের হাতে তুলে দিয়েছেন জওয়ানরা। আবগারি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেলে জামায়াং দোরজি নামে ভুটানের এক নাগরিক মদ পাচারের উদ্দেশ্যে জয়গাঁয় ঢোকেন প্রথম ভুটানগেট দিয়ে। আগে থেকেই সতর্ক ছিলেন জওয়ানরা।

এরপর ওই ব্যক্তির গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। গাড়ির সিট এবং বিভিন্ন স্থান থেকে ১৪৪ বোতল মদ পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য প্রায় ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬০০ টাকা। এরপর সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে জয়গাঁ আবগারি দপ্তর। পাশাপাশি গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য ৮ লক্ষ টাকা।

বুধবার অভিযুক্তকে তোলা হয় আদালতে। তাঁকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। এই আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত বলে জানা যায়।

আলিপুরদুয়ার আবগারি বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন সেওয়াং বলেন, 'ভুটানগেটের ওপর আমাদের নজর থাকছে। ভুটানি মদ বিক্রির বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে।

বৃষ্টিভেজা দিনে ...

ঝমঝমিয়ে।। বুধবার ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

সাংসদদের কনভেনশনের প্রস্তাব

আলিপুরদুয়ার, ২ জুলাই : আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ড ধ্বংসের প্রতিবাদে ২৯ জুন নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত নাগরিক কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ পাঠানো হয়েছে জেলার সমস্ত বিধায়ক, সাংসদদের কাছে।

বুধবার 'পিপল ফর প্যারেড গ্রাউন্ড'-এর সদস্য প্রসেনজিৎ রায় বলেন, '২৯ জুনের কনভেনশনে সর্বসম্মতিক্রমে যেসব দাবিদাওয়া গ্রহণ করা হয়েছে, বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে মাঠ পুনরুদ্ধার, দোষীদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়, এবং মাঠকে কংক্রিটমুক্ত রাখা—তা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য আমরা বিধায়ক ও সাংসদদের কাছে আবেদন জানিয়েছি। এখন তাঁদের দায়িত্ব এবিষয়ে আওয়াজ তোলা।'

পুলিশকে স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ২ জুলাই : শ্রীনাথপুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির ডাকে হওয়া কৃষক অবরোধে অংশ না নিয়েও এপিডিআর-এর তিন সদস্যের নামে ভুয়ো মামলা দায়েরের অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দিল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি।

এই বিষয়ে সংগঠনের সম্পাদক অর্ঘ্য মিত্র বলেন, '২৩ জুন আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিতই ছিলাম না। অথচ আমাদের নামে যে মামলা করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কৃষকদের ন্যায্য দাবির পাশে দাঁড়ানো অপরাধ নয়।'

সংগঠনের দাবি, শ্রীনাথপুর এলাকার প্রায় ২০০ দরিদ্র কৃষক পরিবার দীর্ঘদিন ধরে চাষ করে আসা জমির পাট্টার দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছেন। প্রশাসনকে সেই দাবি মেনে অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ করতে হবে।

জুতোও সুরক্ষিত নয় জেলা হাসপাতালে

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২ জুলাই : সকাল ১১টা। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের বাইরে ভিড় জমেছে। মনে করুন, আপনার নিকট আত্মীয়ের সদ্যোজাত সন্তানকে দেখতে এসেছেন। ইমার্জেন্সি বিভাগের পাশ দিয়ে সোজা চলে গিয়ে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের নতুন বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দেখলেন, দরজার বাইরে বড় করে লেখা, 'ভেতরে ঢোকার আগে জুতো খুলুন।' আপনি ভাবলেন, নিয়ম তো মানতেই হবে। সাধের জুতোজোড়া খুলে রেখে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু যখন বেরিয়ে এলেন, দেখলেন সেই জুতোজোড়া আর নেই। প্রথমে ভাবলেন, হয়তো অন্যদিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আশপাশে তাকালেন, কিন্তু না। একটু দূরে বসে থাকা এক গার্ডকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদা, আমার জুতোটা দেখেছেন?' গার্ডের ঠান্ডা জবাব এল, 'এখানে প্রতিদিনই জুতো চুরি হয়। ভালো জুতো পরে আসবেন, আর ফিরে যাবেন খালি পায়ে।'

তাহলে আপনি এখন কী করবেন? খালি পায়ে ফিরবেন, না অন্য কারও জুতো চুরি করে চলে যাবেন?

প্রসূতি বিভাগের সামনে জুতোর স্তূপ। বুধবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

প্রতিদিন এমনই অসহায় পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন অসংখ্য রোগীর আত্মীয়স্বজন। এখানে এসে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেকেরই। কেউ খালি পায়ে ফিরে যাচ্ছেন, কেউ অন্যের জুতো পরে চলে যাচ্ছেন। শালকুমারহাটের মিনতি রায় এমন ভোগান্তির সাক্ষী। বললেন, মেয়েকে ভর্তি করাতে এসেছিলাম। তাকে বেডে রেখে বাইরে বেরিয়ে দেখি, আমার জুতো নেই। আশপাশে অনেক খুঁজেও পাইনি। শেষে বাধ্য হয়ে নতুন একজোড়া কম দামের জুতো কিনে নিয়েছি। বাড়ি তো ফিরতে হবে।'

জেলা হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে দেখা গেল রোগীর আত্মীয়রা নিজের নিজের জুতো নিয়ে চিন্তিত। দুজন নিরাপত্তারক্ষী জানালেন, এখানে রোজই জুতো হারানোর ঘটনা ঘটছে। অনেকেই নিজের ভালো জুতো হারিয়ে অন্যের খারাপ জুতো নিয়ে চলে যাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার বাধ্য হয়ে খালি পায়েই ফিরছেন। পুরুষদের ক্ষেত্রেও ঘটছে এমন ঘটনা। যদিও সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কেউ কেউ আবার এই পরিস্থিতি সামাল দিতে একজনকে জুতো পাহারা দিতে রেখে ভেতরে ঢুকছেন।

প্রসূতি বিভাগের এই নতুন ভবনটি তৈরি হয়েছে মাত্র তিন বছর আগে। এখানে রয়েছে গাইনি অপারেশন থিয়েটার, মেটারনিটি ওয়ার্ড, স্পেশাল নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট এবং হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট। প্রতিদিন কয়েকশো মানুষ এখানে আসেন। তবে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগের বাইরে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। ফলে কে চুরি করছে বা কীভাবে জুতো চুরি হচ্ছে, তা বোঝা কঠিন।

জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল এবিষয়ে বলেন, 'এসব কথা শুনেছি। তবে এই জুতো চুরি আটকানোর জন্য খুব একটা কিছু করার নেই।'

এমন পরিস্থিতিতে রোগীর স্বজনদেরই বাড়তি সচেতন হতে হচ্ছে। কেউ কেউ কমদামি জুতো পরে আসার পরামর্শ দিচ্ছেন। আবার কেউ বলছেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উচিত দ্রুত সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো।

হুটোপাটি কিশোরদের।। *জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।*

অবশেষে দিল্লিতে মুক্ত সাতজন

রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দেখার পর রেহাই দিনহাটাবাসীর

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২ জুলাই : অবশেষে স্বস্তি। ঠিক ছয়দিনের মাথায় বলরামপুর রোডের সাবেক ছিটমহলের একজন মহিলা ও তিনজন শিশু সহ মোট সাতজনকে ছেড়ে দিল দিল্লি পুলিশ।

বাংলা বলায় বাংলাদেশি তকমা দিয়ে তাঁদের আটকে রাখা হয়েছিল। রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দেখার পর পুলিশ বিষয়টি বুঝতে পারলে মঙ্গলবার রাতে তাঁদের ছাড়া হয়। এখন অপেক্ষা শুধু ঘরে ফেরার।

ছাড়া পাওয়ার পর দিল্লি থেকে ফোনে সামসুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা যেসব কাগজ দিয়েছিলাম সেগুলি দেখে বুঝতে দিল্লি পুলিশের সমস্যা হয়েছিল। এর জন্যই এতটা সময় লাগল। এরপর রেসিডেন্সিয়াল কাগজ দেখে তারা বিষয়টি বুঝতে পারে। মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে আমাদের সঙ্গে দিল্লি পুলিশ কোনও খারাপ আচরণ করেনি। টিকিট পেলেই বাড়ি ফিরব।'

এ ব্যাপারে দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, 'মুক্তি পাওয়ার খবর পেয়ে দিনহাটায় তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁরা নিজেরাই টিকিট কেটে ফিরছেন বলে শুনেছি। তাঁদের কোনওরকম সহযোগিতা দরকার হলে আমরা পাশে আছি।'

সামসুল হকদের অপেক্ষায় দিনহাটায় সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা।

গত ২৫ জুন দিল্লির শালিমার বাগ থানার পুলিশ প্রথমে সাবেক ছিটমহলের তিনজন পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করে। পরবর্তীতে তাঁদের কাগজ দেখাতে দিনহাটা থেকে পরিবারের কয়েকজন দিল্লি গেলে তাঁদেরও আটক করা হয়।

এরপর পরিবারের বাকি সদস্যরা বৈধ কাগজ নিয়ে কখনও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর দ্বারস্থ হন তো আবার কখনও দিনহাটা থানায় যান। এরপর দিনহাটা থানার তরফে শুরু হয় যোগাযোগ। এর মাঝেই সাবেক ছিটের বাসিন্দারা দিনহাটা মহকুমা শাসকের কাছে একটি দাবিপত্রও পেশ করেন। যেখানে তাঁরা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনার দাবি জানান। এরপর মঙ্গলবার রাতেই দিনহাটায় খবর আসে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

উদয়ন বলেন, 'তাঁদের অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছিল। তাঁরা জন্মসূত্রেই ভারতীয়। দেশের যে কোনও প্রান্তে যাওয়ার অধিকার আছে। আসলে কেন্দ্র সরকার ও বিজেপি একটি বাঙালি বিরোধী হাওয়া তৈরি করছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাঙালিদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এগুলি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া জরুরি।'

যদিও এটা একেবারে প্রশাসনিক স্তরের ব্যাপার বলেই জানিয়েছেন বিজেপির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু। তাই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি না করারই নিদান দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, প্রিয়জনেরা অবশেষে ছাড়া পাওয়ায় খুশির হাওয়া এখন সাবেক ছিটমহলে।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ ফারুক মিয়াঁর কথায়, 'খুব ভালো লাগছে অবশেষে ছয়দিনের মাথায় তাঁরা ছাড়া পেল। তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে টিকিট পেলেই রওনা হবেন। পরবর্তীতে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে সেবিষয়টিও প্রশাসনের দেখা উচিত। কেননা পেট চালাতে বাইরে কাজ করতে যেতেই হয়, সেখানে গিয়ে বারবার এভাবে সমস্যায় পড়লে আমরা কী করে খাব? সেটাও প্রশাসনকে বুঝতে হবে।' একই কথা বলেন আরেক বাসিন্দা হাফিজুল মিয়াঁ।

সরুগাঁওয়ে ভোট বয়কটের ডাক

জটেশ্বর, ২ জুলাই : ভোটের আগে বছর বছর প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়। তবে ভোট মিটলে হাল ফেরে না। সমস্যা মেটাতে বুধবার বিকেলে সরুগাঁওয়ের নেপালিবস্তির বাসিন্দারা শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্ব এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের উপস্থিতিতে বৈঠক করলেন। সরুগাঁও জন উদ্যোগ নামে নেপালি জনজাতি কমিটি এই বৈঠকের আয়োজন করে। বকেয়া দাবি সহ নেপালি জনজাতির মানুষের গত ১০ বছরের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ তুলে ধরা হয়। নদীভাঙনে পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছেন স্থানীয়রা। তাঁদের সমস্যা না মিটলে আগামী নির্বাচন বয়কটের দাবি ওঠে বৈঠকে।

সংঘের চাপে বঙ্গে পদ্ম সভাপতি শমীক

প্রথম পাতার পর

নাম চূড়ান্ত করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি দলের রাজ্য শাখার মুখপাত্রের দায়িত্ব সামলেছেন। সংঘ-ঘনিষ্ঠ শমীক এখন রাজ্যসভার সাংসদ।

রাজ্য সভাপতির দৌড়ে অবশ্য রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের নাম শোনা গিয়েছিল। সুকান্তকেও রেখে দেওয়া হতে পারে আলোচনা ছিল গেরুয়া শিবিরে। কিন্তু শেষপর্যন্ত যে শমীকের শিকে ছিঁড়ল, তার পিছনে সংঘের ভূমিকাই প্রধান। কেননা, এবার বাংলায় রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে দলের রাশ হাতে রাখতে মরিয়া ছিল আরএসএস। বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সংঘ সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, তাদের পছন্দই চূড়ান্ত বলে মানতে হবে।

আরএসএস-এর এই একরোখা মনোভাবের জন্যই যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জগৎপ্রকাশ নাড্ডার উত্তরসূরি বাছতে দেরি হচ্ছে, তেমনই রাজ্যেও অনেক গড়িমসি চলল। ২৬-এর বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকাবিলায় মহিলা মুখ হিসাবে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের নাম নিয়েও চর্চা হয়েছিল। খবর ছড়ায় যে, অগ্নিমিত্রাকে রাজ্য সভাপতি পদে দেখতে চান শুভেন্দু। সেই প্রস্তাবে সরাসরি না বলে দেয় সংঘ।

সংঘের পছন্দের তালিকায় দিলীপ ঘোষ থাকলেও তিনি দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের দিন গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর তাঁর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বদল হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুভেন্দুর সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্যে সংঘাতে জড়িয়ে পড়াকেও ভালোভাবে নেয়নি সংঘ ও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেই পরিস্থিতিতে দলের বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও শমীকের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে।

সভাপতি হওয়ার পর যাতে গোষ্ঠীতন্ত্রে বিব্রত হতে না হয়, সেজন্য প্রথম দিনই যথেষ্ট সাবধানী ছিলেন শমীক। তিনি বলেন, 'বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে হলেন, তার ওপর রাজ্য রাজনীতি নির্ভর করে না। রাজ্যের মানুষ এই সরকার বদলের জন্য মুখিয়ে রয়েছে।' বুধবারই দিল্লি থেকে কলকাতা ফেরেন শমীক। দমদম বিমানবন্দরে নেমে বাড়ি ফেরার পথে ফোন পান সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য শমীককে নির্দেশ দেন তিনি। এরপর বাকি পর্ব ছিল নেহাতই নিয়মরক্ষার।

বিজেপির প্রথম রাজ্য সভাপতি হরিপদ ভারতীর হাত ধরে রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল শমীকের। দিলীপ কার্যত ব্রাত্য হওয়ার পর শমীকের সভাপতি হওয়ার খবরে উজ্জীবিত আদি বিজেপি। তাদের উদ্দেশে প্রথমেই শমীকের বার্তা, নতুন-পুরোনো সকলকে নিয়েই চলবে বিজেপি। তাঁর কথায়, 'আটের দশকে যাঁরা জামানত বাজেয়াপ্ত হবে নিশ্চিত জেনেও নিজের গচ্ছিত টাকা ভেঙে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তাঁদের মনে না রাখলে বিজেপি কোনওদিন সফল হতে পারবে না।'

দু'দিন ধরে বন্ধ দোকানপাট

উদয়নের মেলায় জুয়া

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২ জুলাই : খোদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর 'পৃষ্ঠপোষকতায়' রথের মেলা বসেছিল দিনহাটার সংহতি ময়দানে। সেই মেলাতেই রমরমিয়ে চলছিল জুয়ার আসর। অভিযোগ পেতেই হানা দেয় দিনহাটা থানার পুলিশ। একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। আর তারপর থেকে গত দিনদুয়েক ধরে সেই মেলা বন্ধ। এদিকে, তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা পড়েছেন ভারী বিপাকে। কী করে সেই মেলার সঙ্গে উদয়নের সংস্রবের বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া যায়, সেজন্য জোরকদমে চেষ্টা চলছে। উদয়ন নিজে এনিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর জবাব, 'আমি জানি না। মেলা কমিটি বলতে পারবে কেন মেলা বন্ধ রয়েছে।'

গত চার-পাঁচ বছর ধরে দিনহাটার সংহতি ময়দানেই বসছে স্থানীয় রথের মেলাটি। মেলার আয়োজক সংস্থা হল দিনহাটা মদনমোহনবাড়ি রথযাত্রা কমিটি। গত ২৭ জুন, রথযাত্রার দিন থেকে এই মেলা শুরু হয়েছে। উলটোরথের সময়সীমা পেরিয়ে ১৫ দিন ধরে এই মেলা চলার কথা। অথচ গত দু'দিন ধরে মেলা বন্ধ। কেন? পুলিশ সূত্রের খবর, মেলায় রমরমিয়ে জুয়াখেলা চলছিল। সেই জুয়ার আসরকে কেন্দ্র করেই দু'দিন আগে রাতে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। তারপরই পুলিশ এসে মেলা বন্ধ করে দিয়েছে। আবার কবে শুরু হবে, বা আদৌ শুরু হবে কি না, সেব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারছে না।

এদিকে, মূলত তৃণমূলের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মেলা চলছিল। মেলার বাইরের গেট এবং ভেতরের গেটে উদয়ন গুহর ছবিওয়ালা ব্যানার লাগানো ছিল। জুয়ার আসরের বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর খানিকটা অস্বস্তিতে পড়েই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা উদয়নের পোস্টার এবং ব্যানার সরিয়ে ফেলেন। যদিও তৃণমূলের শহর কমিটি বা ব্লকের নেতৃত্ব এবিষয়ে মন্তব্য করতে নারাজ।

রথযাত্রা কমিটির পাশাপাশি সেই মেলার আয়োজনের পেছনে রয়েছে মদনমোহনবাড়ি পুজো কমিটিও। দিনহাটা মদনমোহনবাড়ি দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি উদয়ন গুহ, কমিটির সম্পাদক তৃণমূলের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয়শ্রী সরকার এবং সহ সম্পাদক কাউন্সিলারের ভাই মৃণালকান্তি সরকার। জুয়ার প্রসঙ্গ এড়িয়ে মৃণালকান্তির বক্তব্য, 'অনুমোদন নিয়ে কিছু গণ্ডগোলের জন্য মেলা বন্ধ রয়েছে। তবে দু'দিনের মধ্যে সেটা আবার চালু হয়ে যাবে।'

এদিকে দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক জানিয়েছেন, জুয়ার আসরের গণ্ডগোলের জন্যই একজন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জয়দীপ বলেন, 'দু'দিন আগে মেলা থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।'

যা ঘটেছে

- গত চার-পাঁচ বছর ধরে দিনহাটার সংহতি ময়দানে বসছে স্থানীয় রথের মেলা
- গত ২৭ জুন, রথযাত্রার দিন থেকে এই মেলা শুরু হয়েছে
- অভিযোগ, মেলায় রমরমিয়ে জুয়াখেলা চলছিল
- সেই জুয়ার আসরকে কেন্দ্র করে দু'দিন আগে রাতে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়
- পুলিশ গিয়ে একজন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে

বন্ধ রথের মেলা। থমথমে সংহতি ময়দান।

বিজেপির বুথ সশক্তিকরণ

কামাখ্যাগুড়ি ও সোনাপুর, ২ জুলাই : বুধবার কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১০/১৫৩ নম্বর বুথে বিজেপির বুথ সশক্তিকরণ কর্মসূচি হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো, বিজেপির কুমারগ্রাম তিন নম্বর মণ্ডলের সভাপতির সঞ্জিত রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবেশ বর্মন প্রমুখ।

মাফিয়াদের নয়া টার্গেট

প্রথম পাতার পর

এমন সুযোগেই ভুটনিরঘাট, এসএসবি ক্যাম্পের মোড় সহ আশপাশের কারও কারও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির মাটি লুট হচ্ছে। তবে পাচারকারীদের ভয়ে এতদিন প্রকাশ্যে কেউ অভিযোগ জানাতে সাহস পাননি। এবারই প্রথম এক ব্যক্তি অভিযোগ জানালেন।

প্রশাসন সূত্রের খবর, ফালাকাটা ব্লকের কোনও নদীতেই বালি-পাথরের রয়্যালটি নেই। তা সত্ত্বেও মাঝেমধ্যে বিভিন্ন নদী থেকে বালি-পাথর পাচারের অভিযোগ ওঠে। ক'দিন আগেও কুঞ্জনগরের বুড়িতোর্ষা, বালুরঘাটের চরতোর্ষা, খগেনহাটের কলি নদীর বালি-পাথর পাচারের রমরমা কারবার ছিল। তবে সম্প্রতি বালি-পাথর পাচার রুখতে ভূমি দপ্তর ও পুলিশ যৌথভাবে একাধিক অভিযান চালায়। একের পর এক ট্র্যাক্টর আটকও করা হয়। গত রবিবার কুঞ্জনগর এলাকায় বালি-পাথর তোলার কাজে যুক্ত থাকায় একটি আর্থমুভারকে আটক করে পুলিশ। একই দিনে বংশীধরপুর এলাকা থেকে বালি পাচারের অভিযোগে একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশকে বাধা দেয় স্থানীয় পাচারকারীদের একাংশ। যদিও সেই বাধা অতিক্রম করে ট্র্যাক্টর-ট্রলি থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। এভাবে এইসব নদীতে বালি-পাথর পাচার কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তাই পাচারকারীদের এখন নজর পড়েছে মুজনাই নদীর চর এলাকা ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি।

সিসিটিভিতে নজরদারি বৃদ্ধি

কসবা কাণ্ডের পর কলেজগুলিতে তৎপরতা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ জুলাই : কসবা কাণ্ডের পর রাজ্যের কলেজগুলির নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন রয়েছে, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে অভিভাবকরাও চিন্তিত। এমন পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ির বিভিন্ন কলেজে সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। কলেজের কোন অংশগুলিতে নজরদারি প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। সেই অংশগুলি সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় নিয়ে আসা হবে। তবে নজরদারি বাড়ানোর সঙ্গে কসবা কাণ্ডের কোনও যোগ নেই বলেই কলেজগুলির তরফে দাবি করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি কলেজ চত্বর অনেকটাই বড়। সেই তুলনায় কলেজে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই বললেই চলে। কলেজে নজরদারির জন্য বিভিন্ন অংশে মোট ১৬টি ক্যামেরা বসানো রয়েছে। হাতেগোনা সেই ক্যামেরা দিয়ে এতবড় কলেজে পুরোপুরি নজরদারি সম্ভব হয় না বললেই চলে। সেই কারণে কলেজে নতুন করে ৬৪টি ক্যামেরা বসানো হবে। বিষয়টি নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ বলেন, 'আগেই কলেজে সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রয়োজনীয় জায়গাগুলি বাছাই করে সেখানে দ্রুত ক্যামেরা বসানো হবে। কলেজের বেশ কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যে বাছাই করা হয়েছে।'

উদ্যোগ

- শিলিগুড়ি কলেজ চত্বরের জন্য পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা নেই বললেই চলে
- শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজে ১৪৮টি সিসিটিভি রয়েছে
- মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ কর্তৃপক্ষও নতুন করে ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে
- তারপরও কোনও অংশ নজরদারির বাইরে রয়েছে কি না সেই বিষয়টি কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে

শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজে আগে থেকেই ১৪৮টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে গোটা চত্বর মুড়ে ফেলা হয়েছে। কলেজের ক্লাসেও ক্যামেরা বসানো রয়েছে। কিন্তু তারপরও কলেজের কোনও অংশ নজরদারির বাইরে রয়েছে কি না সেই বিষয়টি কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকুমার মিশ্র বলেন, 'কলেজের প্রয়োজনমতো আরও কিছু ক্যামেরা বসানো হতে পারে।' মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ কর্তৃপক্ষও নতুন করে ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে বলে খবর। পাশাপাশি কলেজে যাতে বহিরাগতরা প্রবেশ করতে না পারে, সেই বিষয়ে নজরদারি চালাতে কড়াকড়ি করা হচ্ছে।

ছাত্রীদের নিরাপত্তা কীভাবে আরও বাড়ানো যায় সেই বিষয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গভর্নমেন্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। ছাত্রীদের কী করা উচিত বা কী করা উচিত নয়, তা নিয়ে কর্মশালা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কলেজের আয়তনের তুলনায় সিসিটিভি ক্যামেরা কম। সেই সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। কলেজের অফিসার ইনচার্জ ডঃ ময়ূখ সরকার বলেন, 'কলেজে ২৫টি ক্যামেরা হয়েছে। সেই সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। যেহেতু সরকারি কলেজ তাই ফান্ডের জন্য শিক্ষা দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হবে।'

'বুড়ো' ইঞ্জিনে বিপত্তি, প্রশ্নে ঐতিহ্য

প্রথম পাতার পর

বিষাদও আছে বৈকি! টয়ট্রেন নিয়ে প্রচার বাড়লেও পরিকাঠামোর কিন্তু উন্নতি হয়নি এতটুকু। বরং বিগড়েছে। অন্তত গত এক বছরে খেলনাগাড়ির বারবার লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা এই তত্ত্বেই সিলমোহর দিচ্ছে।

মূলত শিলিগুড়ি জংশন, তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ, দার্জিলিংয়েই ইঞ্জিনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কিন্তু অভিযোগ, দক্ষ কর্মীর সংখ্যা কম হওয়ায় সময়মতো সব ইঞ্জিন রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। যে কারণে কোনও ইঞ্জিনের চাকা ক্ষয়ে গিয়েছে, তো কোনও ইঞ্জিনের হুইল সকারে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোনও কোনও ইঞ্জিনের আবার ব্রেক বাইন্ডিংয়ের সমস্যা হচ্ছে। যে কারণে ইঞ্জিনগুলি প্রায়ই বিগড়ে যাচ্ছে। ১০০ বছরেরও বেশি পুরোনো হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইঞ্জিনগুলির ক্ষমতাও কমে এসেছে। তাই কামরা সমেত ওপরে ওঠার সময় লাইনচ্যুত হচ্ছে। কিছু জায়গায় ট্র্যাকেরও সমস্যা রয়েছে বলে জানাচ্ছেন রেলকর্মীরা।

সম্প্রতি সুকনা থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত ট্র্যাক এবং স্লিপার বদলেছে রেল। কাঠের পুরোনো স্লিপার তুলে দিয়ে কংক্রিটের স্লিপার বসানো হয়েছে। কিন্তু এরপরও এই এলাকাতে পাঁচবারেরও বেশি টয়ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে অতিসম্প্রতি। তাই টয়ট্রেনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন করা দরকার, তেমনই প্রয়োজন সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের। এমনটাই মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'কিছুদিন আগে একটি বৈঠক হয়েছিল। আমরা সেখানে বলে এসেছি, আগে দখলদারি সরাতে হবে এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। বিষয়টি আবারও লিখিতভাবে রেলকে জানাচ্ছি।'

ডিএইচআর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল রাজ বসু বলছেন, 'গোটা পথেই দখলদারির একটা সমস্যা রয়েছে। এটার সমাধান প্রয়োজন। তারজন্য রেলকে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমন্বয় কমিটি তৈরি করে কাজ করতে হবে।'

মালিকদের মুখে হাসি

হারানো ফোন ফেরাল পুলিশ

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২ জুলাই : হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ফোনের মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে বিভিন্ন থানায় এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। এদিন কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা ৩২টি মোবাইল হ্যান্ডসেট প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেন। এর আগেও কালচিনি থানার পুলিশ একাধিকবার মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকদের ফিরিয়ে দিয়েছে, জানিয়েছেন ওসি।

শামুকতলার বিভিন্ন এলাকায় হারিয়ে যাওয়া ৩৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকদের হাতে তুলে দিল শামুকতলা থানার পুলিশ। ফোন ফেরত দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে। অভিযোগের ভিত্তিতে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ও প্রতারণার টাকা উদ্ধার করেছে মাদারিহাট থানার পুলিশও। এদিন ওসি অসীম মজুমদার জানালেন, হারিয়ে যাওয়া ৩০টি মোবাইল ফোন বুধবার প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও একজনের ৪১ হাজার টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নিয়েছিল একজন প্রতারক। ওই টাকাও উদ্ধার করা হয়েছে। তবে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। ৩৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে বীরপাড়া থানার পুলিশ।

আলিপুরদুয়ার থানা ৬৩টি মোবাইল উদ্ধার করেছে। সেখানে মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি, আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

যৌন নির্যাতন, ধৃত তৃণমূল কর্মী

প্রথম পাতার পর

আমাদের দলের কোনও কর্মী বা নেতা কোনও সময়ই কোনও অভিযুক্তকে আড়াল করার কোনও চেষ্টা করেন না। এসব মিথ্যা অভিযোগ রটানো হচ্ছে। সবকিছু নিয়ে রাজনীতি করা বিজেপির অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। এই ঘটনাকে যদি কেউ আড়াল করার চেষ্টা করে করে থাকে তার বিরুদ্ধেও পুলিশ ব্যবস্থা নিক, সেটাই চাই।'

শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেব বলেন, 'এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে তাই নিয়ে ১১২ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ আসে। ১১২ নম্বরে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তদন্ত শুরু করি। নাবালিকা এবং তার পরিবারের লোকেদের ফাঁড়িতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে লিখিত অভিযোগ নেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' এদিকে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, প্রায় এক মাস আগে ১২ বছরের নাবালিকা স্কুল থেকে ফিরে মাঠে খেলতে যাওয়ার সময় ওই ব্যক্তি তাকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গোয়ালে যৌন নির্যাতন চালায়। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'নির্যাতিতার পরিবার তরফে সালিশি বসানো বা কেউ অভিযোগ জানাতে বাধা দিয়েছে এমন কোনও অভিযোগ করা হয়নি। এই ধরনের অভিযোগ পেলে অবশ্যই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা তদন্ত করে এ বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি।'

টোটো দুর্ঘটনা

গয়েরকাটা, ২ জুলাই : বাবার নতুন কেনা টোটোয় বন্ধুদের চাপিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল নাবালক। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে অন্য আরেক নাবালক সহ দুজন। বুধবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়া এলাকায়। সেই দুর্ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে, কেন নাবালকরা টোটো চালাবে। কেন প্রশাসনের কোনও নজরদারি থাকবে না।

বিনাশ্রম কারাদণ্ড

প্রথম পাতার পর

কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল, সেটা হাসিনার বলে অভিযোগে তাঁর ও শাকিলের বিরুদ্ধে ট্রাইবিউনালে মামলা দায়ের করেছিল বাংলাদেশ সরকার।

ওই ট্রাইবিউনালে বাংলাদেশের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বুধবার জানান, বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলাকারী, তদন্তকারী কর্মকর্তা সহ যাঁরা বিচারপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের হত্যা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ওই অডিওতে একাধিক হুমকি দিতে শোনা গিয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে।

অন্তর্বর্তী সরকারের দায়ের করা সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সাজা দিয়েছে ট্রাইবিউনাল। বিচারপতিরা সাফ জানিয়েছেন, দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা এবং শাকিল যেদিন আত্মসমর্পণ করবেন অথবা পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে, সেদিন থেকে এই সাজা কার্যকর হবে। যে ফোনালাপকে ধরে মামলা এগিয়েছে, সেটি সত্য বলে দাবি করেছে সরকার। হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী একগুচ্ছ মামলা চলছে বাংলাদেশে। মঙ্গলবার জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তিতে হাসিনার উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলেছিলেন, 'স্বৈরাচার যেন আর কখনও ফিরে আসতে না পারে, সেজন্য দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা প্রতিবছর এই দিনটা উদযাপন করব যাতে আবার এই অভ্যুত্থান করার জন্য ১৬ বছর অপেক্ষা করতে না হয়। যাতে স্বৈরাচারের চিহ্ন দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ আমরা তার বিনাশ করতে পারি।'

অন্ধকারেই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ

প্রথম পাতার পর

নিতে আসা দু'চারজন অতিথি শিক্ষকের বদান্যতায় জোড়াতালি দিয়ে কোনওরকমে চলছে দুই বিশ্ববিদ্যালয়। মংপুর আইটিআইয়ে বোর্ড সাঁটিয়ে চালানো হচ্ছে হিল বিশ্ববিদ্যালয়। পাহাড়ের এক কোণে থাকা ওই এলাকায় যাতায়াত বা থাকার ব্যবস্থা নেই। পড়ুয়াদের জন্য করা হয়নি হস্টেলের ব্যবস্থা। ফলে ক্লাস হয় না বললেই চলে। কয়েকটি কলেজের শিক্ষকদের মাঝেমধ্যে ক্লাস নেওয়ার জন্য বলেকয়ে রাজি করিয়েছিলেন প্রশাসনের কর্তারা। তবে তাঁদের থাকা বা যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিক না মেলায় শিক্ষকরা মংপুমুখী হচ্ছেন না।

ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘটা করে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা প্রচার করা হয়েছিল তার দুর্দশায় হতাশ পাহাড়ের শিক্ষাবিদ থেকে নেতা সকলেই। জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার কথা, 'আমরা বারবার রাজ্য শিক্ষা দপ্তরকে অনুরোধ করেছি দ্রুত পরিকাঠামো তৈরি এবং শিক্ষক নিয়োগ করে বিশ্ববিদ্যালয় সচল কার হোক। সত্যি কথা বলতে, যতটা গুরুত্ব দিয়ে কাজ হওয়া দরকার তা হয়নি। আবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।' দার্জিলিংয়ের প্রাক্তন বিধায়ক অমর লামার বক্তব্য, 'মংপুতে যা হচ্ছে সেভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ করা দরকার।'

স্থানীয়রা রসিকতা করে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দিয়েছেন 'ভ্রাম্যমাণ বিশ্ববিদ্যালয়'। ২০২১-এ শুরুর সময় একটি সরকারি ভবনও জোটেনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কপালে। বালুরঘাটের উত্তর চকভবানী এলাকার এক চিকিৎসকের বাড়ি ভাড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছিল। ২০২৩ সালে ঠিকানা বদলে বিশ্ববিদ্যালয় চলে যায় বালুরঘাট মহিলা কলেজের একটি ভবনে।

বছর খানেক আগে দ্বিতীয়বার জায়গা বদলে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম চলছে বালুরঘাট বিএড কলেজের একটি পরিত্যক্ত হস্টেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিমানবন্দরের পাশে একটি জমি চিহ্নিত হলেও যা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। কাগজে-কলমে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ-দুয়েক পড়ুয়া রয়েছে। তবে আদৌ তাঁরা কতটা শিক্ষা পাচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্নের শেষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্দশায় ক্ষুব্ধ জেলার শিক্ষক মহল। সাহিত্যিক বিশ্বনাথ লাহার কথা, 'একটি বেসরকারি সংস্থার ঘরে বিশ্ববিদ্যালয় চলছে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।'

যদিও আশা ছাড়ছেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রণবকুমার ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা সবরকমভাবেই চেষ্টা করছি। সমস্যা কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চিতভাবেই পদ্ধতিগতভাবে এগিয়ে যাবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, পরিকাঠামো তৈরির আর্থিক সহযোগিতা পেতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ১২-বি ধারায় অনুমোদন পাওয়া বাধ্যতামূলক। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনওটিই এখনও সেই অনুমোদন পায়নি। ডিগ্রি প্রদানের জন্য মঞ্জুরি কমিশনের বাধ্যতামূলক ২-এফ ধারায় অনুমোদন আছে কি না তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। সবমিলিয়ে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে উঠেছে হাজারো প্রশ্ন। (চলবে)

বুমরাহর খেলা উচিত ছিল
তোপ শাস্ত্রীর

ফিট থাকলেও দ্বিতীয় টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে ঝুঁকি নিল না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

বার্মিংহাম, ২ জুলাই : জল্পনামাফিক বিশ্রামে জসপ্রীত বুমরাহ।

ঘুরে দাঁড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে নেই দলের এক নম্বর বোলিং অস্ত্র। টসের সময় শুভমান গিল প্রথম একাদশ ঘোষণার পর সবাই অবাক বুমরাহকে না দেখে। সিরিজে টিকে থাকার ম্যাচেই কিনা নেই বিশ্বের এক নম্বর পেসার!

রবি শাস্ত্রীর ঠিক এই প্রশ্নটা তুলে গৌতম গম্ভীর, শুভমান গিলকে একহাত নিলেন। রেহাই দেননি বিশ্রাম নেওয়া বুমরাহকেও। প্রাক্তন হেডকোচের যুক্তি, প্রথম দুই টেস্টের মাঝে সাতদিনের ব্যবধানে। তারপরও বুধবার শুরু বার্মিংহাম টেস্টে বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া অযৌক্তিক!

চলতি সিরিজের কমেন্ট্রি টিমের অন্যতম সদস্য শাস্ত্রীর সাফ কথা, 'বিশ্বসেরা পেসারকে এভাবে বসিয়ে রাখা মানতে পারছি না। সবথেকে বড় কথা গত সাতদিন ম্যাচ ছিল না। ক্রিকেটাররা বিশ্রামেই ছিলেন। তারপরও বিশ্বের সেরা পেসারকে বিশ্রাম! বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছে। বুমরাহর খেলা উচিত ছিল।'

শাস্ত্রীর মতে, বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তও। সহ ধারাভাষ্যকার মাইকেল আথারটন জানান, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর বোধগম্য নয়। জবাবে শাস্ত্রীর সংযোজন, 'আমার চোখে অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপ লাগছে। বুমরাহ যদি ফিট থাকে, তাহলে অবশ্য খেলা উচিত। এই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকা অনুচিত। অথচ, উলটো পথেই হাঁটল ভারতীয় থিংকট্যাংক।'

টসের সময় শুভমান গিল জানান, দ্বিতীয় টেস্ট অবশ্যই দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে পরের লর্ডস টেস্টের পিচ অনেক বেশি পেস সহায়ক, প্রাণবন্ত থাকবে। তরতাজা বুমরাহকে যে ম্যাচে দরকার। সেই ভাবনা থেকেই এই পদক্ষেপ।

শাস্ত্রী যদি এহেন যুক্তি মানতে নারাজ। পালটা দাবি, ভারত ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে। ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ এটা। সিরিজে টিকে থাকতে জিততেই হবে পরিস্থিতি। অথচ, প্রধান বোলিং অস্ত্রকেই বিশ্রাম। যে পদক্ষেপের কোনও যুক্তি খাটে না। কোনও যদি, কিন্তু, অজুহাত নয়, বুমরাহর খেলা উচিত ছিল।

তোপ থেকে রেহাই পায়নি বুমরাহও। শাস্ত্রীর দাবি, ফিট থাকলে কে খেলবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে শেষ কথা বলা উচিত হেডকোচ-অধিনায়কের। কোনও ক্রিকেটারের হাতে তাঁর খেলার বিষয়টি থাকা উচিত নয়। সুনীল গাভাসকারের গলাতেও 'দলের আগে ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার' দেওয়ার অভিযোগের সুর।

পাশাপাশি ভারতীয় একাদশে কুলদীপ যাদবের না থাকা মেনে নিতে পারছে না। আঙুল তুললেন গৌতম গম্ভীরদের দিকে। গাভাসকারের মতে, দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে কুলদীপ থাকলে বোলিং ব্রিগেড অনেক শক্তিশালী হত। ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে গিয়ে সেই সুযোগ হাতছাড়া করল ভারত।

গাভাসকার বলেছেন, 'এরকম উইকেটে কুলদীপকে না খেলানো অবাক করার মতো পদক্ষেপ। বার্মিংহামের পিচে বাড়তি স্পিন ধরে। স্পিনাররা সাহায্য পায় এখানে। অথচ, কুলদীপ রিজার্ভ বেঞ্চে! আমাকে অবাক করেছে ভারতীয় থিংকট্যাংকের যে পদক্ষেপ।' গাভাসকারের দাবি, ওয়াশিংটন সুন্দর ও নীতিশ কুমার রেড্ডিকে নেওয়া কার্যত নেতিবাচক পদক্ষেপ।

গম্ভীরদের তুলোধোনা করে সানি বলেছেন, 'রান করার দায়িত্ব টপ অর্ডারের। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং সফলও। ৮৩০-এর বেশি রান করেছে দুই ইনিংস মিলিয়ে। তারপরও ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোকে অগ্রাধিকার! আর টপ অর্ডার যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে ওয়াশিংটন, নীতিশদের দিয়েও কিছু হবে না। ওরা ১-০ এগিয়ে। জেতার জন্য ঝাঁপাতে হবে ভারতকেই। সেক্ষেত্রে ২০ উইকেট নিতে পারে, এমন বোলিং কম্বিনেশনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার ছিল।'

কুলদীপ না থাকায় ক্ষুব্ধ সানি

আমার চোখে অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপ লাগছে। বুমরাহ যদি ফিট থাকে, তাহলে অবশ্য খেলা উচিত। এই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকা অনুচিত। অথচ, উলটো পথেই হাঁটল ভারতীয় থিংকট্যাংক।

রবি শাস্ত্রী

এরকম উইকেটে কুলদীপকে না খেলানো অবাক করার মতো পদক্ষেপ। বার্মিংহামের পিচে বাড়তি স্পিন ধরে। স্পিনাররা সাহায্য পায় এখানে। অথচ, কুলদীপ রিজার্ভ বেঞ্চে!

সুনীল গাভাসকার

সাফ খেলোয়াড়রা বিদেশি বলে গণ্য হবেন না
পদত্যাগ মানোলোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : অবশেষে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার পথেই হেঁটে জাতীয় দলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন মানোলো মার্কুয়েজ।

ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির এদিনের সভাই ছিল মূলত জাতীয় দলের হেড কোচকে নিয়ে। তিনি বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ ড্র হওয়ার পরই সরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হংকং ম্যাচের পর যে তিনি আর থাকবেন না, এই কথা প্রকাশ্যেই জানান মে মাসে শিবির শুরু হওয়ার পর। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই জুন মাস থেকেই নতুন করে দুই বছরের চুক্তি ছিল এআইএফএফের। তাই হংকং ম্যাচে হারের পরও চুক্তিসংক্রান্ত জটিলতা থেকেই মানোলোর সরে যাওয়ার বিষয়টি সহজ ছিল না। তাছাড়া ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে নিশ্চিত করতে চাইছিলেন যে আগের কোচ ইগর স্টিমাকের এই স্প্যানিশ কোচ যেন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর এআইএফএফ বা কর্তাদের সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ্যে না আনেন। একইসঙ্গে তাঁর চুক্তি থাকার ফলে মানোলো যাতে কোনও আর্থিক দাবিদাওয়া না রাখতে পারেন, সেই বিষয়েও নজর ছিল ফেডারেশন কর্তাদের। এই স্প্যানিশ কোচ অবশ্য নিজেই আগ্রহী ছিলেন দায়িত্ব ছাড়তে। তাই তিনি রাজি হয়ে যান এআইএফএফ কর্তাদের শর্তে। এদিনের সভায় শুধুমাত্র মানোলোর পদত্যাগের কথা জানানো হয় মাত্র।

ফেডারেশনের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতা

এআইএফএফ ও মানোলো পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল দুই তরফেরই কোনওরকম আর্থিক দায়ভার ছাড়া। ওঁকে জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। এরপর ফেডারেশন নতুন কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দেবে।

এম সত্যনারায়ণ
সহকারী মহাসচিব, এআইএফএফ

পরে ফেডারেশনের সহকারী মহাসচিব এম সত্যনারায়ণ বলেছেন, 'এআইএফএফ ও মানোলো পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল দুই তরফেরই কোনওরকম আর্থিক দায়ভার ছাড়া। ওঁকে জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। এরপর ফেডারেশন নতুন কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দেবে।' মজার কথা হল, ইগর স্টিমাককে সরিয়ে মানোলোকে দায়িত্ব দেওয়া হয় রাতারাতি। সেই সময় নিয়মমাফিক কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি। অন্দরের খবর, এবারও নাম কা ওয়াস্তে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলেও কোচ নেওয়ার বিষয়ে শেষ কথা বলবেন সেই কল্যাণই।

এদিকে, এই সভাতেই সভাপতি ও ফেডারেশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খোলায় বাইচুংকে কেন শোকজ করা হবে না, তা নিয়ে সরব হন সদস্যরা। আলোচনা হলেও এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত এদিন হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। এদিন কোচের বিষয় ছাড়া এমআরএ নিয়ে আলোচনা হলেও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি ফেডারেশন। তবে অবনমন এবারও চালু না করার যে দাবি এফএসডিএল করেছে তা মেনে নেওয়া হচ্ছে। সাফ দেশগুলির থেকে কোনও ফুটবলার ক্লাব নিলে তাঁকে বিদেশি ফুটবলার বলে গণ্য করা হবে না। তবে এই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকছে কি না তা পরিষ্কার নয়।

অর্শদীপ-কুলদীপকে না দেখে অবাক সৌরভ

বার্মিংহাম, ২ জুলাই : জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে দোলাচল ছিলই। শেষপর্যন্ত এজবাস্টন টেস্টের প্রথম একাদশে নেই বুমরাহ। তাঁর অনুপস্থিতিতে মনে করা হয়েছিল অর্শদীপ সিং ও কুলদীপ যাদবকে দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে। বাড়বে ভারতীয় দলের বোলিং বৈচিত্র্য ও শক্তিও। বাস্তবে সেটাও হয়নি।

এজবাস্টন টেস্টে বুমরাহর পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য আকাশ দীপ। আর দ্বিতীয় স্পিনার

বিস্মিত ব্রডও

হিসেবে দলে ঢুকেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের এমন সিদ্ধান্তে বিস্মিত ক্রিকেট সমাজ। সেই দলে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন জোরে বোলার স্টুয়ার্ট ব্রড যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। প্রথমদিনের খেলার চা পানের বিরতির সময় সম্প্রচারকারী চ্যানেলে অবাক সৌরভ বলে ফেলেছেন, 'এজবাস্টনের এই পিচে অর্শদীপের মতো বোলারকে প্রয়োজন ছিল। একে তো ও বাঁহাতি পেসার। উপরি হিসেবে দুইদিকে বল সুইং করানোর দক্ষতা রয়েছে ওর। আমার মনে হয় অর্শদীপকে প্রয়োজন ছিল ভারতের।' অর্শদীপের মতো রিস্ট স্পিনার কুলদীপকে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে না দেখে অবাক সৌরভ। বলেছেন, 'দলের বোলিং বৈচিত্র্যের কারণেই এজবাস্টনের পিচে কুলদীপের মতো আক্রমণাত্মক স্পিনারের প্রয়োজন ছিল। জানি না কেন অর্শদীপ-কুলদীপদের কথা ভাবা হল না।' সম্প্রচারকারী চ্যানেলে সৌরভের মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারও। অর্শদীপের দুইদিকে সুইং করানোর স্কিল ভারতের জন্য 'এক্স' ফ্যাক্টর

এজবাস্টনের এই পিচে অর্শদীপের মতো বোলারকে প্রয়োজন ছিল। একে তো ও বাঁহাতি পেসার। উপরি হিসেবে দুই দিকে বল সুইং করানোর দক্ষতা রয়েছে ওর।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

হতে পারত বলে মনে করছেন সানি।

ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে বুমরাহকে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে দেখতে না পেয়ে অবাক ব্রডও। বিলেতের স্কাই স্পোর্টস চ্যানেলে ব্রড আজ বলেছেন, 'হেডিংলে টেস্টের পর দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে এক সপ্তাহ সময় ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, একজন পেসারের জন্য এক সপ্তাহ বিশ্রাম যথেষ্ট। বুমরাহর সিদ্ধান্তে আমি অবাক। পাঁচ টেস্টের সিরিজে এভাবে বাছাই করে তিনটি টেস্ট খেলার ঘটনা নিশ্চিতভাবেই বিরল।'

আহমেদাবাদে অলিম্পিকের আবেদন

লুসানে, ২ জুলাই : একদিন আগেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) জানিয়েছিল ভবিষ্যতে অলিম্পিকের শহর নির্বাচন পদ্ধতি কিছুদিন স্থগিত করা হল। মঙ্গলবার সুইৎজারল্যান্ডের লুসানে শহরে উপস্থিত হয়ে ভারতের প্রতিনিধি দল সরকারিভাবে আহমেদাবাদে অলিম্পিক আয়োজনের আবেদন জানাল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক, গুজরাট সরকারের মন্ত্রী সহ ছিলেন ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার প্রধান পিটি ঊষা।

২০৩২ সালের অলিম্পিক আয়োজনের দায়িত্ব আগেই পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন। নতুন আইওসি প্রধান ক্রিটসি কোভেন্ট্রি দায়িত্ব পেয়ে জানিয়েছিলেন অলিম্পিকের জন্য নতুন শহর বাছাইয়ের কাজ কিছুদিন বন্ধ থাকবে। কারণ সদস্য দেশগুলির আরও কিছুদিন সময় প্রয়োজন।

প্রতিনিধি দলের তরফে পিটি ঊষা বলেছেন, 'ভারতে অলিম্পিক গেমস শুধুমাত্র একটা অসাধারণ ক্রীড়া অনুষ্ঠানই হবে না এর প্রভাবও হবে সুদূরপ্রসারী।' ভারতের সঙ্গে ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের দৌড়ে রয়েছে সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক ও চিলিও।

ভারত-পাক মহারণ হয়তো ৭ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : অনিশ্চয়তা কাটেনি। শেষ পর্যন্ত হবে কিনা, এখনও স্পষ্ট নয়। সরকারি ঘোষণাও হয়নি। কিন্তু আজ সর্বভারতীয় এক দৈনিকে এশিয়া কাপ নিয়ে নয়া আশার কথা শোনানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে হতে চলেছে এশিয়া কাপ। সম্ভবত ৫ সেপ্টেম্বর শুরু হবে প্রতিযোগিতা। ২১ সেপ্টেম্বর হবে ফাইনাল। টি২০ ফরম্যাটের এই প্রতিযোগিতা নিয়ে যাবতীয় জটিলতা কেটে গিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, জানা গিয়েছে এশিয়া কাপ শেষ পর্যন্ত হলে সেখানে ভারত বনাম পাকিস্তানের অন্তত দুইটি ম্যাচ থাকছেই। দুই প্রতিবেশী প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠতে পারলে ম্যাচের সংখ্যা তিন হয়ে যাবে।

এশিয়া কাপ

পহলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনার প্রতিবাদে নরেন্দ্র মোদি সরকারের তরফে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে কড়া জবাব দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানকে। তারপর থেকে ধরেই নেওয়া হয়েছে, দুই প্রতিবেশীকে বাইশ গজের লড়াইয়ে আর দেখা যাবে না। যদিও সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতির সামান্য বদল হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। বড় অঘটন না হলে দুবাইয়ে এশিয়া কাপের আসরে দুই প্রতিবেশীর ক্রিকেটীয় যুদ্ধ দেখার পরিস্থিতি ফের তৈরি হচ্ছে। গতকাল দুবাইয়ে এশীয় ক্রিকেট সংস্থার বৈঠক ছিল। সেই বৈঠক নিয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি ঠিকই। সূত্রের খবর, সেপ্টেম্বরে দুবাইয়েই হতে চলেছে এশিয়া কাপ। আর সেখানে ফের পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলতে দেখা যাবে সূর্যকুমার যাদব, বাবর আজমদের।

আত্মজীবনীতে দাবি ধাওয়ানের
ঈশানের দুশোতেই ইতি তাঁর কেরিয়ার!

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই : নির্বাচকরা নয়, তাঁর বর্ণময় ওডিআই কেরিয়ার শেষ করেছে ঈশান কিষান! এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি স্বয়ং শিখর ধাওয়ানের। প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনারের মতে, ঈশান যেদিন ভারতের হয়ে ওডিআই ফর্ম্যাটে দ্বিশতরান করেন, সেদিনই বুঝে গিয়েছিলেন তাঁর দিন শেষ।

শিখর বরাবরই ঘোর বাস্তববাদী। অন্যের দিকে আঙুল তোলার বদলে নিজেকে আয়নায় দেখতে পছন্দ করেন। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ে তাই পালটা ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায়নি। শিখরের আত্মজীবনী 'দ্য ওয়ান' বইয়ের ছত্রে ছত্রে সেই মানসিকতার প্রতিফলন।

বীরেন্দ্র শেহবাগ-গৌতম গম্ভীর জমানা শেষে নতুন ওপেনার খোঁজা হচ্ছিল। রোহিত শর্মার সঙ্গে যে শূন্যতা পূরণ করেন শিখর। বিগমঞ্চের প্লেয়ার। আইসিসি টুর্নামেন্টে বরাবর শিখরের ব্যাট চওড়া। ২০২২ সালের যে সফল ওডিআই কেরিয়ারে ইতি পড়ে।

সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনীতে যে সময়টাকে তুলে ধরেছেন। শিখর লিখেছেন, 'ওই বছর বেশ কয়েকটা ৫০-৬০-৭০ করেছিলাম। তবে সেঞ্চুরি আসছিল না। যেদিন ঈশান কিষান ২০০ করল, তখনই ভেতর থেকে একটা আওয়াজ এল--তোমার দিন শেষ। সেটাই শেষপর্যন্ত ঘটেছিল।'

বাদ পড়ার পর বন্ধুবান্ধব, পরিজনকে পাশে পেয়েছেন। তবে ভারতীয় দলের সতীর্থদের থেকে যে বার্তা পাবেন আশা করেছিলেন, তা পাননি। তবে ক্ষোভ নয়, এক্ষেত্রে শিখরের যুক্তি, প্রত্যেকের ব্যস্ত সূচি। ক্রিকেট, পরিবার, ব্যক্তিগত জীবন। এটাই স্বাভাবিক। তবে রাহুল দ্রাবিড় মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। কথাও হয় দুজনের মধ্যে। ব্যাস এটুকুই।

শিখরের জীবন দর্শন-ক্রিকেট থেকে যা পেয়েছেন, তাতেই তিনি খুশি। মনে করেন, এটাই তার প্রাপ্য ছিল। ছোট থেকে ভারতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখতেন। কল্পনা করতেন, দেশের হয়ে প্রচুর রান করছেন। শেষপর্যন্ত যে স্বপ্ন সফল হয়েছিল। আর কী পাওয়ার থাকতে পারে।

ওডিআইয়ে যতটা সফল, টেস্টে ততটা নয়। তবে ৩৩ টেস্টের কেরিয়ারে চল্লিশের কাছাকাছি ব্যাটিং গড়কে খারাপ বলতে নারাজ শিখর। বলেছেন, 'ওপেনার হিসেবে আমার গড় ৪০। খারাপ নয়। মানছি দুইবার ইংল্যান্ড সফরে গেলেও সাফল্য পাইনি। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলাম। এটাই জীবন। সব সময় সবকিছু ঠিকঠাক যায় না।'

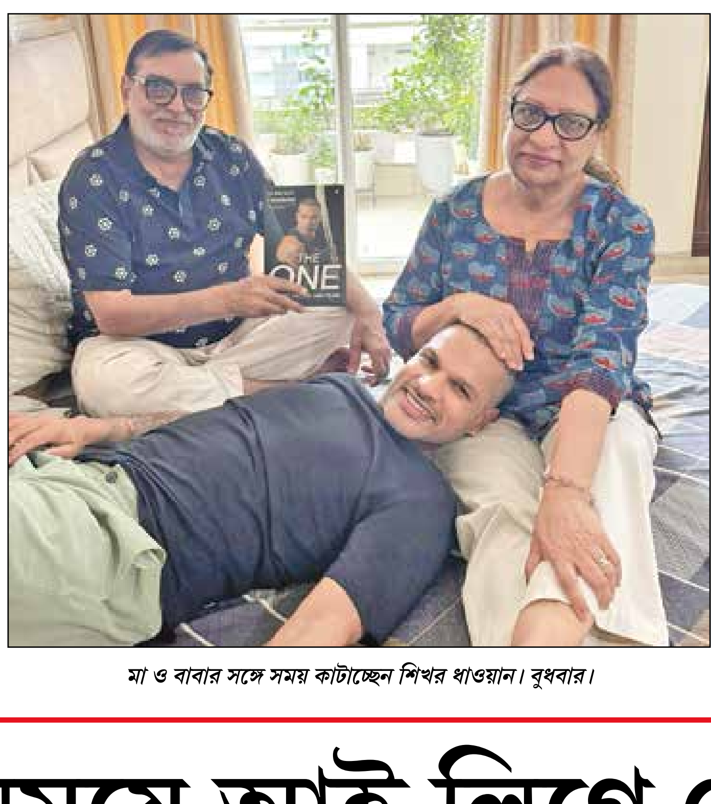
মা ও বাবার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন শিখর ধাওয়ান। বুধবার।

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য অনুশীলনের পথে স্টিভেন স্মিথ। বুধবার।

স্লিপে ফিল্ডিং করবেন না স্মিথ

সেন্ট জর্জেস, ২ জুলাই : অজ্ঞাতপরিচয় এক ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ। গায়ানার একটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, এক কিশোরী সহ মোট ১১ জন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক ক্রিকেটারের শিকার। যদিও সরকারি খাতায় এই নিয়ে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট দলের কোচ ড্যারেন স্যামি বলেছেন, 'বিষয়টি নিয়ে সকলেই অবগত। আমার দলের প্লেয়ারদের খুব ভালোভাবে চিনি। ওদের সঙ্গে কথাও বলেছি। বিচারব্যবস্থার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'সবটাই এখন অভিযোগ। তদন্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।' যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড এই ঘটনার কোনও অন্তর্তদন্ত শুরু করেছে কি না, তা স্পষ্ট করেননি স্যামি।

বিচারব্যবস্থায় আস্থা স্যামির

এদিকে, বার্বাডোজ টেস্টে আম্পায়ারের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলায় জরিমানা গুনতে হয়েছে ড্যারেনকে। বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট দলের কোচ জানিয়েছেন, আম্পায়ারের প্রতি তাঁর কোনও ব্যক্তিগত ক্ষোভ নেই। আর ম্যাচ অফিশিয়ালরা তাঁদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় টেস্টে চোট সারিয়ে এই ম্যাচে দলে ফিরেছেন স্টিভেন স্মিথ। খেলবেনও। তবে আঙুলের চোট পুরোপুরি না সারায় স্লিপে ফিল্ডিং করতে দেখা যাবে না তাঁকে। যদিও জোরে বোলারদের বিরুদ্ধে গত দুইদিন নেটে অনুশীলন করেছেন স্মিথ। তাতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না বলেই জানা গিয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের দলে সুযোগ পাননি তিনি। চোট সারিয়ে পুরো ফিট হওয়ার লক্ষ্যে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে আপাতত রিহ্যাব চলছে মহম্মদ সামির। সম্প্রতি নেটে বোলিংও শুরু করেছেন তিনি।

সংবাদমাধ্যমের সামনে হাসিন জাহান। বুধবার।

এমন অবস্থায় সামি কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেলেন। গার্হস্থ্য হিংসা মামলায় স্ত্রী হাসিন জাহান ও কন্যার জন্য মাসে চার লক্ষ টাকা খরচ জোগাতে হবে সামিকে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এই নির্দেশ দিয়েছেন। যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, স্ত্রীর জন্য মাসে দেড় লক্ষ টাকা ও কন্যার জন্য মাসে আড়াই লক্ষ টাকা দিতে হবে সামিকে। কলকাতা হাইকোর্টের এমন নির্দেশের পর নিশ্চিতভাবেই বেকায়দায় সামি। গার্হস্থ্য হিংসা মামলার শুনানি যতদিন চলবে, ততদিনই স্ত্রী-কন্যার জন্য এই অর্থ দিয়ে যেতে হবে সামিকে। বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় পেসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ২০১৪ সালে হাসিনের সঙ্গে সামির বিয়ে হয়েছিল। ২০১৮ সালে যাদবপুর থানায় সামির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন হাসিন। তারপর থেকেই বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন।

একসময়ে আই লিগে খেলা দলগুলির প্রত্যাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : আইএসএলের দলের পরিবর্ত হিসাবে একাধিক নতুন এবং পুরোনো ক্লাবকে এবার দেখা যাবে ডুরান্ড কাপে খেলতে।

আর দিনকয়েকের মধ্যেই এবারের ডুরান্ড কাপের সূচি প্রকাশিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। যা খবর তাতে আয়োজক সেনাবাহিনীর তরফে সম্ভবত যোগাযোগ করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে। তাঁর হাত দিয়েই সূচি প্রকাশিত হতে পারে এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টের। রাষ্ট্রপতি ভবনে ওই অনুষ্ঠানের পরই সরকারিভাবে ঢাকে কাঠি পড়বে ডুরান্ডের। এবছরের টুর্নামেন্টে আইএসএলের দলগুলির মধ্যে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ছাড়া ইস্টবেঙ্গল,

এবারের ডুরান্ডে নতুনের সঙ্গে বহু পুরোনো ক্লাব

পাঞ্জাব এফসি, জামশেদপুর এফসি এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব খেলার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে। আই লিগের নামধারী এফসি, রিয়াল কাশ্মীর ও এবারই উঠে আসা ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে রেখে সূচি সাজানো হয়েছে। এছাড়া শিলং লাজং এফসি, মেঘালয়েরই আর এক দল রাংদাজিয়েদ এফসি-কেও দেখা যাবে এই টুর্নামেন্টে। এই রাংদাজিয়েদ এর আগে একটা সময়ে আই লিগে খেলত। নেরোকা এফসি, ট্রাউ এফসি-র পাশাপাশি আসামের বোড়োল্যান্ড এফসি-কেও বহুদিন বাদে জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টে খেলতে দেখবেন ফুটবল ভক্তরা। অসম থেকে এছাড়াও থাকছে মর্নিং স্টার ফুটবল ক্লাব। বেঙ্গালুরুর দল সাউথ ইউনাইটেড এফসি ও ওয়ান লাদাখও এবারই প্রথম খেলবে। সামরিক বাহিনীর তরফে খেলবে এয়ারফোর্স ফুটবল দল, ইন্ডিয়ান নেভি ফুটবল দল, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ফুটবল দল, ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ ফুটবল দল ও ইন্ডিয়ান আর্মি ফুটবল দল। বিদেশি দুই দল হিসাবে ডুরান্ডে খেলবে নেপালের ত্রিভুবন আর্মি ও মালয়েশিয়ান আর্মি ফুটবল দল।

আগে বিভিন্ন সময়ে ডুরান্ড বা আইএফএ শিল্ডের মতো টুর্নামেন্টে এইসব অচেনা ক্লাবগুলি বহু সময়ে নামী দলগুলির বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেলে চমক দিয়েছে। এবারও তেমন কিছু হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বাংলাদেশকে ভাঙার পর উল্লাস ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভার।

৫ রানে ৬ উইকেট খুইয়ে হারল বাংলাদেশ

কলম্বো, ২ জুলাই : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্য ছিল ২৪৫ রানের। একদিনের ক্রিকেটে আহামরি কোনও রান নয়। কিন্তু সেই রান তাড়ায় নেমেই ব্যাটিং ভরাডুবিতে ৭৭ রানে হারল বাংলাদেশ।

রান তাড়ার শুরুটা যদিও খারাপ হয়নি বাংলাদেশের। ১৬.২ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে তারা পৌঁছে গিয়েছিল ১০০ রানে। তারপরই আসে বিপর্যয়। ব্যক্তিগত ২৩ স্কোরে রান আউট হয়ে ফেরেন নাজমুল হোসেন শান্ত। এরপর ৫ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে তাদের স্কোর হয়ে যায় ১০৫/৮। সেই ধাক্কায় তারা অল আউট হয় ১৬৭ রানে। ৪ উইকেট পেয়েছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা (১০/৪)। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন কামিন্দু মেন্ডিস (১৯/৩)। প্রথম ইনিংসে শতরান করে শ্রীলঙ্কাকে টানেন অধিনায়ক চরিথ আসালাঙ্কা (১০৬)।

জরিমানা মেটাল মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : নির্বাসন ওঠার অপেক্ষায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

গত মরশুমের জরিমানার অর্থ বকেয়া থাকায় নতুন ফুটবলার নথিভুক্ত করানোয় মহমেডানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। তবে মরশুমে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার আগেই ফেডারেশনের সেই জরিমানা মিটিয়ে দিল সাদা-কালো। খবরের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন মহমেডান ক্লাব সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ রাজু। তাঁর দাবি, কর্তারা নিজেদের উদ্যোগেই জরিমানা বাবদ পরিশোধ করেছেন।

এদিকে, শুক্রবার কলকাতা ফুটবল লিগে অভিযান শুরু করছে মহমেডান। তবে সেই ম্যাচে ইস্রাফিল দেওয়ান, ফারদিন আলি মোল্লাদের খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আসলে নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত হতে আরও কয়েকটা দিন তাদের অপেক্ষা করতে হবে। ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পরবর্তী বৈঠকে মহমেডানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হতে পারে। কিন্তু হলে কী হবে, ফুটবলারদের বিশাল অঙ্কের বেতন এখনও বকেয়া। যার জেরে ফিফার শাস্তির খাড়া ঝুলছে মাথার ওপর। তাদের দেওয়া ৪৫ দিনের সময়সীমাও শেষ হওয়ার পথে।

কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা সামির

আহমেদাবাদে অলিম্পিকের আবেদন

-খবর এগারোর পাতায়

বুমরাহহীন ভারতকে ভরসা

যশস্বী-গিলের

ভারত-৩১০/৫
(প্রথম দিনের শেষে)

বার্মিংহাম, ২ জুলাই : জল্পনা ছিল।

তবে ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচে গৌতম গম্ভীররা এত বড় ঝুঁকি নেবেন, বিশ্বাস করতে পারছিলেন না অনেকেই। ভুল ভাঙে টসের সময় শুভমান গিলের ঘোষিত একাদশে জসপ্রীত বুমরাহর নাম না দেখে!

প্রথম এগারোয় তিনটি পরিবর্তন। ওয়ার্কলোডের কথা মাথায় রেখে বিশ্রামের বুমরাহ! প্রথম টেস্টের পর সাতদিনের ব্যবধান। তারপরও বিশ্রাম? প্রশ্ন তুলে দিনভর তোপ বর্ষণ প্রাক্তনদের। নেই বি সাই সুদর্শন, শার্দূল ঠাকুরও। পরিবর্তে নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, আকাশ দীপ।

টসে জিতে বেন স্টোকস ফিল্ডিং নেন। ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতিতে যে সিদ্ধান্তে অনেকেই অবাক। তবে প্রথম টেস্টে একই পথে হেঁটে বাজিমাতের পর বেন স্টোকসকে কাঠগড়ায় তোলা মুশকিল। যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমানদের অর্ধশতরানের পরও প্রথমদিনে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর।

লোকেশ রাহুল (২) শুরুতে ফেরার পর জমে যাওয়া করুণ নায়ার (৩১), ঋষভ পন্থরা (২৫) বড় রান হাতছাড়া করেন। প্রত্যাবর্তনে ব্যর্থ নীতীশও (১)। তবে শুভমানের (অপরাজিত ১১৪) দুরন্ত ফর্ম বজায় রইল। পাশে পেয়ে যান রবীন্দ্র জাদেজাকে (অপরাজিত ৪১)। তাদের ৯৯ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটিতে ভর করে প্রথম দিনের শেষে ভারতের স্কোর ৩১০/৫।

বার্মিংহাম ভারতের জন্য 'অভিশপ্ত' হলেও এখানকার সবুজের সমারোহ নজরকাড়া। মাঠভর্তি দর্শক, বার্মি আর্মির পাশে ভারত আর্মির উপস্থিতি- এককথায় দুরন্ত ক্রিকেটে আবহ। যে মুডটাকে তুলির টানে ক্যানভাসে ফোটাতে দেখা গেল এক আঁকিয়ে সমর্থককে।

বাইশ গজে শিল্পীর ভূমিকায় যশস্বী। ব্যাট হাতে নিখুঁত তুলির টান। যেমনটি দেখা গিয়েছিল হেডিংলেতে। প্রথম ঘণ্টায় কিছুটা গুটিয়ে থাকলেন। একবার লেগবিফোর হতে হতে বেঁচে যান 'আম্পায়ার্স কল'-এর সৌজন্যে। বাকি সময়ে 'জাজবল'-এর দাপট। ঢাকা পড়ে যায় লোকেশ-ধাক্কা। ক্রিস ওকসের বল লোকেশের ব্যাটের কানায় লেগে বল সোজা উইকেটে।

এখান থেকে প্রত্যাশা জাগানো নায়ার-যশস্বীর পার্টনারশিপ। ঝুঁকিহীন গ্রাউন্ড শটে ভরসা রাখলেন। সুদর্শনের অনুপস্থিতিতে তিন নম্বরে নামা নায়ারের কপিবুক কভার ড্রাইভ, নিখুঁত ফুটওয়ার্কের প্রদর্শনী প্রশংসা আদায় করে নেয় স্বয়ং সুনীল গাভাসকারের।

যশস্বী সেখানে চেনা মেজাজে অফের দিকে বল পেলেই বাউন্ডারির রাস্তা খুঁজে নিচ্ছিলেন। এরমধ্যে রয়েছে স্টোকসকে মারা ব্যাডমিন্টনের ম্যানুয়াল থেকে তুলে আনা স্ম্যাশ শট! ঝুঁকি এড়িয়ে রান তোলার নয়া স্ট্র্যাটেজি। সুফলও তুলছিলেন।

১৪.৫ ওভারে জুটিতে ৮০ রান যোগও করেন দুজনে। শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে প্রথমদিনের প্রথম সেশনেই প্রত্যাশার ফানুস বাড়িয়ে দেওয়া। যদিও খেলার গতির বিপরীতেই লাঞ্চের ঠিক আগে উইকেট হারানোর বদভ্যাস। ব্রাইডন কার্সের বাড়তি বাউন্স সামলাতে পারেননি নায়ার। ইতি পড়ে যায় ৫১ বলে ৩১ রানের প্রতিশ্রুতি জাগানো ইনিংসে।

লাঞ্চে ৯৮/২। ক্রিজে শুভমান-যশস্বী। রানের গতিতে কিছুটা ব্রেক লাগলেও দুই তরুণের যুগলবন্দি দলকে টানছিল। জুটিতে ৬৬ রান যোগ করে পায়ের নীচের জমি আরও শক্ত করে নেন। যখন মনে হচ্ছিল প্রথম বিলেত সফরে টানা দ্বিতীয় টেস্টে শতরান পেতে চলেছেন, তখনই আউট যশস্বী।

স্টোকসের 'গোল্ডেন আর্ম'-এর শিকার। যশস্বীর পছন্দের অফস্টাম্প লাইনে বল রেখেই উইকেট লাভ। বাইরের বল দাঁড়িয়ে চালাতে গিয়ে উইকেটের পিছনে ক্যাচ দিয়ে বসেন। শতরান থেকে তখন ১৩ রান দূরে।

জমে যাওয়ার পর আউট মানতে পারছিলেন না যশস্বী। স্টোকসের উচ্ছ্বাস, আম্পায়ারের আঙুল ওঠার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। ফেরার আগে অবশ্য ১০১ বলের ১৩টি বাউন্ডারি দিয়ে সাজানো ইনিংসে নিজের দায়িত্বটা পালন করলেন। বোঝালেন, প্রথম টেস্টে চার-চারটি ক্যাচ ফেলে দলকে ডোবানোর গল্প আপাতত অতীত। নতুনভাবে, নতুন উদ্যমে শুরু করতে বদ্ধপরিকর তিনি।

চা পানের বিরতিতে ১৮২/৩। মাঝের সেশনে যশস্বীর উইকেট হারিয়ে ৮৪ রান যোগ। চেতেশ্বর পূজারার কথায়, রানের গতি কমলেও ভারতের জন্য ভালো সেশন। এখান থেকে বাকিদের উচিত, ইনিংসকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। গিলের সঙ্গে যে কাজে হাত লাগান ঋষভ। ২০২২ সালের সফরে এজবাস্টনেই জেমস অ্যান্ডারসন-স্টুয়ার্ট ব্রডদের বিরুদ্ধে ১১১ বলে ১৪৬ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছিলেন ঋষভ। সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক স্পিনার শোয়েব বশিরকে ছক্কা হাঁকিয়ে। যদিও ছক্কার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে গিয়ে বশিরের শিকার ঋষভ (২৫)। উলটোদিকে শুভমানের প্রতিক্রিয়াতে ধরা পড়ছিল হতাশা।

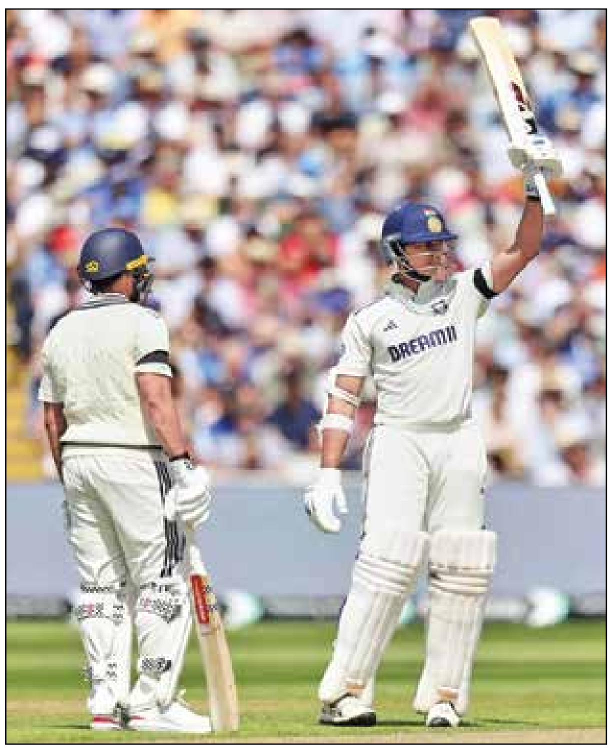

অর্ধশতরানের পর যশস্বী জয়সওয়াল। বার্মিংহামে।

অর্ধশতরানের পথে দর্শনীয় শট শুভমান গিলের। বুধবার।

ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে ছয় নম্বরে ঋষভ

বার্মিংহাম, ২ জুলাই : প্রথম ইনিংসে ১৩৪। দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৮। হেডিংলে টেস্টে দুই ইনিংসে শতরান করে ইতিমধ্যেই নজির গড়েছেন ঋষভ পন্থ। তাঁর জোড়া শতরানের পরও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টে হারতে হয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে। সেই হারের যন্ত্রণা ভুলতে ইতিমধ্যেই এজবাস্টন টেস্টে অভিযান শুরু করে দিয়েছে শুভমান গিলের ভারত। আর তার মধ্যেই সামনে এসেছে ঋষভকে নিয়ে নয়া তথ্য। টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাংকিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এসেছেন ঋষভ। অতীতে ২০২২ সালে ব্যাটারদের র‍্যাংকিয়ে একবার পাঁচ নম্বরে উঠেছিলেন ঋষভ। সেটাই আপাতত তাঁর সেরা কেরিয়ার র‍্যাংকিং। মনে করা হচ্ছে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে ব্যাট হাতে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারলে টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়ে আরও উন্নতি করতে পারেন ঋষভ।

গার্সিয়ার গোলে কোয়ার্টারে রিয়াল

ফ্লোরিডা, ২ জুলাই : ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ। গঞ্জালো গার্সিয়ার একমাত্র গোলে জুভেন্তাসকে হারাল মাদ্রিদ জায়েন্টরা।

অসুস্থতার জেরে গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচের একটিতেও খেলতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপে। মঙ্গলবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাচের শেষ মিনিট কুড়ি খেললেও সেই অর্থে দাগ কাটতে পারেননি। এদিকে, এমবাপের অনুপস্থিতিতে রিয়াল আক্রমণে ভরসা জুগিয়েছেন অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা গার্সিয়া।

শেষ আটে প্রতিপক্ষ ডর্টমুন্ড

এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধে দুই দলই নিজেদের খানিক গুটিয়ে রেখেছিল। তার মধ্যেও জুভেন্তাসের র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানির শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। রিয়াল মাদ্রিদের ফ্রেডেরিকো ভালভের্দের শট বাঁচিয়ে দেন জুভেন্তাস গোলরক্ষক মিচেল ডি গ্রেগোরিও। গোটা ম্যাচজুড়ে অন্তত্পক্ষে রিয়ালের ১০টি আক্রমণ তিনি একাই রুখে দেন। এদিকে, দ্বিতীয়ার্ধে খোলস ছেড়ে বেরোতেই গোল তুলে নেয় স্প্যানিশ জায়েন্টরা। জুভেন্তাস গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের বাড়ানো বল হেডারে জালে পাঠান ফাঁকায় থাকা গার্সিয়া।

দলের জয়ে খুশি মাদ্রিদের নতুন কোচ জাভি অলন্সো। প্রি-কোয়ার্টারে জয়ের পর তিনি বলেন, 'ম্যাচটা জেতার জন্য আমাদের ধৈর্য রাখতে হয়েছে। আরও একটা গোল করতে পারলে স্বস্তি পেতাম। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে খুশি।' গার্সিয়ার প্রশংসা করে জাভি বলেছেন, 'প্রতিনিয়ত ও নিজেকে উন্নত করছে। আমি আশাবাদী, কোয়ার্টার ফাইনালে গঞ্জালো আরও ভালো খেলবে।' গার্সিয়ার খেলা দেখে রিয়াল সমর্থকরা তাঁর নাম দিয়েছেন 'নতুন রাউল'। এই নিয়ে তরুণ স্ট্রাইকার বলেছেন, 'এটা বড় প্রাপ্তি। কোচ হিসাবে রাউলকে আমি দুই বছর পেয়েছি, ওঁর থেকে শিখেছি অনেক।'

মঙ্গলবার প্রি-কোয়ার্টারের অন্য ম্যাচে মন্তেরিকে ২-১ গোলে হারাল বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। জার্মানির ক্লাবটির হয়ে দুটি গোলই করেন সেরহোউ গুইরেসি। শেষ আটে তাদের প্রতিপক্ষ রিয়াল মাদ্রিদ। রিয়াল-ডর্টমুন্ড মুখোমুখি হলেও মাঠে বেলিংহাম ভাইদের সাক্ষাৎ হচ্ছে না এই ম্যাচে। মাদ্রিদের জুড়ে বেলিংহামের খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তবে কার্ড সমস্যায় বরুসিয়ার জোবে বেলিংহামের কোয়ার্টারে খেলা হবে না।

জুভেন্তাসের বিরুদ্ধে রিয়াল মাদ্রিদের জয়ের নায়ক গঞ্জালো গার্সিয়া।

দ্বিতীয় ম্যাচে একাধিক পরিবর্তন বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জুলাই : কিছুটা থমথমে পরিবেশ।

প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তারওপর উমের মুত্তারের চোট যেন আরও চাপে ফেলে দিয়েছে সবুজ-মেরুন শিবিরকে।

আজ অভিষেক হতে পারে করণের

বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে ছন্দে ফিরতে মরিয়া সবুজ-মেরুন শিবির। কোচ ডেগি কার্ডোজো বলেছেন, 'দ্বিতীয় ম্যাচটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগের ম্যাচে ভুলত্রুটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। সেই নিয়ে কাজও হয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'প্রতিপক্ষ কালীঘাট দল সম্পর্কে সেইভাবে কিছু ধারণা নেই। তবে ছেলেরা তৈরি রয়েছে। কলকাতা লিগে আমাদের মূল লক্ষ্য, দলের ডেভেলপমেন্ট করা।' রাজারহাটে কৃত্রিম ঘাসের মাঠে অনুশীলন করে নৈহাটিতে ঘাসের মাঠে খেলতে কিছু সমস্যা হবে না বলে মনে করেন কোচ ডেগি।

দ্বিতীয় ম্যাচে বাগানের প্রতিপক্ষ কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন খুব একটা ছন্দে নেই। লিগে দুটি ম্যাচ খেলে একটি জয় ও একটি ড্র করেছে। এহেন দলের বিরুদ্ধে ছন্দে দলে একাধিক পরিবর্তন করতে চলেছেন বাগান কোচ কার্ডোজো। চোট পাওয়া উমেরের পরিবর্তে আদিত্য মণ্ডলকে খেলানো হবে। গোলে দীপ্রভাত ঘোষই খেলবেন। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে আদিত্যর সঙ্গী বিলাল সিডি। মাঝমাঠে সন্দীপ-মিগমা জুটিতেই আস্থা রাখতে পারেন ডেগি। তবে উইংয়ে সালাউদ্দিনের সঙ্গে গোগোচার শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে বাদ পড়তে পারেন পাসাং দোরজি তামাং। আপফ্রন্টে পানগামবাম ও তুষার বিশ্বকর্মাকে বসাতে চলেছে মোহনবাগান। পরিবর্তে শিলিগুড়ির করণ রাইয়ের সঙ্গে আদিল আবদুল্লা খেলতে পারেন। করণের মোহনবাগান জার্সিতে এটাই প্রথম ম্যাচ হতে চলেছে।

এদিকে ইরশাদ নামের কেরলের এক ১৯ বছরের ফুটবলারকে ট্রায়ালে ডেকেছে মোহনবাগান। দুবাইয়ের গালফ ইউনাইটেডের যুব দলের হয়ে খেলেছেন এই কেরালাইট ফুটবলার।

আজ কলকাতা লিগে
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম **কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স**
সময় : দুপুর ৩টা, **স্থান :** নৈহাটি

ভবানীপুরের ৫ গোল, ড্র ডায়মন্ডের

কলকাতা, ২ জুলাই : ৫ গোল ভবানীপুর এফসি-র।

ড্র দিয়ে এবার কলকাতা ফুটবল লিগে অভিযান শুরু করেছিল সাহিদ রমনের ভবানীপুর। বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে খিদিরপুর এসিকে ৫-০ গোলে হারাল তারা। হ্যাটট্রিক করেন বিদ্যাসাগর সিং। বাকি দুটি গোল দীপ সাহা ও সানাথই মিতেইয়ের।

অন্যদিকে লিগের প্রথম ম্যাচে আটকে গেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। শ্রীভূমি এফসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল দীপাঙ্কুর শর্মার ডায়মন্ড। এরিয়ানকে ৪-০ গোলে হারাল আসোস রেনবো। ম্যাচে জোড়া গোল অমরনাথ বাস্কের। ইউনাইটেড কলকাতার কাছে ১-০ গোলে হার ইউনাইটেড স্পোর্টসের। সাদার্ন সমিতি ১-০ গোলে হারল উয়াড়ি এসি-র কাছে।

জকো-আলকারাজের জয়, বিদায় গফের

লন্ডন, ২ জুলাই : উইম্বলডনের দ্বিতীয় রাউন্ডে জয় পেলেন মহিলাদের শীর্ষবাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। তিনি মারিয়ে বউজকোভাকে ৭-৬ (৭/৪), ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন।

তবে সাবালেঙ্কা জিতলেও বিদায় নিয়েছেন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই কোকো গফ। তিনি ইউক্রেনের ডায়ানা ইয়াসত্রেমাস্কার কাছে ৭-৬ (৭/৩), ৬-১ গেমে পরাজিত হন। ম্যাচ হেরে গফ বলেন, 'ইয়াসত্রেমাস্কা দুর্দান্ত খেলেছে। আমি আগেই জানতাম, খুব কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে।' গফ কয়েকদিন আগেই ফরাসি ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ফরাসি ওপেন জেতার পর উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন।

এদিকে, খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে ছুটছেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াও। ব্রিটেনের অলিভার টারভেটকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন তিনি। খেলার ফল আলকারাজের পক্ষে ৬-১, ৬-৪,৬-৪।

প্রথম রাউন্ডে জয় দিয়েই শুরু করেছেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তিনি আলেকজান্ডার মুলারকে ৬-১, ৬-৭ (৭/৯), ৬-২, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন। তবে ম্যাচ চলাকালীন পেটের সমস্যায় পড়েন সার্বিয়ান তারকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলা মাঝপথে বন্ধ করে চিকিৎসকের কাছ থেকে ওষুধ খান তিনি। পরে জকোভিচ বলেছেন, 'দ্বিতীয় সেটের মাঝামাঝি পর্যায় থেকে পেটের সমস্যা শুরু হয়। তবে ডাক্তারের দেওয়া অলৌকিক ওষুধ খেয়ে সেই সমস্যা থেকে রেহাই পাই। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা খেলতে আর কোনও সমস্যা হয়নি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'পেটের সমস্যা হলেও একবারও ম্যাচ ছাড়ার কথা ভাবিনি। জানতাম একটা সমস্যা হয়েছে, কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতে পারব।' অন্যদিকে প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিয়েছেন পুরুষদের তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ। তিনি আর্থার রিন্ডার্কনেচের কাছে ৭-৬ (৭/৩), ৬-৭ (৮/১০), ৬-৩, ৬-৭ (৫/৭), ৬-৪ গেমে পরাজিত হয়েছেন। বিদায় নেওয়ার কারণ হিসেবে জেরেভ নিজের মানসিক স্বাস্থ্যকেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি নিজেকে খুব একা মনে করছি। মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েছি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে এটাই হচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।'

দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পর নোভাক জকোভিচ। লন্ডনে।

ডায়মন্ডে আঙুসানা

কলকাতা, ২ জুলাই : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব থেকে আঙুসানাকে সই করাল ডায়মন্ড হারবার এফসি। পাশাপাশি এক স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের সঙ্গে কথা বলছে তারা। এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী তথা জামশেদপুর এফসি-র স্ট্রাইকার জাভিয়ের সিভেরিওকে প্রস্তাব দিয়েছে এফসি গোয়া। এছাড়া স্প্যানিশ মিডফিল্ডার চেমা নুনেজকে সই করাল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি।

ইস্টবেঙ্গলের তহবিল

কলকাতা, ২ জুলাই : ক্লাব সভাপতির উদ্যোগে নতুন তহবিল তৈরি করছে ইস্টবেঙ্গল। প্রাক্তন ফুটবলার, মাঠকর্মী থেকে ক্রীড়া সাংবাদিক, খেলোধুলার সঙ্গে যে কোনওভাবে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের চিকিৎসার খাতে সাহায্য করতেই এই উদ্যোগ লাল-হলুদের। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করে ইস্টবেঙ্গল। এর জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে মোট দুটি তহবিল তৈরি হচ্ছে। একজন ব্যক্তি এর থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত সাহায্য পাবেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা রণজিৎ দে - কে 19.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 37C 59698 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। এটি আমার প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি। আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। একটি ছোট বিনিয়োগ আমাকে এবং আমার পরিবারকে সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরুর পথ দেখিয়েছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সেমিতে হার ফাতেমার

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের প্রি-সুব্রত কাপ রাজ্য ক্লাস্টার পর্যায়ের অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের ফুটবলের ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় ও কালিম্পং কুমুদিনী হোমস হাই স্কুল। বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম সেমিফাইনালে শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারায় আলিপুরদুয়ারের ডিমডিমা ফাতেমা হাইস্কুলকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। ফাতেমার মোহিত ওঁরাও এবং তরাইয়ের সম্রাট মণ্ডল গোল করে।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কালিম্পং কুমুদিনী হোমস হাইস্কুল ৩-০ গোলে হারিয়েছে জলপাইগুড়ির খারিজা বেরুবাড়ি হাইস্কুলকে। কুমুদিনীর জোড়া গোল করে সামথিং ভুটিয়া। তাদের অন্য গোলটি সংগ্রাম সুরবার। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার টাউন ক্লাব মাঠে।

রাজের জোড়া গোল

বীরপাড়া, ২ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের 'বি' গ্রুপের খেলায় বুধবার বীরপাড়ার জুবিলি ক্লাব ৩-০ গোলে ইজরায়েল গুরুং ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। দলসিংপাড়া মাঠে জুবিলির রাজ এক্কা জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি সাহিল এক্কার। সোমবার জুবিলির মাঠে জুবিলি ক্লাব এবং দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমির ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছিল। শুক্রবার নিজেদের মাঠে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি খেলবে ইজরায়েল গুরুং ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে।

জিতল জেএফএ

জলপাইগুড়ি, ২ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার জেএফএ ১-০ গোলে হারিয়েছে জেওয়াইসিসি। জেএফএ-র দুরন্ত রায় একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন। ম্যাচের সেরাও হয়েছেন তিনি।

উত্তরের খেলা

ক্রিকেট শিবির শুরু

আলিপুরদুয়ার, ২ জুলাই : প্লেয়ার্স ইলেভেন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চারদিনের ক্রিকেট কোচিং শিবির বুধবার শুরু হল। কোচিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার অর্ণব নন্দী। অ্যাকাডেমির ক্রিকেটার শিবিরে অংশ নিয়েছেন।

নেতাজির ড্র

বালুরঘাট, ২ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব ও ভোরের আলো দলের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। নেতাজির প্রমিত সোরেন ও সঞ্জয় বাস্কে গোল করেন।

জোড়া গোল প্রীতমের

জামালদহ, ২ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বুধবার বড় গোপালপুর নবীন সংঘ ২-১ গোলে অশোকবাড়ি সংগ্রামী সংঘকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা প্রীতম রায় বসুনিয়া জোড়া গোল করেন। অশোকবাড়ির গোলটি দেব বর্মনের। বৃহস্পতিবার খেলবে সাকাতিরহাট ক্রীড়া সংস্থা ও মাথাভাঙ্গা জুনিয়ার ফুটবল দল।

ম্যাচের সেরা প্রীতম রায় বসুনিয়া। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর জন মার্ডি। বুধবার।

ফুটবল লিগ শুরু

রায়গঞ্জ, ২ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃক্লাব ফুটবল বুধবার শুরু হল। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে গ্রুপ 'এ'-তে ফ্রেন্ডস অফ দিশা ২-০ গোলে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। বুধিলাল মুর্মু ও ম্যাচের সেরা জন মার্ডি গোল করেন। বৃহস্পতিবার গ্রুপ 'বি'-তে মুখোমুখি হবে রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব ও রামপুর সূর্য স্মৃতি সংঘ।

রানিংয়ের ড্র

মালদা, ২ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার ডঃ বিআর আম্বেদকর ক্লাব ও হাটিন্ডা রানিং সংঘের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। আম্বেদকরের সুধি সোরেন ও রানিংয়ের সুদীপ মুর্মু গোল করেন। ম্যাচের সেরা সুধি।